শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

পরম ভাগবত

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি প্রভু কর্ত্তৃক

লিখিত ভূমিকাসহ

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ও

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, বি এল্

সম্পাদিত।

কাশিমবাজারাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে

৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী-কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৭, চৈত্র।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

অবতরণিকা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর শুভ প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজারাধিপতির অর্থানুকূল্যে অদ্য আমরা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামক শ্রীগ্রন্থ বৈষ্ণব সাধু সজ্জনের হস্তে উপহার দিতে পারিয়া আপনাদিগকে চিরকৃতার্থ মনে করিতেছি। প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি এই পুস্তক সম্পাদনের গুরুভার আমাদের ন্যায় অকৃতীর উপর দিয়া ভাল করেন নাই। তিনি সুস্থ শরীরে এই শ্রীগ্রন্থ স্বয়ং সম্পাদন করিলে ইহার কলেবর বহুগুণ বৃদ্ধিত হইত। যাহা হউক তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে, তাঁহারই উদ্ভিত মতে আমরা এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি, সময়াভাবে অত এই শ্রীগ্রন্থখানি সম্পূর্ণ আকারে বিজ্ঞজন সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

প্রভুপাদ এই শ্রীগ্রন্থের লীলাশুক ও কৃষ্ণকর্ণামৃত সম্বন্ধে যে মূল্য ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা বঙ্গভাষার প্রাচীন-সাহিত্যে উজ্জ্বল রত্নবিশেষ বলিয়া চিরকাল আদৃত হইবে।

আমরা প্রধানতঃ প্রভুপাদ-প্রকাশিত পুস্তক ও ১২ খানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুঁথি মিলাইয়া এই শ্রীগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। সময়াভাবে আমরা পাঠান্তরাদি এবার প্রকাশ করিতে পারিলাম

না। বারান্তরে এই শ্রীগ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে আমরা পাঠান্তরাদি ও স্তবং্চয়ক ও এই শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় যাহা মহাপ্রভু বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে আনেন নাই—এবং যাহা অদ্যাপি বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত হয় নাই তাহা অনুবাদ সহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখিলাম।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে জাহ্নবী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের লীলাশুক ও কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক অমূল্য প্রবন্ধ এই শ্রীগ্রন্থে ভূমিকা রূপে সংযোজিত হইল। যদুনন্দন দাস সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নাই। পরিশিষ্টে বিশেষ করিয়া তাঁহার পরিচয়াদি দিবার বাসনা রহিল। তাঁহার সম্বন্ধে অদ্য আমরা এক কথা বলিয়া বিদায় লইব। তিনি ১৪৫৯ শকে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে মুরশিদাবাদ জেলার ১২। ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টক-নগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মালিহাটি গ্রামে বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, তিনি নিম্নলিখিত পাঁচ খানি শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন :—

১। শ্রীকর্ণানন্দ—এই পুস্তক খানি কবি ৭০ বৎসর বয়সে ১৫২৯ শকে প্রণয়ন করেন। ২। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। ৩। শ্রীরসকদম্ব। ৪। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। কবি জাতিতে বৈদ্য হইলেও বৈষ্ণব সমাজে "যদুনন্দন দাস ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে যদুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র সুবল চন্দ্র ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য (তৃতীয় সংস্করণ ৩০৪ পৃঃ)। কিন্তু আমরা এমত সমর্থন করিতে পারি না। পদকল্পতরুর বন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে

লিখিত আছে,—"প্রভু-সুতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর, জয় যদুনন্দন দাস"। প্রভু-সুতা অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য-কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে বুঝায়। দীনেশ বাবুও লিখিয়াছেন হেমলতা দেবীর আদেশে কবি 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ ১৬০৭ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। আমাদিগের মতে কবি হেমলতা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

কর্ণানন্দে কবি লিখিতেছেন :—

"সেবকাভাস, কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল॥"

সেবকের সেবক কবি ঠাকুরাণীর সেবা করেন নাই, তবু তিনি নিজগুণে দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

কবি কর্ণানন্দের প্রতি নির্য্যাসের অন্তে আত্মপরিচয় স্থলে বলিয়াছেন :—

"শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা।
প্রেম-কল্প-বল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥"

বিদগ্ধমাধবে কবি লিখিয়াছেন :—

"শ্রীল হেমলতা নাম ঠাকুরাণি
তেঁহ পদধূলি দিলা আমার মস্তকে।"

অবশ্য উদ্ধৃত অংশ হইতে কবি যে ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলেও নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ হইতে আমাদিগের মতের যাথার্থ্য স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে :—

গোবিন্দলীলামৃতে কবি লিখিয়াছেন :—

"বন্দ গুরুপদতল, চিন্তামণিময় স্থল
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা,
তাঁহার-স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি ॥
অজ্ঞান অন্ধকারে, পতন দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি।
তাঁহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিতে
দূরে গেল অন্ধকারাবলী ॥"

ইহা 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥"

শ্লোকের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কবির পদলালিত্য ও ভাবমাধুর্য্য আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয় ও এক অতীন্দ্রিয় ভাবারণ্যে লইয়া যায়। পরিশেষে দু'এক স্থলে আধুনিক রুচির হিসাবে শ্লীলতা বর্জ্জিত দু এক ছত্র দেখিয়া কেহ নাসিকাকুঞ্চন করিবেন না বলিয়া আশা করিতে পারি, কারণ এখনকার দিনের শ্লীলতার কষ্টিপাথরে প্রায় ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বের শ্লীলতার যাথার্থ্য নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

অলমতিবিস্তারেণ

সম্পাদক।

ভূমিকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবিদ্যানগরে অবস্থান-কালে শ্রীলীলা-শুক-মুখোদগীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত আস্বাদন করিয়া পরম আনন্দলাভ করেন, আর তিনি নিজ স্বভাব-সুলভ করুণাবশে সেই আনন্দ-আস্বাদনের অধিকার আপামর সাধারণ সকলকেই প্রদান করিবার নিমিত্ত, তথা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' পত্রস্থ করিয়া এদেশে লইয়া আসেন;—এ কথা বোধ হয় বৈষ্ণব-সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দের সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া, নিশিদিন যে কয়খানি গ্রন্থের অমৃত-নির্য্যাস আস্বাদন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত তাহারই অন্যতম। যদি কাব্য-হিসাবে ধরা যায় তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মত কাব্য নাই; আর যদি ভক্তি-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের হিসাবে ধরি, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মত ভক্তিগ্রন্থ আর নাই,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

শ্রীলীলাশুকের কবিত্ব লোক-দেখাইবার জন্য নহে, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায়ও তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন,—আর সেইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে লীলাময়ের যে যে লীলা মনোনয়নে অবলোকন করিতেছেন, তদবলোকনে আপনাকে সেবার অধিকারিণী সখী ভাবিয়া, সেই ভগবানের উদ্দেশে সময়োপযোগী যে সকল কথা কহিতেছেন,—তাহাই বাহিরে আসিয়া শ্লোকরূপে পরিণত হইতেছে! আর তাঁহার সমভিব্যাহারী বৈষ্ণবগণ অমনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছেন! এইরূপে সেই শ্লোকগুলি একখানি কাব্যে পরিণত হইয়া উঠিল; নচেৎ লীলাশুকের গ্রন্থ-রচনা প্রভৃতি ব্যাপার অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত। দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই কথা কহিয়া থাকেন।

শ্রীলীলাশুক কেবল দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ নহেন, তাহার উপরে তিনি একজন ভক্ত, তাঁহার মুখ হইতে যে অমন সুন্দররূপে সজ্জিত ছন্দোবদ্ধ ভাষা নিঃসৃত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি!

এই শ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে অমৃতবৎ অনুভূত হয় বলিয়া, শ্লোকগুলির বা কাব্যের নাম হইল 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। সাধনশীল বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থকে আপনাদের প্রাণের অপেক্ষাও অধিক আদর করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ও শ্রীপাপবল্লয় সূরি প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণ ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন।* এদেশে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর সারঙ্গ-রঙ্গদা নাম্নী টীকাই প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দন দাস পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে ঐ টীকার ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। শ্রীগোপালভট্ট বিরচিত টীকা আমরা দেখি নাই। শ্রীঅনুরাগবল্লী-গ্রন্থে এবং ভক্তি করে শ্রীগোপালভট্ট-বিরচিত টীকার মঙ্গলা-চরণের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতেই উক্ত টীকার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। আর একটী টীকা সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। টীকাটীর নাম 'সুবর্ণ-চষক' অর্থাৎ সুবর্ণ-নির্ম্মিত পানপাত্র। পানপাত্র পাইলেই পান করিবার সুবিধা হয়; তাই টীকাকার এই 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পান করিবার নিমিত্ত এই 'সুবর্ণ-চষক' প্রস্তুত করিয়াছেন। এই টীকাকারের নাম—পাপবল্লয় (পাপমল্লয়?) সূরি। ইহার পিতার নাম—তিরুমল ভট্ট, মাতার নাম—কোদণ্ড-মাম্বা। আমরা এই শেষোক্ত টীকাটী লাভ করিয়া একটী নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছি। বিষয়টি এই—আমাদের দেশে যে 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকার প্রচার ও আদর অধিক, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সারঙ্গরঙ্গদা-টীকা মাত্র

---

* ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা জাহ্নবীতে "শঙ্কর কয় জন?" শীর্ষক প্রবন্ধে, ৯১ পৃষ্ঠায় "শঙ্কর—কৃষ্ণকর্ণামৃত—টীকাকার" দ্রষ্টব্য—লেখক।

একশত বারোটী (১১২টী) শ্লোকেরই উপর প্রদত্ত হইয়াছে ; শ্রীযদুনন্দনদাসও তাহারই ভাষা রচনা করিয়াছেন, আর এ দেশে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' বলিতে ঐ ১১২টী শ্লোকাত্মক কাব্যকেই বুঝাইয়া থাকে। আমরাও এতদিন তাহাই জানিতাম ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অধ্যায়ত্রয়ের মধ্যে দ্বাদশাধিক শত শ্লোকাত্মক প্রথম অধ্যায়টুকু অবলম্বন করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী সারঙ্গরঙ্গদা-টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌গোপালভট্টের টীকা আমাদের নয়নগোচর হয় নাই ; সুতরাং তিনি সমস্ত তিন অধ্যায়েরই টীকা করিয়াছেন কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হইতেও পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের মত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কেবল মাত্র প্রথম অধ্যায়টুকু এ দেশে লইয়া আসিয়াছেন। যাহাই হউক, এ বিষয়ের হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ যে তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়। আমি প্রথমে উক্ত সুবর্ণ-চষক টীকা-সংযুক্ত অধ্যায়ত্রয়াত্মক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম,—তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপনও করিতে পারি নাই, পরে বোম্বাই হইতে মুদ্রিত—মূল শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত আনাইয়া দেখিলাম যে, তাহাতেও তিনটী অধ্যায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তখন আর অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বিশ্বাস করিবার আরও কারণ আছে ;—তিনটী অধ্যায় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এক হৃদয় হইতে এই তিন অধ্যায় জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে, —একই বিষ্ণুপদ হইতে জন্মলাভ করিয়া একই গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছেন। উক্ত টীকাকার কতদিনের লোক ? তাঁহার বাড়ী কোথায় ? এ সকল পরিচয় তাঁহার টীকার মধ্যে কুত্রাপি লিখিত নাই। কেবল অধ্যায়ের অন্তে লিখিয়াছেন—

ইতি শ্রীপদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-পশুপতিতিক্রমলভট্টো-

পাধ্যায়পুত্রেণ কোদণ্ডমাম্বাগর্ভশুক্তিমুক্তামণিনা পাপমল্লয়সূরিণা বিরচিতায়াং কর্ণামৃতব্যাখ্যায়াং সুবর্ণ-চষক সমাখ্যায়াং তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

ইহা হইতে কেবলমাত্র তাঁহার পিতামাতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর নামগুলি দেখিয়া অনুমান হয় যে, টীকাকার দ্রাবিড়-দেশবাসী। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রণেতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অন্যতম টীকাকার শ্রীগোপালভট্টের পিতার নাম—শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট। গোপাল ভট্টের নিবাস দ্রাবিড় দেশে; ইহা তাঁহার নিজের লেখা হইতেই জানিতে পারা যায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যেতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাং।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরাঃ ॥"

সুতরাং গোপাল ভট্ট যে দ্রাবিড়ী-ব্রাহ্মণ, সে বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না। অনুরাগবল্লী-গ্রন্থে শ্রীগোপাল ভট্ট সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে 'তৈলঙ্গ' এক শ্রেণীর। গোপালভট্ট ঐ তৈলঙ্গ-শ্রেণীর অন্তর্ভূত। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অনুরাগবল্লী হইতে শ্রীগোপালভট্টের জীবনী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীগোপালভট্ট-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকাটী অতি সুন্দর ও যার পর নাই সরস, যথা:—

"শ্রীভট্টগোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ-বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল ॥
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার!
রসপরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার ॥
সে টীকায় মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক।
লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোক ॥
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া।
পুলকাদি অশ্রু বহে মুখ বুক বাঞা ॥"

তথাহি শ্লোকৌ—

"চূড়া-চুম্বিত-চারু-চন্দ্রক-চমৎকার-ব্রজ-ভ্রাজিতং
দীব্যন্মঞ্জু-মরন্দ-পঙ্কজ-মুখং ভ্রূ-নৃত্যদিন্দিন্দিরম্।
রজ্যদ্বেণু-সুমূল-রোক-বিলসদ্ বিম্বাধরোষ্ঠং মহঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কেলি-ললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে॥
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যোতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরঃ॥"
"ইহাতে লিখন—স্থিতি দ্রাবিড় অবনি।
তার ব্যাখ্যা কহি পূর্ব্বাপর বার্ত্তা শুনি॥
ব্রাহ্মণের জাতিভেদ অনেক আছয়।
তার মধ্যে দশ-ঘর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
পঞ্চ-গৌড় পঞ্চ-দ্রাবিড় কহি পরে।
প্রথম গৌড়ের কঁহি বিবরণ সাঁরে॥
কান্যকুব্জ, মৈথিল, গৌড়, কামরূপ।
উৎকল—জানিহ এই পঞ্চ দ্বিজ-ভূপ॥
পঞ্চ-দ্রাবিড় কহি শুন সাবধানে।
যেথানে যাহার (বাস) সে স্থানের নামে॥
মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, কর্ণাট।
গুর্জ্জর—দেখিয়ে, যাঁহা বিপ্ররাজপাট॥
পঞ্চ-দ্রাবিড়-মধ্যেতে তৈলঙ্গ হয়।
'দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জর' * তে-কারণে কয়॥"

এখন বোধ হয়, আর কেহই শ্রীগোপালভট্টকে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ বলিতে আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গোপালভট্টের পিতার নাম ত্রিমল্ল ভট্ট। তিরুমল ভট্ট ত্রিমল্ল ভট্টেরই অপভ্রংশ, সুতরাং উক্ত তিরুমল ভট্টের পুত্র 'সুবর্ণ-চষক'

---

* অবনি-নির্জ্জর—ভূদেব ব্রাহ্মণ। দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জর—দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ।

টীকাকার যে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ, সে বিষয়েও কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে না। আমি যে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছি, সেখানি দ্রাবিড়-দেশ হইতেই আনীত। শ্রীলীলাশুকও দ্রাবিড় দেশীয়। কৃষ্ণবেণ্বা নদী দ্রাবিড় দেশেই অবস্থিত। লীলাশুকের আদি বাস উক্ত নদীতীরেই। ঐ স্থানের অনেকেই যে তখন লীলাশুকের ভক্ত হইয়াছিলেন, আর তাঁহারাই যে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেই দ্রাবিড় দেশের পুঁথিতে ও ছাপার পুস্তকে যখন তিন অধ্যায় পাওয়া যাইতেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে অধ্যায়ত্রয়াত্মক, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইতে হইবে।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
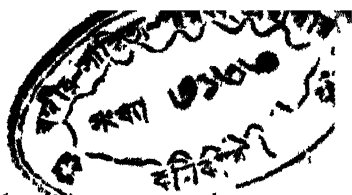
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

প্রথমঃ প্রকাশঃ ।

যস্তাবভাবিতধিয়ঃ প্রণয়োত্থবাচাং
মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
রাসোৎসুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং
রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোঽস্মি ॥
কৃপাসুধাসরিদ্‌যস্ত বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যং প্রভুং ভজে ॥ ১

বন্দো গুরুপাদপদ্ম-নখাগ্র-অঞ্চলে ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে ॥
'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ অতি মনোহর ।
যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কোঙর ॥ ১০
রায় রামানন্দ সনে শ্রীবিদ্যানগরে ।
আস্বাদিলা কর্ণামৃত- অর্থ সুদুষ্করে ॥
শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর ।
সমস্ত জানিতে নারে যার ভাব সুধীর ॥
আদ্য-অন্তে কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্য-রসময় । ১৫
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-রসে অতি রসময় ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া।
টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া॥
অতি ক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি।
তাহাই লিখিয়ে সাধুমুখে যাহা শুনি॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার ৫
কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার॥
তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ।
নিজগুণে এই মোরে করিবা প্রসাদ।
ভাবে মত্ত লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা দুই শ্লোক প্রতি॥ ১০
বাহ্যদশার অর্থ মুঞি না লিখিব এথা।
যথামতি লেখি মুঞি অন্তর্দ্দশা-কথা॥
এই লীলাশুকের বাণী শুন সাবধানে।
যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ণের ভজনে॥
দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণ্ণ নদী। ১৫
তাহার পশ্চিম তীরে তাঁহার বসতি॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
কবীন্দ্রশেখর সর্ব্বলোকেতে বিদিত॥
পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তাঁরে কৈল আকর্ষণ।
কন্দর্পচেষ্টাতে মগ্ন হৈল তাঁর মন॥ ২০

সেই নদীর পূর্ব্বদিকে বেশ্যার বসতি।
চিন্তামণি তাঁর নাম সুন্দরী যুবতী॥
বড়ই আসক্তি তাঁর সেই বেশ্যা সনে।
সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে॥
এক দিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোরতর। ৫
মেঘ গর্জ্জে বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর॥
তাতে কামচেষ্টা অতি হইল অন্তরে।
সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু নাহি স্ফুরে॥
নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে।
নিজ ঘর হৈতে যান সেই বেশ্যাস্থানে॥ ১০
নৌকা নাহি নদীপার হইতে না পারে।
মৃতকে ধরিয়া গেল সেই নদীপারে॥
বেশ্যা-দ্বারে গেলা, কপাট খিল লাগা তায়।
প্রবেশিতে নারে তাতে মহাচেষ্টা পায়॥
প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়। ১
মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায়॥
সেই কালে দেখে ভিত্তিগর্ত্তের ভিতরে।
কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কন্দরে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ বাহে আছে তার পুচ্ছ ধরি।
প্রাচীর লাঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালী-উপরি॥ ২০

পড়িতে হইল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন।
শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ॥
বিজুরী ছটায় তারে দেখিয়া তখন।
শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ॥

হাহাকার করে বেশ্যা বহু কষ্ট পাইল। ৫
শুশ্রূষা করিয়া তাঁরে সুস্থির করিল॥
তবে আগমন কথা বিবরি কহিল।
যেন যেন রূপে নদী-পারাদি হইল॥

বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে।
অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে॥ ১০
শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনা।
নিরস-রসের লাগি বধহ আপনা॥

হাহা ধিক্ হাহা ধিক্ রহুক আমারে।
মহাপাপীয়সী আমি জানিনু অন্তরে॥
নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া। ১৫
মন ধন হরি লেউ তাকে প্রতারিয়া॥

এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি।
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ-অনুরাগী॥
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া॥ ২০

এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া।
তাঁহার শুশ্রূষা করে নির্ব্বেদ কহিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রাসকুঞ্জলীলা।
গান করে সখী সনে হৈয়া একমেলা॥
তাঁর বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়। ৫
মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভৎসয়॥
মনে ভাবে কালি প্রাতে সকল ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায় একান্ত হইয়া॥
নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত-অন্তর।
রাধাকৃষ্ণলীলা-গীত শুনয়ে বিস্তর॥ ১০
সেই লীলা শ্রবণমাত্রে মায়াবন্ধ গেল।
পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল॥
সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ প্রাণ।
তারে ছাড়ি কিবা মুঞি করো অনুষ্ঠান॥
এত বিচারিতে তিহোঁ পোহাইল রাতি। ১৫
প্রাতে উঠি বেশ্যা পায় কৈল নতি স্তুতি॥
সেই পথে চলি গেলা সেই নদী-তীরে।
বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে॥
আপন বৃত্তান্ত তাঁরে কহিলা সকল।
উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল-মন্ত্রবর॥ ২০

সেই মন্ত্র লৈতে মাত্র কি কহিব আর।
অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাঁহার॥
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ।
ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ॥

যদ্যপি বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠিতমতি। ৫
গুরুসেবা লাগি কথো দিন কৈলা স্থিতি॥
কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা।
তাহা দেখি গুরু "লীলাশুক" নাম থুইলা॥

কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া।
সন্ন্যাস করিলা সূত্রত্যাগী হইয়া॥ ১০
তবে অতি উৎকণ্ঠা ত বাঢ়ি গেল মনে।
বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে॥

বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা।
পথে পথে যাইতে আগে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈলা॥
তাহাতেই উছলিল অতি প্রেমপূর। ১৫
উৎকণ্ঠা-কল্লোলে তেহোঁ পড়িলা প্রচুর॥

তাতে পড়ি শূন্য প্রায় আপনাকে মানে।
বিশেষ লীলার লাগি করেন প্রার্থনে॥
এরূপে আইলা তেহোঁ মথুর মণ্ডলে।
বিশেষ কৃষ্ণের লীলা স্ফূর্ত্তি সেই স্থলে॥ ২০

অনুরাগ-সিন্ধু তাতে হইতে উথলিলা।
লালসা আবর্ত্তে সব চিত্ত গ্রাস কৈলা॥
কৃষ্ণের দর্শন লাগি করেন প্রার্থনা।
মথুরা ভিতরে গেলা লঞা কথো জনা॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি মানিলেন তথা। ৫
তবে বৃন্দাবনে গেলা চিত্ত উৎকণ্ঠিতা॥
সাক্ষাতে দেখিলা তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মনো-বাক্য-অগোচরে করিয়া বর্ণন॥
প্রলাপ করিয়া তথা যে সব বর্ণিল।
স্বসঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল॥ ১০
তবে কথো দিন তেহেঁ রহে বৃন্দাবনে।
পাছে কৃষ্ণ নিত্যলীলায় কৈল প্রবেশনে॥
গুরু পরম্পরায় এই লীলাশুকবাণী।
প্রসিদ্ধ লোকের মুখে এই কথা শুনি॥
এই ত কহিল লীলাশুকের চরিত। ১৫
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে ত্বরিত।
লীলাশুক পা'য় মোর প্রণতি বিস্তর।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সনে যাঁর প্রত্যুত্তর॥
এ সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা।
'সারঙ্গ রঙ্গদা' নামে টীকা যে হইলা॥ ২০

তাঁর অনুসারে লিখোঁ প্রাকৃতকথনে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে ॥
কৃপাসুধা-নদী যাঁর বিশ্ব ভাসাইলা।
সদা নীচ-স্থানে পূর্ণ হইয়া রহিলা ॥
সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করোঁ পরণাম। ৫
তাঁর পায়ে রহু মন হৈয়া একতান ॥
এবে কহি শুন লীলাশুকের চরিত।
যাতে কৃষ্ণ-ভাবোদগম অতি বিপরীত ॥
প্রেমে উনমত্ত লীলাশুক মহাশয়।
বৃন্দাবন-যাত্রা কৈলা হৈতে নিজালয় ॥ ১০
প্রথমেতে শ্রীগুরুচরণ স্মৃতি কৈলা।
নিজ ইষ্টদেবে নিজ গুরুত্বে মানিলা ॥
দুহোঁ সঙ্কীর্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণ।

তথাহি—

১। চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে ১৫
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবাঞ্ছিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ১ ॥
করিয়া করিলা যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন ॥ ২০

এই মঙ্গলাচরণ অন্য-গ্রন্থ-টীকা-হেন।
বিঘ্ননাশ লাগি নহে শুনহ কারণ ॥
প্রেমে উনমত্ত চিত্ত সদা মহাশয়।
গ্রন্থ-করণের কথা তাতে নাহি হয় ॥
তবে যদি বল 'কেনে শ্লোকবন্ধ বাণী' ? ৫
দাক্ষিণাত্য সবে কহে সংস্কৃত বাণী ॥
তাতে লীলাশুক মহাকবীন্দ্র পণ্ডিত।
তাঁর মুখে শ্লোকবাণী এ কোন বিচিত্র ॥
কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বভাব এই হয়।
শয়ন গমন আদি গুরু কৃষ্ণ স্মরয় ॥ ১০
তেঞি কহে সোমগিরিনামা গুরু মোর।
জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব-সুমঙ্গল ওর ॥
চিন্তামণি-হেন যাঁর বৈভব বিস্তর।
আশ্রয় মাত্রেই দেন সর্ব্বাভীষ্ট-সার ॥
প্রণাম করহুঁ সেই গুরুর চরণে। ১৫
বিঘ্নপ্রকাশে জয়-শব্দে প্রণাম বাখানে ॥

তথাহি—

"জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে' ইতি।
তৈছে মোর ইষ্টদেব জয় ভগবান্।
ময়ূরের পিচ্ছ শিরে যাঁর অবিরাম ॥ ২০

বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়।
জয়-শব্দে নিত্যলীলা-বৃন্দাবনে কয়॥
তেহোঁ মোর শিক্ষাগুরু বন্দো তাঁর পায়।
তাঁহার শিক্ষায় প্রেম তাঁতে উপজায়॥

তথাহি ভাগবতে— ৫

"নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥"

তথাহি গীতায়াং— ১০

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

শ্রীভাগবতে—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" ১৫

রসামৃতসিন্ধৌ—

"কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া
পত্যুর্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি।
বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্
কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে॥" ২০

ইতিদিশা চ।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ অনুভব হৈতে।
শিক্ষাগুরু করি বোলে কৃষ্ণে এই রীতে॥
শিখিপিচ্ছ-মৌলি-নামে বিগ্রহ স্ফুরিল।
মন্মথ-মন্মথরাজে বেকত হইল॥ ৫
ভূষণের ভূষণ সঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ।
কিশোর বয়স বেশ রসময় অঙ্গ॥
যার উর্দ্ধ অন্য নাহি অখিলের মাঝে।
ব্যাস শুক ভাগবতে যাঁরে বর্ণিয়াছে॥

তথাহি— ১০

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥"
"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ- ১৫
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥"

এইরূপ মাধুর্য্য কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইল যবে।
অঙ্গের উপমাযোগ্য বিচারয়ে তবে॥
যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল।
কেহ অঙ্গতুল্য নহে অতি তুচ্ছ হৈল॥ ২০

কৃষ্ণপদ-নখশোভা সবারে জিনিল।
এত বিচারিতে মনে আর উপজিল॥
শ্রীরাধিকা বামপার্শ্বে স্ফূর্ত্তি হইয়া গেল।
রাধিকার চিত্তবৃত্তি তাহাতে জানিল॥
শ্রীরাধিকার চিত্ত হরে পদনখ-শোভা। ৫
শব্দশ্লেষে সমাধান করে হৈয়া লোভা॥
যেই কৃষ্ণপদ কল্পতরু শোভা হরে।
কোমল অরুণ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে॥
তাহার পল্লব হয় অঙ্গুলীর গণ।
তাহার শেখর নখরাগ্র মর্দ্দনারম॥ ১০
যত শোভা যত লীলা যত রসগণ।
পদনখে স্বয়ংবর কৈল সুখগণ॥

কর্ণামৃতে—

"কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্";
"বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশী" ইত্যাদি। ১৫
আলিঙ্গন পাশাখেলা নর্ম্ম জলকেলি।
সুরতাদি লীলা যাঁর জয়-শোভা মেলি॥
কিংবা সৌন্দর্য্যাদি পাতিব্রত্য আদি গুণে।
সৌভাগ্য বৈদগ্ধী আদি অতি মনোরমে॥
গৌরী অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি। ২০
ব্রজকিশোরিকা হৈতে যেঁহো কলাবতী॥

সর্ব্ব-জয়যোগ্যা যেঁহো লক্ষ্মীর অংশিনী।
সর্ব্ব-উৎকর্ষা যেঁহো রাধা ঠাকুরাণী ॥

ব্রহ্মস্তবে—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মা স্যধীশাখিললোকসাক্ষী। ৫
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাং
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥"

ব্রহ্মসংহিতায়াং—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ১০
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি।
কৃষ্ণ যেন মূল-নারায়ণ অবতারী।
রাধা তেন মূল-লক্ষ্মী অংশিনীত্বে বলি ॥

তথাহি— ১৫

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"
"লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীস্বরূপ" ইত্যাদিদিশা।
যদ্যপি হ রাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্বাধিকা।
অতিলজ্জাশীলা সর্ব্বগুণেতে অধিকা ২০

সেই লজ্জা হৈতে সদা অধোমুখে রয়।
প্রথমেই কৃষ্ণপদ-নখ নিরীখয়॥
কৃষ্ণপদনখ দেখে শোভাসিন্ধু মাঝে।
মগ্ন হৈল নেত্র, হর্ষ মোহ হৈলা পাছে॥

লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাববিশেষ। ৫
উদ্গার হইল তার কি কব বিশেষ॥
তাতে ধর্ম্মানুমর্য্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া।
কৃষ্ণপদে স্বয়ংবর বস লাভে যাএগ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিজ অনুরাগচয়।
প্রতিক্ষণে নব নব অনুরাগ হয়॥ ১০
নব নব বর্ত্তমান প্রয়োগেই রয়।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দুহুঁ কেহ উন নয়॥

এইত কহিল শিক্ষাগুর্ব্বাদি-আখ্যানে।
সর্ব্ব অজ্ঞান দূরে যায় যাহার শ্র[illegible]॥
এবে শুন গুরুপাদাশ্রয়-বিশেষণ। ১৫
যে গুরুর পাদপদ্ম কৈলে আশ্রয়ণ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
চক্ষু আদি পঞ্চ ক্লেশ অতি বলবান্॥
বাষষ্টি প্রকার হয় অন্তরায়গণ।
গুরুপাদ-নখালম্বে জিনে সেই গণ॥ ২০

কিংবা বর্ত্মোদ্দেশ-গুরু এক গুরু হয়।
মন্ত্রগুরু শিক্ষা গুরু এই গুরুত্রয় ॥
এথ লীলাশুকের গুরু বেশ্যা-চিন্তামণি।
বর্ত্মোদ্দেশ-গুরু তেহোঁ এই মতে জানি ॥
তাঁর বাক্যমাত্র হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ।   ৫
তাঁহার উৎকর্ষ তেঞি কহে মহাভাগ ॥
এই ত প্রথম-শ্লোকের কহিলাম অর্থ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকা প্রমাণার্থ ॥ ১

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম-   ১০
শ্লোকে মঙ্গলাচরণে শ্রীমদ্‌গুরু-
ত্রয়মহিমাদিকথনং নাম
প্রথমঃ প্রকাশঃ ॥ ১

দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ।

"শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমকরন্দমধুন্মদান্।"   ১৫
বন্দামহে ভক্তবৃন্দান্ প্রেমভক্তিরসপ্রদান্ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে শ্লোকের অর্থের আভাস ॥
পথে পথে চলি যায় বাহ্যদশায় স্থিতি।
সাধকের হৈল অতি উৎকণ্ঠিত মতি ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা কহিতে কহিতে। ৫
অতিশয় অন্তর আবেশ হৈল তাতে ॥
সিদ্ধপ্রায় লালসাতে ভরি গেল মন।
রসোদগারি উক্তি হৈন কেবল-লক্ষণ ॥

অতএব দশাদ্বয়ে বাসিত হইয়া।
এক শব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়া ॥ ১০
অন্তর্দ্দশার তাঁর অর্থ বিবরিয়া।
লিখি বুঝাইব মুঞি আপনার হিয়া ॥

বাহ্যদশার অর্থগণ সংক্ষেপ করিয়া।
দিক্ দেখাইব মাত্র বাহুল্য ছাড়িয়া ॥
যদ্যপি উন্মাদময় প্রলাপ বচন। ১৫
সিদ্ধান্ত-সন্ধান কিছু নাহি তাঁর মন ॥

তথাপিহ শুদ্ধ-প্রেম-প্রায় যত যত।
অবিরুদ্ধ রসভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত।
বিশুদ্ধ প্রেমের এই স্বভাব আচার।
সিদ্ধান্ত বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তার ॥ ২০

রসাভাস আদি কিছু নাহি তাঁর মুখে।
শুদ্ধ-প্রেম শুদ্ধ-রস এই রসে মুখে॥
এই শ্লোকের বাহ্য অর্থ কহি কিছু এথা।
লীলাশুক সঙ্গে যান যে বৈষ্ণব তথা॥
তারা পুছে মহাশয় যাবা কোন্ স্থানে। ৫
কি নিমিত্ত, কিবা বস্তু আছে সেই খানে॥
সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয়।
অন্তর-আবেশে কৃষ্ণমহিমা কহয়॥
প্রাভব বৈভব অংশ-অবতারগণ।
শক্ত্যাবেশ-অবতার লীলাবতারগণ॥ ১০
স্ববিলাস বাল্য আর পৌগণ্ডাদি যত।
স্বপ্রকাশ রূপে নিজ স্বরূপাদি কত॥
চিৎশক্তি মহিমাগণ কহে বিবরিয়া।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁর বিলাস গণিয়া॥
তবে বিবরিল মায়া-শক্তির লক্ষণ। ১৫
তাহার বৈভবানন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি আদি করি যত যত গণ।
পরম আশ্রয় যেঁহো পুরুষ-উত্তম॥
শ্রীমদ্‌ভাগবতে যাঁর মহিমা বিস্তার।
সর্ব্বভজনীয় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বসার॥ ২০

পরতত্ত্ব বস্তুরূপ যেঁহো নিরূপণ।
কহিতে আবেশে কৃষ্ণ হইলা স্ফুরণ॥
এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা।
দেখিয়া প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা॥
এই ত কহিল এই শ্লোকের আভাস ৫
বিবরিয়া অর্থ এবে করিবে প্রকাশ॥

তথাহি—

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্যাকুলম্।
স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবিবিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং ১০
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি॥

বৃন্দাবনে আছে কোন বস্তু অতিশয়।
কালত্রয়ে একরূপে সদাই রময়॥
সামান্য নির্দ্দেশে নহে বস্তু-নিরূপণ।
নিরাকার ব্রহ্ম তবে দেখায় লক্ষণ॥ ১৫
সেহো নহে কিশোর আকৃতি মনোহর।
নবযুবা কৈশোর-মিলন স্থিরতর॥
এই লাগি জীব প্রায় দেহ-দেহি-ভেদ।
নিরস্ত হইল, গুণে নাহি পরিচ্ছেদ॥ ২০

ভগবানের রূপ হয় অগণ্য অনন্ত।
কিশোর আকার সব হয় মূর্ত্তিমন্ত ॥
তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাঁহার বিলাস।
এত চিন্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ ॥

রাসে ব্রজকিশোরিকা-আকর্ষণ-কাজে। ৫
প্রস্তুত বেণুর নাদ বৃন্দাবন মাঝে ॥
সে নাদলহরী স্বর-গ্রাম-মূর্চ্ছাগণ।
সে জন্য নির্ব্বাণ-শব্দে আনন্দ পরম ॥

মন আদি করি যাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ।
অব্যাকুল মগ্নপ্রায় নিশ্চয় লক্ষণ ॥ ১০
সায়ংকালে দেবনারী পুষ্প তোলে যথা।
আচম্বিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা ॥

মাধুর্য্য দেখিয়া তারা বিবশ হইলা।
ধৈরজ না ধরে নেত্র ঝুরিতে লাগিলা ॥
কল্পবৃক্ষ-পুষ্প তার হাতেতে হইতে। ১৫
গলিয়া পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে ॥

সেই সব পুষ্প পড়ে কৃষ্ণের উপরে।
তাতে পরিপ্লুত রহে কামমোহ করে ॥
বেণুধ্বনি শুনিতেই গোপনারীগণ।
গুরু ভর্ত্তা আগে স্রস্তনীবিবন্ধ হন ॥ ২০

লজ্জা ভয়ে তারা নীবী পুন বন্ধ করে।
পুন স্রস্ত হয় নীবী পুন খসি পড়ে ॥
কেহ কেহ করে কৃষ্ণ করে নীবীবন্ধ।
সহিতে না পারে কেহ বন্ধনবিলম্ব ॥

নবীন-কিশোরী অতি সুন্দরী সকল।
বৈদগধী অনুরাগে পরম প্রবল ॥
হেন ব্রজাঙ্গনাগণ সহস্রে আবৃত।
শ্রীমদ্ভাগবতে রাসে যাঁহারা বেকত ॥

সেই বস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজয়।
আগমান্তে ধ্যানে উক্ত যিঁহো তিঁহো নয় ॥ ১০
অন্য আবরণ আদি আগে না কহিল।
এই ত কারণে ঞিঁহো তাঁরে না বলিল ॥

প্রণত জনেরে হস্ত অবলম্ব দিয়া।
নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া ॥
পরম-আনন্দ-দেহ দান দেয় তাঁর। ১৫
মায়াদেহ দূর করে কি বলিব আর ॥

তাহাতে প্রমাণ তাঁর শ্রীমুখবচন।
ভক্তস্থানে কৃপা করি করিল কথন ॥
কিংবা অপবর্গ-শব্দে প্রেমভক্তি কহি।
পঞ্চমস্কন্ধের গদ্য প্রমাণ তাহারি ॥ ২০

তথাহি পঞ্চমস্কন্ধে—

"যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি" অত্র "ভক্তি-
যোগলক্ষণঃ" ইতি।

কিংবা সেই কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় দাতা।
কল্পবৃক্ষ আদি জিনে অন্য কিবা কথা॥ ৫

তথাহি—

"স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতাম্" ইতি।

কিংবা সর্ব্বনায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণ।
পরম উত্তম রূপ সর্ব্বরস-সীম॥
এই ত কহিল শ্লোকের বাহ্যদশা-অর্থ। ১০
অন্তর্দ্দশার অর্থ শুন পরম-সমর্থ॥
এইরূপে কোন বস্তু আগে বিরাজয়।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্ব বৈদগ্ধ্যাদিচয়॥
আপনা মাধুর্য্য বেণুগীত আদি হৈতে।
আত্মারামাদি প্রাণী পর্য্যন্ত করয়ে মোহিতে॥ ১৫
বিশেষতঃ নারীগণের মোহয়ে অন্তর।
তাতে হৈতে ব্রজনারী সদা-মোহকর॥
কিশোর-আকৃতি বস্তু গুণের সাগর।
মদনমোহন-বেশ শ্যাম-কলেবর॥
মনে চিন্তে কৃষ্ণ গোপনারী পরতন্ত্র। ২০
সহজেই নারীগণ না হয় স্বতন্ত্র॥

কেমনে আসিবে এথা স্বতন্ত্র হইয়া।
ব্যাকুল হইলা মনে এ সব চিন্তিয়া॥
বেণুগান আরম্ভিলা, শুনি গোপীগণ।
পরম আনন্দবৃন্দে আকর্ষিল মন॥
নির্ব্বাণ শব্দেতে কহে আনন্দ-বিশেষ। ৫
বিশ্বপ্রকাশে কহে এই অর্থ শেষ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

"নির্ব্বাণং সুখ-মুখ্যয়োঃ" ইতি।
হস্তে বেণু লৈয়া গান করিয়া গোবিন্দ।
প্রণতগণের মনে বাড়ায় আনন্দ॥ ১০
গুরু-লজ্জা-ধর্ম্ম-আদি-শৃঙ্খলা হইতে
মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে॥

তথাহি—

"যা মহিভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ" ইত্যাদি।
ব্রজনারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া। ১৫
আইসে কৃষ্ণস্থানে কেহো না চায় ফিরিয়া॥
নূপুর কিঙ্কিণী বাজে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
সে ধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ নির্ব্ব্যাকুল ধরে॥
বহু কল্পবৃক্ষ হৈতে উদার গোবিন্দ।
সর্ব্বগোপী অভীষ্ট পূরণে নিরবন্ধ॥ ২০

তদুক্তং শ্রীজয়দেবচরণৈঃ—

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃপ্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃসখিমূর্ত্তিমানিবমধৌমুগ্ধোহরিঃক্রীড়তি ॥" ৫
"আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাৎ
ভঙ্গ্যা তয়া গূঢ়বিলাসলাভতঃ।
কুঞ্জে রস স্বাদবিশেষলব্ধয়ে
প্রারম্ভি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিনা ॥" ইতি।
রসিকেন্দ্রমৌলি কৃষ্ণ আরম্ভিলা রাস। ১০
বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে হাস পরিহাস ॥
ভঙ্গি করি ব্রজঙ্গনা-মাঝে হৈতে রাধা।
আকর্ষয়ে নিগূঢ় বিলাস লাভে সাধা ॥
নিকুঞ্জে বিশেষ রস আস্বাদ লাগিয়া।
আরম্ভিল রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া ॥ ১৫
দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার।
তৃতীয় শ্লোকের এবে অর্থ শুন সার ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বস্তুনিরূপণে
শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলাপ্রারম্ভাদিকথনং
নাম দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ ॥ ২ ॥ ২০

তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ ।

নমাম্যহং গৌরচন্দ্রং হেমবর্ণমহাদ্ভুতম্ ।
আচাণ্ডালৈঃ প্রেমভক্তিসুধাধারৈঃ প্রতর্পকম্ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ । ৫
জয় শ্রীগোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
এবে কহি শুন কথা অমৃতের ধার ।
লীলাশুকের রাসলীলা-স্ফূর্ত্তি ভাবসার ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ অতি বিলক্ষণ ।
একমন হঞা শুন সব সাধুগণ ॥ ১০
পাছে বাহ্যদশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব ।
অন্তর্দ্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব ॥
নিজ ইষ্ট অন্তর্দ্দশার অর্থ সবিশেষ ।
সেই অর্থ বিস্তারিব জানিতে উদ্দেশ ॥
অতঃপর লীলাশুক মহাভাগবত । ১৫
বেশ্যামুখে রাধাকৃষ্ণলীলা শুনে যত ॥
রাধাকৃষ্ণ-অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া ।
অতিলোভ উপজিল আপনার হিয়া ॥

রাগানুগা-মার্গে কৃষ্ণভজন করিতে।
পরম লালসা তাঁর বাড়ি গেল চিত্তে॥
এই রাগানুগা পথে অন্য ভক্তগণ।
অনুৎপন্নরতি কৃষ্ণে সাধকলক্ষণ॥
তাহারাও বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্পিয়া। ৫
কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত হইয়া॥
জাতরতিগণে সদা তাহ স্ফূর্ত্তি হয়।
নিজ সুখ দুঃখ তাহা কভু না বাধয়॥
লীলাশুকে উপজিল মধুরজাতি রতি।
ক্রমে অনুরাগদশা তাতে প্রাপ্ত অতি॥ ১০
সদা সেই দেহ স্ফূর্ত্তি হয় তার মনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যে সব লক্ষণে॥

তথাহি—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়া যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্ররাগাত্মিকোচ্যতে॥ ১৫
বিরাজন্তীমভিব্যক্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্হতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥ ২০

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥" ইতি।

অথ উজ্জ্বলনীলমণৌ—

"স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা ৫
প্রোন্থন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনু-
রাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ
স গুড়ঃ খণ্ড এব চ। ১০
সা শর্করা সিতা সা স্যাৎ
সা যথা স্যাৎ শিতোপলা॥" ইতি।

তত্রানুরাগলক্ষণম্—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্ব্বন্ নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥" ইতি ১৫

তথাহি—

চাতুর্য্যৈকনিধানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্
কালিন্দীপুলিনাঙ্গণপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমীবয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ॥৩॥ ২০

এই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কহি কিছু এবে॥
কৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্যা রাধা গুণবতী।
অনুরাগে সৌভাগ্যে পূর্ণা পূর্ব্বে যাঁর খ্যাতি॥
তাঁর পার্শ্বে আছে সখী তাঁর উপাসিকা। ৫
আপনাকে তার মাঝে জানে সেই একা॥
রাধিকার পরিবার আমি সর্ব্বথায়।
আরাধিব কিশোরশেখর শ্যামরায়॥
চামর ঢুলাব আর যোগাব তাম্বুল।
পাদসংবাহন আদি সেবা অনুকূল॥ ১০
বাল-শব্দে কিশোর-বয়স শাস্ত্রে কয়।
স্মৃতি অলঙ্কার আস্থে ইহা ব্যক্ত হয়॥
ত্রিবিধ বয়স কৃষ্ণের বিবেচনা কাজে।
ষোড়শাব্দ-অন্ত বাল্য তাতে কহিয়াছে॥
এই লাগি বাল-শব্দে কিশোর কহিয়ে। ১৫
এই মত এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র বুঝিয়ে॥
আর কহি বাল-শব্দে কাম-অবতার।
প্রকট অঙ্কুর যেন বিনোদ আকার॥
কিশোর আকার কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি-শ্যামবর্ণ মনোরম॥ ২০

কেবল শৃঙ্গার-রস যেন মূর্ত্তিমান্।
শ্রীগীতগোবিন্দে যাঁর লীলারস-পান ॥

তথাহি —

"শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি" ৫

মাধবিকা-চতুঃশালা কালিন্দীপুলিনে।
রাসরঙ্গ-লীলা করে তাহার অঙ্গণে ॥
কালিন্দীপুলিন তাঁর অতি প্রিয় স্থান।
প্রিয়া লৈয়া লীলা করে তাহা অবিরাম ॥
অতি লজ্জা বাম্য আর অতি উৎকণ্ঠিতা। ১০
অধোমুখে সদা রহে সেই যে রাধিকা ॥
তাঁহার কটাক্ষে যাঁর আদর অপার।
আদরে ভজিব আমি চরণ তাঁহার ॥
রাসমধ্যে শতকোটি গোপী সঙ্গে লীলা।
রাধার লাবণ্যে যিঁহো আকৃষ্ট হইলা ॥ ১৫
রাধার লাবণ্য-সুধা-তরঙ্গে ভরল।
সদাই তৃষিত নেত্র যাঁহার প্রবল ॥
সেই কৃষ্ণ ভজিব আমি এই মনে দঢ়।
হৃদয়ে লালসা মোর বাঢ়ি গেল বড় ॥ ২০

রাসমধ্যে অন্য গোপীগণে তেয়াগিয়া।
রাধাসঙ্গে কুঞ্জলীলায় ডোলে যাঁর হিয়া॥
নেত্র-অন্ত দ্বারে তাহা ব্যক্ত জানাইতে।
চপল-অপাঙ্গ-ছটা সীমারূপ যাতে॥
এই যে নয়নভঙ্গী বুঝেন রাধিকা। ৫
অন্য কেহ নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা॥
কিংবা রাধা কটাক্ষেতে আদর যাঁহার।
সঙ্কেত জানিয়া তিঁহো করে অঙ্গীকার॥
তাহাতে চঞ্চল যাঁর অপাঙ্গের ছটা।
তাঁহারে ভজিব আমি মনে হর্ষ ঘটা॥ ১০

যদ্বা তথাহি—

"প্রিয়ঃ কান্তঃ কান্তঃ পরমপুরুষ" ইত্যাদি॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। ১৫
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ইতি

লক্ষ্মীগণ কহিতে কহি ব্রজদেবীগণ।
কটাক্ষেতে যত্তপিহ আদর সঘন॥ ২০

চাতুর্য্যনিদান-মাত্র এক সেই সীমা ।
সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপমা ॥
রাধার অপাঙ্গ-ছটায় অঙ্কুর হইয়া ।
স্তব্ধ হৈয়া রহে তাতে শক্তি তেয়াগিয়া ॥

তথাহি— ৫

"প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।" ইতি
কাম-শব্দে তাহার বিষয়ে প্রেম কহি ।
তাঁর যেই অবতার অঙ্কুর উদই ॥
তাঁহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত । ১০
কহিতেই দেখে সর্ব্ব মাধুর্য্যের অন্ত
মাধুর্য্য-স্বারাজ্যময় এই কৃষ্ণে হয় ।
সকল সুলভ এথা মাধুর্য্য-আলয় ॥
রাধিকার সখীভাব লীলাশুক-মনে ।
প্রকট হইল গ্রন্থে তাহারি বচনে ॥ ১৫

তথাহি—

"রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ।"
"যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা
রাধাবরোধোন্মুখ" ইত্যাদৌ ২০

বাহ্যদশার অর্থ এবে কহিয়ে ইহার।
সঙ্গী প্রতি লীলাশুক যে কৈল প্রচার ॥
পূর্ব্বে যে কহিলাঙ বস্তু নিয়ম তোমারে।
কেবল সে বস্তু নহে আর আছে আরে ॥
আমরা সভাই যাঁর করি আরাধন। ৫
ব্রহ্ম শুক আদি তাঁরে করিলা স্তবন ॥

ব্রহ্মস্তবে—

"জানন্ত এব জানন্ত
কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো" ইত্যাদি।
"নায়ং সুখাপো ভগবান্" ইত্যাদি। ১০
সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন।
আশ্রণীয় তিহো সর্ব্ব-নায়ক-উত্তম ॥
বিশেষে কালিন্দীকূলে সদাই বিলাসে।
অতিশয় সুমাধুরী যাঁহাতে প্রকাশে ॥
কহিতেই যেন রাসে গোপাঙ্গনা আনি। ১৫
উপেক্ষা করয়ে হেন কহে ভঙ্গী-বাণী ॥
প্রার্থনা জানায় তাতে বচন-কৌশলে।
এই স্ফূর্ত্তি লীলাশুক কহয়ে সঙ্করে ॥
বৈদগ্ধ্য চাপল্য নিজ প্রকাশ করিলা।
মোহনত্ব আপনার তাতে জানাইলা ॥ ২০

তাঁরা যে চপলাগণ অপাঙ্গ-ছটাতে।
মন্থর হইল এই প্রেমবশ্য রীতে ॥
রাধিকাদি-মুখচন্দ্র দর্শন হইতে।
উছলিল লাবণ্য অমৃতসিন্ধু যাতে ॥

তাহার তরঙ্গে তাঁরে তৃষিত করিয়া। ৫
তাঁ সভারে দেখে যেঁহো সুখাবিষ্ট হৈয়া ॥
এই ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ ইহাতে প্রকাশ।
অন্যোন্য চঞ্চল-নেত্র মুখে মৃদু হাস ॥

বেণুধ্বনি করি আকর্ষিলা লক্ষ্মীগণ।
কটাক্ষে পূজিলা তারা লোভী হৈয়া মন ॥ ১০
নারীগণ মনোহারি লীলার প্রকাশে।
না পাইলা সঙ্গী লক্ষ্মী দুঃখে গেলা বাসে ॥

চতুর্ব্যূহ অন্তরেতে যত কামগণ।
প্রদ্যুম্নাখ্য আদি স্বস্বরূপ মনোরম ॥
শাখাস্থানীয়গণ আর আছে কত কত। ১৫
তার অংশ লেশাভাস রূপ যত যত ॥

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে যত কামগণ।
পত্রস্থানীয় আছে তার না হয় গণন ॥
তার অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর।
বৃন্দাবনে নব কামদেব সর্ব্বমূল ॥ ২০

প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ
প্রথম কোমলস্কন্ধ অংশ মনোরম ॥
আগমাদিশাস্ত্রে কামগায়ত্রী কামবীজে ।
তাঁর উপাসনা করে সর্ব্বে তাঁরে ভজে ॥
কোটী মনমথ এই রূপের প্রকাশ । ৫
সর্ব্ব-চিত্ত-আকর্ষক সহজ-বিলাস ॥
লাবণ্য-মধুরতম অমৃতের সিন্ধু ।
মহা অনুভব-চয়ে অনুভবে বিন্দু ॥
সেই সেই মহা মহা প্রভাবের গণ ।
মহা মহাশয় সভে করে আস্বাদন ॥ ১০
অদ্যাবধি মদনগোপাল রূপ ধরি ।
বৃন্দাবনে বিরাজয়ে সঙ্গে ব্রজনারী ॥
সর্ব্ব-অবতার-বীজ মাধুর্য্য আলয় ।
বৈদগ্ধ্য চাতুর্য্য সর্ব্ব রসের আশ্রয় ॥
সেই কৃষ্ণ আরাধিমু মনে মোর লয় । ১৫
যাতে লোভী হয় মন সেই সে মিলয় ॥
জয় রাসলীলা জয় জয় রাসলীলা ।
এই অহর্নিশি কথা বেঁহো ঘোষাইলা ॥
কৃষ্ণবিদগ্ধতাভেরী সঘন বাজায় ।
রাধার সৌভাগ্যময় দুন্দুভি ঘোষয় ॥ ২০

এই ত কহিল তৃতীয় শ্লোকের কথন।
ইহা যেই শুনে পায় প্রেমভক্তিধন॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে তৃতীয়শ্লোক-
নিরুপণে স্বনির্ণয়ভাবকথনং নাম
তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ॥ ৩॥ ৫

চতুর্থঃ প্রকাশঃ।

কলিবারণদর্পৌঘমর্দ্দনে যঃ কৃপাম্বুধিঃ।
জগদপ্লাবয়ৎ প্রেম্ণা তংগৌরং কৃষ্ণমাশ্রয়ে॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
জয় শ্রীগোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কথন। ১০
কৃষ্ণলীলামৃতরস অতি বিলক্ষণ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে।
আভাস লিখিয়ে তার টীকা-অভিমতে॥
এই লীলাশুকের বাহ্য তিন দশা হয়।
প্রথমে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তৌ স্ফূর্ত্তিজ্ঞান হয়॥ ১৫
দ্বিতীয়েতে হয় স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার-ভ্রম।
তৃতীয়ে সাক্ষাৎকার এই ত লক্ষণ॥

মধুর-জাতীয় ভাব আশ্রয় হইতে।
পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন তাহাতে ॥
প্রথমে লালসা-দশা উৎপন্ন হইল।
যদ্যপি চিত্তেতে তার লালসা স্ফূরিল ॥
বাহ্যদশা উত্থাপিত দৈন্য বিকলতা। ৫
তাহাতে বাসিত মন হইল সর্ব্বথা ॥
শ্রীরাসবিলাসী-কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির লাগিয়া।
অষ্টাদশ শ্লোকে করে প্রার্থনা যাচিয়া ॥
এক শ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা।
তবে রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান স্ফূর্ত্তি হৈলা ॥ ১০
তাতে গোপীগণ কৃষ্ণদর্শন লাগিয়া।
উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া ॥
তাহা দেখিবারে স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করয়।
তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্ব্বাহয় ॥
তবে স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার-ভ্রম অতিশয়। ১৫
পঞ্চ শ্লোকে বিশেষিয়া করিল নিশ্চয় ॥
পুনর্ব্বার দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত।
সপ্তশ্লোকে সেই সব করিল নিশ্চিত ॥
সাক্ষাৎ দর্শন তবে হইল তাঁহার।
বাক্য-মন-অগোচরে বর্ণনা প্রচার ॥ ২০

অষ্টবিংশতি ক্রম শ্লোক মনোহর।
উক্তি প্রত্যুক্তি কৃষ্ণসঙ্গে তার পর॥
সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল বিস্তার।
এইরূপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার॥
তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে। ৫
নিভৃতে করিতে সাধ বাড়ে কৃষ্ণমনে॥
সর্ব্ব সমাধান লাগি সর্ব্বগোপীসনে।
বাহুপ্রসারাদি লীলা করে হর্ষমনে॥
রাধা আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাড়াইতে।
রসে নানা লীলা করে কৃষ্ণ নানামতে॥ ১০

তথাহি—

"উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার"

ইত্যাদিবচ্চ।

রাধা আদি গোপাঙ্গনা সনে কৃষ্ণচন্দ্র।
রাসলীলা করে মনে পাইয়া আনন্দ॥ ১৫
সেই রাসলীলা স্ফূর্ত্তি হৈল লীলাশুকে।
নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজ সুখে॥

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং

মাধুর্য্যমগ্নাননং

প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলস- ২০

দ্বেণুপ্রণাদামৃতম্।

আপীনস্তনকুট্‌মলাভিরভিতো
গোপীভিরারাধিতং
জ্যোতিশ্চেসি নশ্চকাস্তু জগতা-
মেকাভিরামাদ্ভুতম্॥ ৪॥

প্রথমে ত কৃষ্ণের লাবণ্য-ছটা সনে। ৫
ভূষণ অম্বর কান্তিছটা উছলনে॥
তৈছে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা।
তাহার ভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘটা॥
নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল।
সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল॥ ১০
নিজ-পর-প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুঞ্জ।
মনোনেত্র রসায়ন সর্ব্বজনরঞ্জ॥
আমার মনেতে সদা রহুক জাগিয়া।
তিল এক কভু যেন না ছাড়য়ে হিয়া॥
এতেক কহিতে অঙ্গ বিশেষ স্ফূরিলা। ১৫
তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা॥
কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ড অধরমাধুরী।
মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচনচাতুরী॥
মাধুর্য্য প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন।
দেখ দেখ স্বমাধুর্য্যে করয়ে মজ্জন॥ ২০

কহিতেই সমগ্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি হৈলা।
বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা॥
নবীন যৌবন বয়ঃ উদয় হইলা।
চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিলা॥
চাঁচর-কেশর চূড়া তাতে মনোহর। ৫
তাহাতে বরিহা শোভে পরম সুন্দর॥
নটন গমনে মন্দ বাতাসে দোলায়।
তাঁহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায়॥
বিম্বাধরে বিলাসে মুরলী মনোহর।
স্বরভঙ্গী আলাপনে মাধুরী বিস্তর॥ ১০
কেবল অমৃত ধ্বনি সদা বরিষয়।
শুষ্ক কাষ্ঠ আদিগণে জীবন রচয়॥
তাতে পীনস্তনী রম্য গোপাঙ্গনাগণ।
চুম্বনালিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন॥
তথা জগজ্জন-মনে স্পর্শ তৃষ্ণা হয়। ১৫
হেন রূপ-শোভা সখি বর্ণন না হয়॥
গোপকিশোরীর মধ্যে রাধা গুণবতী।
রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে আর্ত্তি অতি॥
দুহুঁ স্কন্ধে দুহুঁ বাহু আরোপণ করি।
অন্যোন্যে নাচয়ে সুখে কর্ণ-মনোহারী॥ ২০

রাধাতেই কৃষ্ণ মন নয়ন বিলাসে।
দরশনে কার মনে সুখ যে না আইসে॥
এই ত কহিল শ্লোকের অন্তর্দ্দশার অর্থ।
বাহ্যদশা স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব্ব॥
ত্রিজগতের প্রধান এক অভিরাম রূপ। ৫
বৃন্দাবনে আছে সর্ব্বমাধুর্য্যের ভূপ॥
কহিতেই পুন অতি মাধুর্য্য স্ফুরিল।
সম সখী প্রতি কহে লালসা বাঢ়িল॥ ৪॥

তৎকাহি—

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং ১০
মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি চেতসি মে
বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম চকাস্তু চিরম্॥৫॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী। ১৫
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোরে, জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে
অভিরাম নয়ন চাতুরী॥ ধ্রু॥
যদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা তৃষ্ণ,
মন হয় তাপিত বিস্তর।
ছাড়হ লালসা কাজ, সেহ নহে মূল লাজ ২০
লোভী মোর হইল অন্তর॥

নিজাঙ্গমাধুরী দানে, মানভৃঙ্গ বান্ধি টানে,
গ্রাস কৈল তাতে মোর মন।
দাহক বিষের সম, আমিয়্ অমৃত যেন,
পরম লম্পট অনুক্ষণ ॥
মনোহর মুখপদ্ম, সকল আনন্দ সদ্ম, ৫
তাতে স্মিত-মধুরিমামৃতে।
বিপুল লোচন তায়, শ্রবণ পরশে যায়,
দেখি লোভ নহে কার চিতে ॥
মনোজ্ঞ কুন্তল চূড়ে, মত্তশিখি-পিচ্ছ উড়ে,
কিবা শিখিপিচ্ছের বন্ধন। ১০
কহিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মগ্ন হৈল সুখে,
পুন শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥ ৫ ॥

তথাহি—

মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো-
র্মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরম্। ১৫
মুকুরায়মাণমৃদুগণ্ডমণ্ডলং
মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্।। ৬ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! কৃষ্ণ-মুখপদ্ম মনোহর।
মাধুর্য্য চাতুর্য্য-সীম, স্ফূর্ত্তি হউ রাত্রি দিন, ২০
মোর মন-নদী মধ্যস্থল ॥ ধ্রু ॥

মুরলীনিনাদ যাতে, মকরন্দ পূর্ণ রীতে,
মাতায় তরুণীগণ মন।
ইন্দ্রনীলমণি যেন, মুকুরস্বচ্ছতা হেন,
যাতে মৃদু গণ্ডের সোহন॥
কামমদ-ভাবোদয়, নয়ন-অম্বুজদ্বয়, ৫
মুকুলায়মান তাতে সদা॥
স্ফুট-পদ্মোপরি যেন, অল্প বিকসিল হেন,
দুই পদ্ম রহয়ে বিশদা॥
কিবা গণ্ডদর্পণেতে, মুখাব্জ সংযোগ মতে,
তাতে সখ্য করিবার আশে। ১০
রাধার নয়নাম্বুজ, আইল যাতে ভাবপুঞ্জ,
সে যেন খঞ্জনদ্বয় ভাসে॥
মাধুর্য্যসমুদ্র সার, কহিতেই স্ফূর্ত্তি আর,
শ্লোক এক পড়ে অদভুত।
দিব্য সেতু সেই সব, মাধুর্য্য-দিব্যার্ণব, ১৫
কহিতেই হইলা স্তম্ভিত॥
কৃষ্ণ-অদর্শনে রাধা, মনে যে পাইল বাধা,
তাঁরে সুখ দিবার কারণে।
এ সব মাধুর্য্যলীলা, অভ্যাসিতে চিত্ত গেলা,
সুখ অতি উপজিল মনে॥ ৬ ॥ ২০

তথাহি—কমনীয়কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ
কলবেণুক্কণিতাদৃতাননেন্দোঃ।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারে-
র্মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ৫

সখি হে! সুন্দর মুরারি-মধুরিমা।
আমার বচনে আসি, সদা করউঁ বিলাসি,
অতি-অল্প কণার এক কণা ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর সৌষ্ঠব যাতে, বেণুমুখ বিলাসিতে,
কোন কোন লীলার সময়। ১০
তবে তাঁর কণাগণ স্ফুরু মোর বচন,
প্রকাশ করিয়া অতিশয় ॥

সুন্দর কিশোর রূপ, মুগ্ধ মনোহর ভূপ,
মাধুর্য্যের অন্ত নাহি যায়।
বেণুধ্বনি-সুসেবিত, মুখচন্দ্র মনোনীত, ১৫
প্রশংসনী সদা সেই হয় ॥

এত কহি মনে মনে, মাধুর্য্য করে বর্ণনে,
রাধিকার সনে কৃষ্ণচন্দ্র।
কুঞ্জমাঝে লীলাকাজে, দর্শনে উৎকণ্ঠা সাজে,
হর্ষে পড়ে শ্লোক পরবন্ধ ॥ ৭ ॥ ২০

তথাহি—মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং
মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজম্ ॥
ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতম্ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ৫

মোর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজ-নন্দন,
জয়যুক্ত হউঁ সর্ব্বক্ষণ।
রাই সঙ্গে কুঞ্জমাঝে, যাউ লীলারস কাজে,
কিবা চিন্তা আছে মোর মন ॥ ধ্রু ॥
যাঁর মুখপদ্ম সদা, মন্থর মদন-মদা, ১০
কামক্রীড়া-অলস মোহন।
কিংবা কাম স্তম্ভ করে, মুখাম্বুজ মনোহরে,
কোটি কাম জিনিয়া সোহন ॥
মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, চূড়ায় কুসুমগুচ্ছ,
তরুণীনয়ন যাতে বান্ধা। ১৫
রাসমধ্যে ব্রজনারী- চুম্বনে হরষ হরি,
অধরে, অঞ্জন তাতে রঞ্জা ॥
এইরূপে রাসরসে, নানা লীলা পরকাশে,
সেই সেই মাধুর্য্য তাঁরে স্ফুরে।
প্রেমের বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব্ব মানয়ে চিতে, ২০
বাহ্য গন্ধ সঙ্গে পুনঃ বলে ॥ ৮ ॥

তথাহি—

পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবেণুরবাকুলং
ফুল্লপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহম্।
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে॥ ৯॥

অন্বয়ার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরা।
রাসমাঝে এক অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা-সঙ্গে
বিলাসয়ে সর্ব্ব-বাঞ্ছা পূরা॥ ধ্রু॥
নবীন পল্লব হৈতে, অরুণিমাপুঞ্জ যাতে, ১০
হেন দুই করাম্বুজ যার।
তার সঙ্গী যেবা বেণু, তার ধ্বনি সুধা-জনু,
চিত্ত আউলায় গোপিকার॥
কহিতেই দেখে যেন, রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন,
চরণ ছোঁয়ায় গোপীস্তনে। ১৫
উরোজ-পরশে পায়, প্রফুল্ল চন্দন যায়,
শ্বেতরক্ত বর্ণ দু'চরণে॥
প্রফুল্ল-পাটলী-পুঞ্জ, অতি শোভা মনোরঞ্জ,
চরণপঙ্কজ হেন যাঁর।
দেখিতে চরণ-শোভা, মন হৈল অতি-লোভা, ২০
ঊর্দ্ধে নেত্র দেন আরবার॥

সুধাসার হৈতে অতি, মধুর অধরদ্যুতি,
গোপীনেত্র-অঞ্জন তাহাতে।
শ্যাম-অরুণিমা-দ্যুতি- মঞ্জরী কি সুমূরতি,
যার মুখ সরস ইহাতে॥
এত কহি প্রতি অঙ্গ, দেখি বাঢ়ে বহু রঙ্গ, ৫
ব্রজাঙ্গনা-কুচকুম্ভ পঙ্কে।
চর্চ্চিত হইল গায়, বেণুনাদে মোহ পায়,
আলিঙ্গন চুম্বনের রঙ্গে॥
এতেক কহিতে পুন, দেখে গোপাঙ্গনাগণ,
রাসলীলায় বড়ই লালসা। ১০
সেই স্ফূর্ত্ত্যে পুনর্ব্বার, শ্লোক এক পড়ে আর,
লীলাশুক তার প্রাপ্তি আশা॥ ৯॥

তথাহি—

অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভি-
রনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ। ১৫
অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভি-
রভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ॥ ১০॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! সর্ব্ব ত্যজি ভজিব ইঁহারে।
রাসমধ্যে ব্রজনারী- অপাঙ্গরেখার সারি, ২০
নিরন্তর অভ্যাসয়ে যাঁরে॥ ধ্রু॥

নয়নের অন্ত যত, অনঙ্গনালিকামত,
কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু।
পান করে অবিরত, তৃষিত অঙ্গনা কত,
যেন নাহি পায় একবিন্দু॥
কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, ৫
কৃষ্ণাঙ্গলাবণ্য-মধুরিমা।
তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা-নেত্রান্তসাজে,
নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষেমা॥
অভঙ্গুর অবক্রতা, নেত্রধারা মনোরম্যতা
কথন-বক্রতা নাহি যার। ১০
তথা অনঙ্গের রেখা, সে রসে রঞ্জিত দেখা,
যারে রঞ্জে এই নেত্রধার॥
নেত্রান্তের ভঙ্গিবাণ, মোহে যাতে কোটি কাম
শ্বেতারুণ রঞ্জন রেখায়।
রস হিঙ্গুলাদি যেন, বাণ সাজে সুমোহন, ১৫
তেন বাণ পড়ে যার গায়॥
এতেক কহিতে পুন, দেখে অতি বিলক্ষণ,
গোবিন্দের রসিকতা হৈতে।
গোপবালার বিদগ্ধতা, বাড়ে অতিশয় তথা,
বাড়াইয়া উৎকণ্ঠিত তাতে॥ ২০

তা সভা ছাড়িয়া রাসে, কুঞ্জলীলায় মন ভাসে,
রাই সঙ্গে বিলাসের কাজে।
সর্ব্ব সমাধান করে, চুম্বনে আশ্লেষ ধরে,
এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে॥
সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হৈল সুখী, ৫
রাই সঙ্গে বিলাস দেখিতে।
উৎসুক্য বাড়িয়া গেলা, শ্লোকবন্ধে প্রকাশিলা,
কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে॥৵০॥

তথাহি—
হৃদয়ে মম হৃদাবিভ্রমাণাং ১০
হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রম্
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং
তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাম্॥১১॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! এই কান্তিপুঞ্জ মনোরম। ১৫
আমার হৃদয়-মাঝে, চিত্তস্থিত লীলাসাজে
স্ফূর্ত্তিরূপে দিছে দরশন॥ ধ্রু॥
রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা কুঞ্জ-লীলাবাড়ী,
সঙ্গে লৈয়া রাই সখীবৃন্দ।
করু তথা রসকেলি, আনন্দমোহন মেলি, ২০
তবে মোর নেত্র হয় ধন্য॥

নবকিশোর নট শ্যাম, নবকিশোরীর কাম,
জানে সব মনের বিচার।
কিংবা তা সভার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্যময়ে,
নানা সুখ করেন প্রচার ॥
চঞ্চল নৃত্যের গতি, সর্ব্ব-সমাধান-মতি, ৫
সর্ব্বনারী জানে মোর কাছে।
ব্রজাঙ্গনা-হৃদি-হার- মাঝে যে নায়কসার,
নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে ॥
তথা অতিহর্ষভরে, ফুল্লনেত্রাম্বুজবরে,
যার শোভা অতি অদ্ভুত। ১০
গোপাঙ্গনা-হৃদি-ভাব, জানি ভ্রম-অনুভাব,
জানাইতে যার নেত্র দূত ॥
এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্ত্তি হৈল সেই ক্ষণে
রাস মাঝে কৃষ্ণের চরণ।
যেন অন্য গোপাঙ্গনা, কুচে কৈল সুযোজনা, ১৫
তাহে বাড়ে লালসার গণ ॥১১॥

তথাহি—

নিখিলভুবনলক্ষ্মীনিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং ২০
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্ ॥১২॥

অষ্টার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

অরুণ-সরোজ জিনি, পদদ্বন্দ্ব সুলাবণি,
সদা স্ফুরু আমার হৃদয়ে।
নিভৃত-নিকুঞ্জ-মাঝে, রাধা সঙ্গে লীলাকাজে,
অতি শীঘ্র করুহ উদয়ে ॥ ধ্রু ॥ ৫
প্রফুল্ল কমলবন- শ্রেণী অতি বিলক্ষণ,
গন্ধ শৈত্য মৃদু মধু শোভা।
ইহার যতেক গর্ব্ব, পদশোভা নাশে সর্ব্ব,
পঞ্চেন্দ্রিয় করে অতিলোভা ॥
বৈকুণ্ঠাদি লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলামৃতে, ১০
না পাইয়া ব্যাকুল সদায়।
অনন্ত ভুবনে যত, শোভা আছে কত কত,
কৃষ্ণপদ তাহার আলয়।
প্রণতগণের মনে, বাঞ্ছিত করয়ে দানে,
স্মৃতিমাত্র অভীষ্ট পূরয় ॥ ১৫
তথা ব্রজকিশোরিকা, অনঙ্গতাপিতাধিকা,
উন্নত-উরোজে সদা ধরে।
সে তাপ নাশিতে অতি, যাঁর হয় প্রৌঢ়মতি,
সেই পাদ সংবাহিব করে ॥
এত কহি দেখে পুন, গোবিন্দের নেত্র যেন, ২০
রাই-কেলিকুঞ্জে যাইবারে।

সঘনে প্রেরণ করে, অন্ত তাহা নাহি হেরে
প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে ॥১২॥

তথাহি—

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং।
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥১২॥

অস্যার্থঃ যথা —রাগঃ ॥

সখি হে! প্রাণনাথ কিশোর-আকার।
প্রফুল্ল লোচনদ্বয়, রাধা প্রতি প্রেমময়, ১০
ভাবি রহ হৃদয়ে আমার ॥ ধ্রু ॥

প্রণয়-প্রবাহময়, রাধার বিষয়ে হয়,
সে প্রবাহ বহুক হৃদয়ে।
তোমা সভার চিত্তে রহু, রাইর হৃদয়ে বহু,
গোবিন্দের নেত্রে রসময়ে ॥ ১৫

পুন বিচারয়ে মনে, কৈছে এই দু'নয়নে,
প্রত্যহ নূতন হেন লয়ে।
পূর্ব্ব দিনে যে দেখিল, তাহা হৈতে এ লখিল
কভু নাহি দেখি হেন কহে ॥

কহিতে সশঙ্ক হৈলা, নিরখিয়া বিচারিলা,
সুললিত নিমিষে নিমিষে।
এখনি দেখিনু যাহা, নিমিষ-অন্তরে তাহা,
অতিশয় মাধুরী বরিষে ॥
অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, ৫
গোবিন্দের প্রতি অঙ্গগণ।
কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
ভাগ্যবান্ করে আস্বাদন ॥
পুন দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দহাসি রসকূপ,
অন্তর আনন্দ অনুভাবে। ১০
সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কুঞ্জে যাইবারে,
দেখি লীলাশুক হৃদি লোভে ॥ ১৩ ॥

তথাহি—

মাধুর্য্যবারিধিমদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী-
শৃঙ্গারসঙ্কুলিতশীতকিশোরবেশম্। ১৫
আনন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্ব-
মানন্দসংপ্লবমনুপ্লবতাং মনো মে ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! এই যে আনন্দসিন্ধু-মাঝে।
মোর মন নিমজ্জন, উন্মজ্জন অনুক্ষণ, ২০
বিহরউ রসলীলা কাজে ॥ ধ্রু ॥

রসকেলি-রসমাঝে, শ্যাম নটবর-স'ঙ্গে,
চন্দ্রবিম্ব বদন-সুষমা।
তাতে অতি মন্দ স্মিত, রাইর আগম্য রীত,
আর সেই হাস্তমধুরিমা॥

সেই মুখচন্দ্রছটা, বহু চন্দ্রকান্তিঘটা, ৫
উছলে মাধুর্য্যসিন্ধু তায়।
তাহাতে উদগত কত, কন্দর্পের মদ যত,
সে সিন্ধুতে জল সেই হয়॥

নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই ত তরঙ্গ-মতে
মদনতরঙ্গ তার নাম। ১০
তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ
সেই যুক্ত অতি অনুপাম॥

কিশোর বয়স বেশ, সর্ব্বতাপহরাশেষে,
অতি সুশীতল কৃষ্ণ-অঙ্গ।
শৃঙ্গারত-রঙ্গ-ভঙ্গী, তরঙ্গশৃঙ্গার সঙ্গী, ১৫
সঙ্কুলিত মাধুর্য্যতরঙ্গ॥

এতেক কহিতে পুন, আর দেখে মনোরম,
মধুর সঙ্কেত-বেণুধ্বনি।
রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ তাহা,
রাসমাঝে শুনে সর্ব্বজনি॥ ২০

যমুনা নির্ম্মল-জলে, প্রফুল্ল-কমল-ভরে,
তাহার নিকটে তীরোপরে।
প্রফুল্ল-অশোককুঞ্জে, ঝঙ্কারে ভ্রমরপুঞ্জে
তথা যাইতে কহেন রাইরে।।
দেখিয়া গোবিন্দ-রীত, লীলাশুক হরষিত, ৫
কহে নিজ সম সখীগণে।
অতিশয় শ্লাঘা মানি, কহে কৃষ্ণ মর্ম্মবাণী,
এক শ্লোক করি উচ্চারণে ।। ১৪ ।।
তথাহি—
অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈ- ১০
রাস্বাদ্যমাননিজবেণুবিনোদনাদম্।
আক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যা-
মার্দ্রে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্দ্রমোজঃ ।। ১৫ ।।
অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ।।
সখি হে! গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম। ১
আমা সভাকার মনে, রাধিকার সখী-সনে,
সর্ব্বভাবে করউ ক্রীড়ন ।। ধ্রু ।।
পদদ্বন্দ্ব মনোরম, অরুণ-অম্বুজ-সম
অতিস্নিগ্ধ অতি সুকোমল।
বিরহে প্রতপ্ত কত, গোপাঙ্গনা কুচোন্নত, ২০
ধরি তাপ নাশে যাঁর তল ॥

বেণুনাদে যা সঞ্চার, বিদ্ধ করে সুকুমার,
তা' সভা উরোজ-তাপ নাশে।
ভুবন-আর্দ্রতা তায়, এই হেতু মনে ভায়,
ব্যাজ তেজি হৃদি করু বাসে॥
অব্যাজ মঞ্জুল সার, গোবিন্দ-মুখাব্জ তার, ৫
ভুরু আর নেত্রান্ত চালনে।
নিরক্ষর-কথা রূপ, সঙ্কেত কথন ভূপ,
রাই যাহা করে আস্বাদনে॥
তাহাতে বেণুর গান, রাধিকা-প্রেরণ-মান,
রাই মাত্র জানে সে সন্ধান। ১০
তাতে মুগ্ধ হৈয়া ধনি, সুখী হয় যাহা শুনি,
কিবা বেণুগানের সন্ধান॥
বেণু কহে শুন ভৃঙ্গী, কাঞ্চনলতার সঙ্গী,
শীঘ্র তুমি করহ গমনে।
অজবন ত্যাগ করি, গুপ্তলীলা মনে ধরি, ১৫
মধুসূদন গেলা সেই স্থানে॥
ইত্যাদি নিগূঢ় কথা, কহয়ে সঙ্কেতমতা,
আকর্ষণ-রূপ যার ধ্বনি।
কিংবা সেই ভাব সনে, রাই-মুখ আস্বাদনে,
তাদৃশ করেন বেণুধ্বনি॥ ২০

জানি সে সঙ্কেতগণে, না দেখিতে অন্যজনে,
রাই গেলা সেই কুঞ্জ-মাঝে।
তাহা দেখি অলখিতে, কৃষ্ণ যান সে পশ্চাতে
লীলাশুক চলে পাছে পাছে॥
কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি, শ্রবণেতে স্ফূর্ত্তি মানি, ৫
হর্ষে শ্লোক করে উচ্চারণ।
সেই শ্লোক-অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা,
যাতে সুখী ভক্তগণ-মন॥ ১৫॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে রাসবিলাসস্মৃতে
পঞ্চদশশ্লোকে রাসবিলাসস্ফুরণং ১০
নাম চতুর্থঃ প্রকাশঃ॥ ৪॥

পঞ্চমঃ প্রকাশঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রেমভক্তিরসপ্রদম্।
ভক্তাম্বুবিমলং স্থিত্বা তৎ স্বপ্রেমপ্রকাশকম্॥ ১৫
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীগোপালভট্ট জয় দাস-রঘুনাথ॥ ২০

জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু প্রেমভক্তিদাতা।
যাঁর কৃপাগুণে কহি কৃষ্ণকেলিগাথা॥
এবে কহি শুন কথা অপূর্ব্ব সকল।
নিভৃত বিহার রাধাকৃষ্ণ মনোহর॥

তথাহি— ৫

মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ।
ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ যথা— রাগঃ॥

সেইরূপ অলক্ষিত, গতি-রয়ে প্রভু মত্ত,
রাধিকার পাছে পাছে যাইতে। ১০
বন্দি সে চরণদ্বন্দ্ব, সকল-আনন্দ বন্দ,
মাধুর্য্য সকল বৈসে যাতে॥
যাহাতে বাচাল মণি- মঞ্জীরের রণরণি,
শ্রবণে আনন্দময় রসে।
এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিতে, ১৫
দেখিয়া বিচারে সহরিষে॥
এই পদচিহ্নগণ, এই পথে নাহি হন,
কিন্তু সর্ব্বব্রজপথ-ময়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশমীন, স্বস্তিক গোষ্পদ চিন,
অর্দ্ধচন্দ্রাম্ভোজ যাতে হয়॥ ২০

যমুনার তীরকুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে,
আসি করে নানান্ বিলাস।
দোহাঁর নূপুরধ্বনি, কুঞ্জ-মাঝে তাহা শুনি,
লীলাশুক-লালসা-প্রকাশ॥
নিজসম সখী সনে, রহি কুঞ্জ-বাহ্য-স্থানে, ৫
সেই স্ফূর্ত্তি মানিয়া অন্তরে।
ভাবাবেশে নিজসুখে, শ্লোকবন্ধে পরকাশে,
যাহার শ্রবণে মন হরে॥ ১৬॥

তথাহি—

মম চেতসি স্ফুরতু বল্লবীবিভো- ১০
র্মণিনূপুরপ্রণয়ি মঞ্জু শিঞ্জিতম্।
কমলাবনেচরকলিন্দকন্যকা-
কলহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতম্॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

এই গোপাঙ্গনাশ্রেণী, তাহার যে শিরোমণি, ১৫
রাধা সুধামুখী অতিধন্যা।
তাঁর প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্ব্বানন্দ-রসকন্দ,
সদা মোর চিত্তে স্ফুরু রম্য॥ধ্রু॥
যে মঞ্জু মঞ্জীরমণি, রাধিকাপ্রণয় ভণি,
যার ধ্বনি শ্রুতিমনোহর। ২০

রাইর মঞ্জীরধ্বনি, শুণে যেই প্রণয়িনী,
সে স্ফুরুক আমার অন্তর ॥
কালিন্দী-কমলবনে, চরে যেই হংসগণে,
তার কণ্ঠধ্বনি জিনি ধ্বনি।
তাহার আদর করে, যে মঞ্জীর-ধ্বনি-বরে,
সে ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী ॥
কিংবা সেই হংসগণ, স্বকণ্ঠ-কূজিতগণ,
শুান্ত করে যেই সর্ব্বক্ষণে।
সেই কৃষ্ণ-নূপুর-ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি,
স্ফূর্ত্তি হউ স্বভাব লক্ষণে ॥ ১০
অতঃপর লীলাশুক, অন্তরে বাঢ়িল সুখ,
জানি ক্রীড়া-অবসান কাজ।
সখীগণ সঙ্গে করি কুঞ্জরন্ধ্রে মুখ ধরি,
দেখে দোহাঁর রতিশ্রম-সাজ ॥
মৃদুপুষ্পশয্যা মাঝে, রাইরে বসাঞা কাছে, ১৫
করে কৃষ্ণ শ্রম নিবারণ।
রতিশ্রম-জলবিন্দু, ভরিয়াছে মুখ-ইন্দু,
করুণায়ে করেন বীজন ॥
মদনোদ্দীপনা পুন, করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন
এই মত আনন্দ মানিয়া। ২০

সুধাময় সুবিলাস, মানি মত্ত শুকোল্লাস,
প্রকাশয়ে শ্লোকেক পড়িয়া ॥১৭॥

তথাহি—

তরুণারুণ-করুণাময় বিপুলায়ত-নয়নং
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্। ৫
মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্ ॥১৮॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! এই লীলা অমৃতের সার।
মোর সখী রাধিকার, সৌভাগ্য আনন্দ সার, ১০
মো দেখিল অন্তরে আমার ॥ ধ্রু ॥
অমৃত হৈতে সুমধুর, কৃষ্ণের অধরপর,
অতি রস সুমাধুর্য্যময়।
রাধার অধর-পানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে
চিত্তে স্ফুরু সেই রসময় ॥ ১৫
তথা সে নয়নযুগ, তারুণ্য-মদন-মোদ,
উদ্গারিণী সহজে অরুণে।
তাতে হৈল মধুপান, দ্বিগুণ অরুণ ঠাম,
সেই শোভা খেলু মোর মনে ॥
তাতে শ্রাই-শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আঁখি, ২০
সে করুণায় বীজন করিলা।

সহজে করুণাময়, নেত্র অতি দীর্ঘ হয়,
তাতে রাই-মাধুর্য্য দেখিলা ॥
দ্বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্টি, অখিল নয়ন-ইষ্ট
এই রূপ স্ফুরু মোর চিতে।
আর এক অপূর্ব্ব দেখি, কহে হৈঞা অতিসুখী, ৫
দেখি কৃষ্ণচাপল্য চরিতে ॥

রাইরে লইয়া কোরে, কুচ-কলসের ভরে,
বিপুল পুলক হৈল যার।
রতিশ্রম করি দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে,
কেলি-লোভ বাড়ান প্রিয়ার ॥ ১০

করেন মুরলীগান, অতি সুমাধুর্য্য তান,
তাহা দেখি পুন কহে আর।
যেই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধরি,
নারে মান দূর করিবার ॥

সে সব মানিনী-মন, স্নিগ্ধ করে বংশীস্বন,
কি তাহে রাধিকা এ সময়।
কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অতি সুললিত গাঁথা,
শুনে ভাব যাতে প্রকাশয় ॥

সে গানে রাধিকামন, পুন হৈল দ্রবসম,
পুন তার কেলি-লোভ হৈল।

তাহা হেরি শ্যামরায়, বামপার্শ্বে রাখে তায়,
দেখি অতি আনন্দ বাঢ়িল ॥
কেলিলোভ বাঢ়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে,
নেত্র-অন্তে নিরীখে রাধিকা।
তার শোভা দেখি লীলা- শুক হইলা সুচঞ্চল ৫
শ্লোক পঢ়ে যাতে রসাধিকা ॥১৮॥

তথাহি—

আমুগ্ধমর্দ্ধনয়নাম্বুজচুম্ব্যমান-
হর্ষাকুলব্রজবধূমধুরাননেন্দোঃ।
আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমূর্ত্তে- ১০
রাবির্ভবন্তু মম চেতসি কেঽপি ভাবাঃ ॥১৯

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! এই ভাব মোর চিত্ত-মাঝে।
আবির্ভাব করু সদা, নির্ব্বাচ্য না হয় কথা,
কোন রসময় মনোরাজে ॥ ধ্রু ॥ ১৫
পূর্ব্ব হৈতে অতিশয়, বেণুগান সুধাময়,
যাহা প্রকাশিলা শ্যামরায় ॥
মন্মথ মন্মথ কোটি, রূপে গুণে নাহি ত্রুটি,
কিশোরশেখর ব্যক্ত যায় ॥
মঞ্জু অর্দ্ধ নেত্রাম্বুজে, বধূশ্রেষ্ঠা যেহোঁ ব্রজে, ২০
তাঁর নাম রাধা সুধামুখী।

তাঁর মুখচন্দ্র চুম্বে, পরম লালসা-রূপে,
সে ভাব স্ফুরুক চিত্তে থাকি ॥
এইরূপে রাইর মনে, বাঢ়ে কেলিলোভগণে,
তাহা দেখি ব্রজযুবরাজ।
রসিকশেখর-গুণে, পুন রাধিকার মনে, ৫
বাঢ়াইতে সে লোভ অব্যাজ ॥
রাসস্থানে গন্তুমনে, উঠে কৃষ্ণ সেইক্ষণে,
কোন ছদ্ম করিয়া গোবিন্দ।
রাইর উৎকণ্ঠা চেষ্টা, দেখিতে মনের ইষ্টা,
তাহা লাগি এই পরবন্ধ ॥ ১০।
গোবিন্দেরে রোধে রাই, দেখি অতি সুখ পাই,
লীলাশুক কহে সখীগণে।
কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, লীলাশুক কহে যেই,
শুন সবে করি এক মনে ॥১৯॥

তথাহি— ১

কলক্বণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্রমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ।
পুনঃ প্রকৃতচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতম্ ॥২০॥ ২০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

মদনকেলি-শয্যোত্থান, মোর চিত্তে অবিরাম,
স্ফূর্ত্তি হউ অতি দীপ্ত-রূপে।
সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচন্দ্র অঙ্গ বিভু,
মন রহু এই সুধাকূপে ॥ ৫
কিশোর কিশোরী রসে, নিমগন নিশি দিশে,
কোন রসে বেশ ফিরাইয়া।
নীলবাস পরে শ্যাম, পীতবাস হেমধাম,
রাই কেলি কৈল তাহা লৈয়া ॥
সেই পীতবাস লৈতে, কৃষ্ণ অতি হর্ষ চিত্তে, ১০
করে ধরি করে আকর্ষণ।
ধনি তাহা নাহি ছাড়ে, পীতবাস দুহুঁ করে,
আকর্ষিতে ঝঙ্কারে কঙ্কণ ॥
কেলিক্রমে গলিয়াছে, দুহাঁর কুন্তল পাশে,
গোবিন্দের বেণী, রাই-চূড়া। ১৫
চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, বেণীতে রঙ্গের গুচ্ছ,
খসিয়াছে নেত্র-মন-জুড়া ॥
প্রকৃতি-চঞ্চল দুহুঁ, মুখে হাস্য লহু লহু,
পুন রাধিকার ভুজ লৈয়া।
নিজ কণ্ঠে ধরে শ্যাম, শোভা হৈল অনুপাম, ২০
তেঁহো কণ্ঠ ধরে বস্ত্র থু'ঞা ॥

বসিলেন পুষ্প-শেযে, শোভাতে ভুবন মজে,
কান্ত্যের প্রবাহ বহি যায়।
সেই কেলিশয্যোত্থান- শোভা স্ফুরু হৃদি স্থান,
এ যতুনন্দন দাস গায় ॥২০॥

তথাহি—

স্তোকস্তোকনিরুদ্ধ্যমানমৃদুল-
প্রস্যন্দিমন্দস্মিতং
প্রেমোদ্ভেদনিরর্গলপ্রসৃমর-
প্রব্যক্তরোমোদ্গমম্।
শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূ-
লীলামিথোজল্পিতং
মিথ্যাস্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ
ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

এই মতে দুই জনে রতিকেলিরসে।
আরম্ভিলা দেখি লীলাশুক মনোল্লাসে ॥
সখী-সনে অন্য স্থানে গেলা শীঘ্রগতি।
পূর্ব্ব রঙ্গ দুহ সঙ্গ আলপয়ে অতি ॥
কেলিকাম অবসান জানি পুনর্ব্বারে।
শীঘ্রগতি হর্ষমতি আইলা কুঞ্জদ্বারে ॥

রাই অতি সূক্ষ্মমতি নূপুর শুনিয়া।
কুঞ্জবাহে সখী সঙ্গে মিলিলা আশিয়া ॥
সখীসনে নর্ম্ম ভণে রাই তা শুনিতে।
নিদ্রাছলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শুতে ॥
তাহা দেখি হঞা সুখী লীলাশুক রঙ্গে। ৫
তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গে ॥

নবব্রজবধূগণ, মৃদুবাক্য অনুপম,
কহে লীলা পরিহাস কথা।
শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি,
সেই কৃষ্ণ দেখিব সর্ব্বথা ॥ ১০

সেই ব্রজবধূবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী,
যাতে কর্ণ মন হরি লয়।
এমতি মধুর বাণী, কৃষ্ণ যাহে সুখ মানি,
শুনিতে কপটে শুতি রয় ॥

রাই প্রতি কহে সুখী, শুন অএ সুধামুখি! ১৫
কেনে তুমি আমা সভা ছাড়ি।
একা বনে প্রবেশিতে, পুন্নাগ-কুসুম নিতে,
শীঘ্র গেলা সেই পুষ্পবাড়ী ॥

ভাগ্যে বনরক্ষী হাতে, না ঠেকিলা বনপথে,
পরাভব না হইল তায়। ২০

শুনিল সুদ্যুম্ন আর, শিখণ্ডির সমাচার,
এথা তাঁর আগমন হয়॥
কিশোর কিশোরী দুই, এথা সদা বিহরই,
সুদ্যুম্ন শিখণ্ডি সঙ্গ পাঞা।
দোঁহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরমসুখী,
বিদ্যাভ্যাস কৈল কুঞ্জে যাঞা॥
করিলা বিহার দোঁহে, বিদ্যা কি শিখিলে অহে,
তা সভার স্থানে যত্ন করি।
এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস,
অঙ্গে অঙ্গে রোধে সুখে ভরি॥ ১০
তা সভার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন পুনি,
শুন অহে চঞ্চলার গণ।
তোমরা শিখিলা বিদ্যা, শিখণ্ডী সুদ্যুম্ন পদ্মা,
তাতে গুরু হৈলা সর্ব্ব জন॥
করিতে কলঙ্কী মোরে, নয়নের ভঙ্গীদ্বারে, ১৫
তুমি সবে কৃষ্ণ ধৃষ্ট ক'রে।
আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্তস্থলি,
ছদ্মবাক্য কহ পুন মোরে॥
সঙ্কর্ণ্দ রাক্ষণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর,
কৃষ্ণচন্দ্রে আসি কৈল কোরে। ২০

এবে মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখণ্ডিনী,
পূর্ব্বাহ্নিক কহিল আমারে ॥
কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী-, গণসঙ্গে হৈঞা সুখী,
সর্ব্ব বিদ্যা শিখে দুহুঁ স্থানে।
আজি মোরে যত্ন করি, পাঠাইলা সহচরী, ৫
বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে, ॥
তেঞি আমি আইনু এথা, তুয়া সখীগণ যথা,
তাঁরা মোরে বহু যত্ন করি।
পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার ভানে,
দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি ॥ ১০
এই বাক্য শুনি তাঁর, রোষচিত্ত যে আমার,
অনেক ভৎ´সনা কৈল তারে।
বহু দুঃখী হৈয়া সেহ, গেলা আপনার গেহ,
তোমরা বলহ গুরু যারে ॥
তস্মাৎ অপেক্ষা মোর, না করিব সঙ্গ তোর, ১৫
দুর্ম্মুখী তোমরা সব সখি।
সত্য তোমাদিক সঙ্গে, আলাপন-পরবন্ধে,
আমাকে ত জানিহ বিমুখী ॥
এই পরিহাস-বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি,
প্রেমোচ্ছেদ হৈল নিরর্গলা। ২০

যত্নেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে,
প্রতি অঙ্গে ফুল্ল রোমমালা ॥
রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন,
তার লাগি সব সখীগণ।
লীলাশুকে কহে তুমি, শীঘ্র যাহ বাহ্যভূমি, ৫
তারা কোথা জান বিবরণ ॥
সেই পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়া কার্য্য সাধি,
শীঘ্র এথা কর আগমন।
এই মত সখীবাণী, লীলাশুক কর্ণে শুনি,
আনন্দিত হৈল নিজ মন ॥ ১০
সখার বচন ধরি, বাহ্যগন্ত মনে করি,
দুই তিন সখী লইয়া সঙ্গে।
কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে বসি,
কহে কিছু নর্ম্মের তরঙ্গে ॥
সে কালে অভীষ্ট সেবা, না পাইয়া খেদ যেবা ১৫
কহে সব সখীগণ মাঝে।
সখাস্নেহামৃত পাঞা, কহে আনন্দিত হৈঞা,
উচ্চারিয়া এক শ্লোকরাজে ॥ ২১ ॥

তথাহি—

বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিবালা- ২০
স্তনান্তরং যাম বনান্তরং বা।

অপাস্ত বৃন্দাবনপাদলাস্ত-
মুপাস্তমন্যং ন বিলোকয়ামঃ ॥ ২২

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

বিচিত্রপত্রাবলিযুত, শোভা অতি অদভুত,
রাধিকার কুচমধ্যস্থানে। ৫
রমে যেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দ-কন্দ,
যাব কি তাহার রম্য স্থানে ॥
কিংবা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি আহরণে,
উপাসনা করিব রাধার।
বৃন্দাবন মাঝে যার, পদচিহ্ন নৃত্যসার, ১০
তাহা বিনু না দেখিব আর ॥
অন্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে,
উপাসনা কি করিব তাঁর।
এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে,
কহে অর্থ অতিশয় সার ॥ ১৫
বন যাই লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ,
কহে নিষ্ঠা জানিবার তরে।
হে সখি! দুঃখিতাগণ, রাসে ত্যাগী যত জন,
সুখী করি সঁপি কৃষ্ণকরে ॥
এই মত কহি বাণী, লীলাশুক মনে গণি, ২০
পুন কহে সমস্নেহ মত।

রাসে কৃষ্ণত্যক্তনারী, চিত্রপত্রাঙ্কুরশালী,
বিলাপ বৈবর্ণ্যগণ যত ॥
তার মধ্যে যাব কিংবা, পুষ্প আহরিব কিংবা,
বন মধ্যে করিব প্রবেশে।
যুবদ্বন্দ্বরত্ন বিনা. অন্য নাহি উপাসনা, ৫
এই নিষ্ঠা মোর হৃদিদেশে ॥
এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন দেখে তাতে,
রাধাকৃষ্ণ একত্রে ঘটনা।
এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মনোহার,
তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥ ১০
এত কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ।
শ্রীলীলাশুকের বাণী সুধাময় ঠাট ॥২২॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীমদ্রাধিকয়া সহ
নিভৃতনিকুঞ্জবিলাসস্ফূরণং নাম
পঞ্চমঃ প্রকাশঃ ॥ ৫ ॥ ১৫

ষষ্ঠঃ প্রকাশঃ।

সর্ব্বগুহ্যতমং রাধাপ্রেমাশ্চর্য্যরসাশ্রয়ম্।
কৃপয়াস্ত সতাং ভক্তৈঃ প্রথিতং গৌরমাশ্রয়ে ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২০

জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
জয় শ্রীগোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
অপূর্ব্ব গোবিন্দলীলা শুন ভক্তবৃন্দ।
যাতে হয় ভাবজ্ঞান মহাপ্রেমানন্দ॥

তথাহি— ৫

সার্দ্ধং সম্মৈক্ষেরন্নুতায়মানৈ-
রাত্তায়মানৈর্মুরলীনিনাদৈঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং
বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥ ১০

ত্রিবিধ ইহার অর্থ অন্তর্দ্দশা একা।
দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দ্দশা বাহ্যে তিন রেখা॥
এইরূপে লীলাশুক সখীগণ সঙ্গে।
দিব্য পুষ্পমাল্য আদি গাঁথিলেন রঙ্গে॥
তাহা লৈয়া সখী সঙ্গে ফিরি কুঞ্জে আইসে। ১৫
এই মত জানি তিহোঁ মনের বিলাসে॥
এথা রাই কৃষ্ণ সনে কৈলা নানা লীলা।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা আদি বহু সুখ পাইলা॥
তাহা হইতে গর্ব্ব আর মান উপজিল।
রসের উৎকণ্ঠাগণ রহিত হইল॥ ২০

অন্যোন্য-দুর্লভ বিনে রস পুষ্ট নয়।
পর্য্যুষিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে লয়॥
অন্য গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ-যাতনা।
তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসনা॥

রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢ়াঞা। ৫
উৎকণ্ঠা প্রলাপ শুনি ইহা হৈল হিয়া॥
তেঞি লাগি কুঞ্জান্তরে কৃষ্ণ লুকাইলা।
তাঁরে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা॥

কৃষ্ণে অন্বেষিতে রাই সখীগণ লৈয়া।
গমন করেন কুঞ্জ-বাহির হইয়া॥ ১০
সেই সঙ্গে লালাশুক নিজ সখী লৈয়া।
রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষ্ণে অন্বেষিয়া॥

কৃষ্ণদরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই।
তাহা শুনি লীলাশুক বহু দুঃখ পাই॥
বাহ্য আর অন্তর্দ্দশায় মন বসাইয়া। ১৫
প্রলাপানুসারে তাহা প্রলাপয়ে ইহা॥

তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে জানিবে।
রাধিকার প্রলাপ-কথা কৃষ্ণোদ্দেশে সবে॥
এইরূপে শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার।
বিপ্রলম্ভ মত আর খ্যাতি পরকার॥ ২০

বিপ্রলম্ভের চারি মত পূর্ব্বরাগ মান।
প্রেমবৈচিত্ত্য আর প্রবাস আখ্যান॥
সে প্রবাস দুই মত উজ্জ্বলে প্রচার।
বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্ব আখ্যান যাহার॥
বুদ্ধিপূর্ব্ব দুই রূপ খ্যাতি শাস্ত্রমত। ৫
কিঞ্চিদ্দূর সুদূর গমন খ্যাত যত॥
এই ত প্রবাস হয় কিঞ্চিদ্দূর নাম।
এই বিপ্রলম্ভে হয় বিরহ বিধান॥
তাহাতে রাধিকা আদি সব সখীগণে।
দশদশা উপস্থিত হৈল সেই ক্ষণে॥ ১০
চিন্তা জাগরণ আর উদ্বেগ তানব।
মালিন্য প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব॥
মোহ মৃত্যু আদি করি এই দশ দশা।
রাধিকাতে উপজিল কহি সেই ভাষা
তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা। ১৫
কৃষ্ণদরশন কাজে চিন্তোৎকণ্ঠা হৈলা॥
আস পাশ সব সখী ললিতাদি করি।
তাহা প্রতি কহে রাই এই শ্লোকোচ্চারি॥
সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া লীলাশুক এথা।
সেই সব ভাব মত কহে সেই কথা॥ ২০

এই ত শ্লোকের এই কহিল আভাস।
এবে কহি শুন ইহার অর্থ পরকাশ ॥
মুরলীর নাদসঙ্গে কিশোরশেখর।
কবে নিরখিব আমি শ্যামল সুন্দর ॥
তান মূর্চ্ছা আদি গান সম্বন্ধ সহিতে। ৫
মাধুর্য্য পুষ্টতা যার অমৃত চরিতে ॥
অতি দীর্ঘ ধ্বনি যাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে।
যে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ যাঞা লক্ষ্মী আকর্ষয়ে ॥
মধুর আকার যত আছে ত্রিভুবনে।
তার শিরোধার্য্য রূপ সর্ব্বমনোরমে ॥ ১০
অন্তর্দ্দশার এই অর্থ কৈল প্রকটনে।
স্বান্তর্দ্দশার অর্থ এবে শুন করি মনে ॥
সখিভাবে লীলাশুক কহে সখীগণে।
কবে সে দেখিব শ্যামকিশোর মোহনে ॥
মুরলীর নাদ যাতে মাধুর্য্যের সীমা। ১৫
রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা ॥
সে শব্দে সঙ্কেতবাণী কহেন রাইরে।
কবে তাহা শুনি সুখী হইব অন্তরে ॥
স্বান্তর্দ্দশার এই অর্থ বাহ্য দশার আর।
সখী প্রতি কহে সেই ভক্তি-অর্থ-সার ॥ ২

কবে সে কিশোর কৃষ্ণ দেখিব নয়নে।
শিরোধার্য্য হয় যেঁহ মাধুর্য্যের গুণে॥
অমৃত মুরলীধ্বনি সমৃদ্ধির সনে।
কবে সে দেখিব শ্যাম মদনমোহনে॥
এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন। ৫
এই মত জানিহ তেত্রিশ শ্লোকের ক্রম।
অন্তর্দ্দশায় অর্থ এথা কহিব বিবরি।
সংক্ষেপে জানিহ দুই অর্থের চাতুরী॥২৩॥

তথাহি—

শিশিরীকুরুতে কদা নূনঃ ১০
শিখিপিচ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ।
যুগলং বিগলন্মধুদ্রব-
স্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

এতেক কহিতে রাই, পুন রহে মোহ পাই, ১৫
গোবিন্দের বিরহ-বেদনে।
তাহা দেখি সখী কহে, সে কৃষ্ণ করুণাময়ে,
অবহি দিবেন দরশনে॥
খেদ না বাঢ়াহ সখি, দেখি তোমা সবে দুঃখী,
ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর মনে। ২০
বাইরে আশ্বাসয়ে তারা, অন্তরে বিরহজ্বালা,
নেত্রজ্বালা কৃষ্ণ-অদর্শনে॥

তা সবাকে ধনী কয়ে, বিরহবেদনাচয়ে,
সেই কথা লীলাশুক কহে।
কহিল আভাস এই, এবে শুন শ্লোক যেই,
অর্থগণ সুধাসম হয়ে ॥
সখি হে! শ্যামধাম কিশোরশেখর।
দেখাইয়া মুখচন্দ্র, দিবে মোরে সুখানন্দ,
নেত্র কবে করিবে শীতল ॥ ধ্রু ॥
শিখিপিচ্ছ ভূষা যার, স্মেরমুদ্রা মনোহার,
যাতে গলে মধুদ্রবধার।
স্মিতভঙ্গী মৃদু অতি, মাতায় যুবতিমতি, ১০
হেন মুখচন্দ্রশোভা যার ॥
এই অন্তর্দ্দশার অর্থ, শুন স্বান্তর্দ্দশার অর্থ,
লীলাশুক-মনে যাহা লয়।
রাধিকার প্রেরণ সার, এই স্মিত মনোহার,
কবে যে জুড়াবে নেত্রদ্বয় ॥ ১৫
বাহ্যে সঙ্গী প্রতি কয়ে, কৃষ্ণমুখচন্দ্রময়ে,
তাহে মৃদুস্মিতমধুদ্রবে।
শিখিপিচ্ছভূষাকেশ, মোর নেত্রযুগ দেশ,
সুশীতল করিবেন কবে ॥
তথা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক্ পৃথক্ রীতে, ২০
গোবিন্দ প্রার্থনা করে সজে।

তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচাটন,
সেই বাক্যে পড়ে শ্লোক লোভে ॥ ২৪

তথাহি—

কারুণ্যকর্ব্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন
তারুণ্যসম্বলিতশৈশববৈভবেন। ৫
আপুষ্ণতা ভুবনামদ্ভুতবিভ্রমেণ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরু লোচনং মে ॥ ২৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! কৃষ্ণের করুণাময় আঁখি।
বিচিত্র কঁটাক্ষ তাঁর, যাতে পান ভাবোদগার, ১০
নিরখিয়া নেত্র করেঁ। সুখী ॥ ধ্রু ॥
কৈশোর বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাস তাতে,
অদ্ভুত বৈভবমধুরিমা।
অখিল ভুবনজন, সুখে পুষ্টি অনুক্ষণ,
করে যার কঁটাক্ষের কণা ॥ ১৫
কৃষ্ণচন্দ্ররূপরাশি, মাধুর্য্য তরঙ্গ হাসি,
তাহে আর তারুণ্যের ঘটা।
বিলাসবিভ্রম তাতে, অপাঙ্গ মাধুরী যাতে,
স্নিগ্ধ করু মোর নেত্রছটা ॥
এতেক কহিতে রাই, পুন মহে মোহ পাই, ২০
তাহা দেখি সব সখীগণ।

আশ্বাস করিয়া কহে, ধৈর্য্য ধর সখি অহে,
কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন ॥
মুরলীবাদন করি, কটাক্ষে তোমারে হেরি,
অতি সুখী করিবে তোমারে।
এরূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইলা ধনী, ৫
প্রলাপ করিয়া পুছে তারে ॥ ২৫ ॥

তথাহি—

কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামলতরাঃ
কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ
কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ ১০
কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিনদাঃ ॥২৬

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! সত্য মোরে কহ সুনিশ্চয়।
কৃষ্ণের কটাক্ষধারা, সুধারস শৈত্য পারা,
কবে জুড়াইবে নেত্রদ্বয় ॥ ধ্রু ॥ ১৫
কবে বা আসিবে হরি, সে কটাক্ষভঙ্গী করি,
আজি মোর প্রাণ অন্ত হয়।
কবে বা দেখিব তাঁরে, শুন প্রিয়সখি আরে,
না দেখিলে প্রাণ নাহি রয় ॥
কালিন্দীর কুবলয়- দল করে পরাজয়, ২০
অতি শ্যাম তরল কটাক্ষ।

করুণাতরঙ্গ যাতে, সংযোগ উত্তম রীতে,
তা দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য ॥
কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, ত্রিভুবনবিমোহিনী,
অতি সুশীতল সুকোমলা।
কামবৈরি রুদ্রজটা, চন্দ্র হৈতে শৈত্য ঘটা, ৫
কবে সে শুনিব গানকলা ॥
জটাস্থিতা জাহ্নবীর, সদা স্থিতি শৈত্যাধার,
তাতে ঢাকা সেই চন্দ্র আছে।
তাহার শৈত্যত্ব জিনি, মুরলীর কলধ্বনি,
তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে ॥ ১০
এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই,
মোহিতা হইলা সেই ক্ষণে।
ললিতাদি সখীগণ, করাইলা সচেতন,
কৃষ্ণকণ্ঠমাল্যগন্ধার্পণে ॥
চেতন করাঞা কহে, শুনহ সরলা অহে, ১৫
শঠ কৃষ্ণ অতি দুঃখদায়ী।
তার চিন্তা ত্যাগ করি, সুখী হও চিত্ত ভরি,
কেনে দুঃখী চিন্তা করি স্থায়ী ॥
এমত সখীর বাণী, শুনি রাই সুনয়নী,
যত্ন করে চিন্তা ছাড়িবারে। ২০

হেন কালে রাসে ত্যক্ত, বিরহিণীগণ যত,
কৃষ্ণগুণ গান উচ্চৈঃস্বরে ॥
তাহা শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইলা দেখি,
সখী প্রতি কহেন বচন।
ইহা সভাকারে সখি, মান্য কর এবে দেখি,
কাহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ ॥
তাহাতে সাক্ষাৎ হেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখে যেন,
অন্য নারী ভোগ করি আইলা।
নিজ-কুচ-কুঙ্কুমে ত, মানে অন্যনারীভুক্ত,
এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিলা ॥ ১০
যেন কৃষ্ণ আসি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়া অহে,
আইলাঙ্ শুনি তুয়া গান।
সুপ্রসন্না হও মোরে, যেরূপ বিনয় করে,
রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান ॥
ঈর্ষা করি কহে কথা, যেন উদাসীনমতা, ১৫
প্রলাপে স্বাভিজ্ঞ প্রকাশয়।
লীলাশুক তাহা শুনি, কহেন রাইর বাণী,
এক শ্লোক অতি অর্থময় ॥ ২৬ ॥

তথাহি—

অধীরমালোকিতমার্দ্রজল্পিতং ২০
গতঞ্চ গম্ভীরবিলাসমন্থরম্।

অমন্দমালিঙ্গিতমা কুলোন্মদ-
স্মিতঞ্চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ ।। ২৭ ।।

অস্যার্থঃ যথা—রাগ ।।

দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব্ব পাশরিল,
কৃষ্ণচন্দ্রে সাক্ষাৎ মানিয়া। ৫
ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদাসিনী,
নিন্দা অর্থ প্রকট করিয়া ।।
শুন নাথ কহিয়ে নিশ্চয়।
অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, না জানে তোমার মন,
দোষগণে গুণ বিস্তারয় ।। ধ্রু ।। ১০
সর্ব্বত্যাগী যেই জন, করে তারা আশ্রয়ণ,
তাতে তুয়া ধৈর্য্য আলোকন।
অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, কহে নৃত্য খঞ্জন,
হেন তোমার কমললোচন ।।
বচন কোমল তেন, ওহে আর্দ্রগুণ হেন, ১৫
মুখে মাত্র কোমল বচন।
বধিয়া পূতনা নারী, বধিতে বাসনা ভারি,
নারীবধ ইচ্ছা প্রপূরণ ।।
অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন অহে,
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর মর্ম্মময়। ২০

শব্দ অর্থ ধ্বনি রূপ, বিলাসের স্বরূপ,
প্রত্যক্ষরে মাধুরী শ্রবয় ॥
গমন তেমতি তোমা, রাস হৈতে কুঞ্জভূমা,
কুঞ্জ হৈতে পুন অন্য স্থানে।
জানিতে বিষম যার, বিলাসের সুবিস্তার, ৫
তেমন মন্থর গতি মানে ॥
অন্ত গোপাঙ্গনা বলে, মদমত্ত গজবরে,
জিনিয়া মন্থর গতি অতি।
আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন,
পর পোড়াইতে মন্দ অতি ॥ ১০
অন্ত কহে শ্যামধাম, আলিঙ্গন অনুপাম,
পীতস্তনাগণসুখদায়ী।
তেমতি তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত,
জনে সদা ব্যাকুল করই ॥
পরের দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই, ১৫
অন্ত নারী কহে সুখদাই।
অমৃত মাধুরী-ঘটা, কহে মন্দ স্মিতচ্ছটা,
যাতে করে ধ্যানের বিষয়ী ॥
এইমত অর্থ এক, শ্লোক দেখি পরতেক,
আর মত অর্থ শুন সার। ২০

কহেন গোল্লুণ্ঠ-বাণী, কৃষ্ণ প্রতি সুনয়না
যাতে অতি মাধুর্য্যপ্রচার।
অধীর আলোক মধু, বাণী তেন স্নিগ্ধসীধু,
ধৈর্য্য গতি গম্ভীর বিলাস।
আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন সদানন্দ, ৫
গোপী কহে নারীদুঃখ-ফাঁস॥
দিব্যোন্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্ফুরণ,
উজ্জ্বলে আছয়ে ব্যক্ত তাহা।
পূর্ব্ব-উক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থাভাব সেই,
দুই রূপে সদা স্থিতি ইহা॥ ১০
রূঢ় অধিরূঢ় নাম, ব্যক্ত হয় আখ্যান,
অধিরূঢ় দুই মত হয়।
মোহন মদন নাম, বিচ্ছেদদশার স্থান,
মাদনমোহন উপজয়।
এই যে মোহন নাম, কোন গতি অনুষ্ঠান, ১৫
ভ্রম আভা বৈচিত্রি প্রকাশে।
দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উদঘূর্ণাদি যাতে ধরে
চিত্রজল্প আদি ভেদ ভাষে॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ, ভ্রমর গীতাপ্রসঙ্গ,
ব্যক্ত আছে প্রতি স্থানে স্থানে।' ২০

দশনে প্রকট তাহা, উদ্ধব দেখিয়া যাহা,
কহিলেন ব্রজদেবীগণে ॥
গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভূরিভাব অঙ্গে মাখি,
যেই জল্পে সেই চিত্রজল্প ।
অসূয়েৰ্ষা মদ গর্ব্ব, কুহকতা কহে সর্ব্ব, ৫
সোল্লুণ্ঠন কহেন অনল্প ॥
এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই,
কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা বচনে ।
অন্যত্র চলিয়া গেলা, এই মনে উপজিলা,
তাপোৎকণ্ঠা হৃদি প্রকাশনে ॥ ১০
চতুঃশ্লোকে কহে কথা, সদৈন্য গাম্ভীর্য্য মতা,
সচাপল্য উৎকণ্ঠা সহিতে ।
সেই ভাবে লীলাশুক, শ্লোক পড়ে অদভুত,
ভক্তসুখ যাহাকে শুনিতে ॥ ২৭ ॥

তথাহি— ১৫

অস্তোকস্মিতভরমায়তায়তাক্ষং
নিঃশেষস্তনমৃদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ ।
নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং
দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহস্তে ॥ ২৮ ॥ ২০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

প্রাণনাথ! শুন মোর এই নিবেদন।
কুঞ্জেতে প্রেরণরূপ, যে কটাক্ষ অপরূপ,
পুন আসি দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥
রাসমণ্ডলীর মাঝে, সঙ্কেতবংশীর নাদে, ৫
সঙ্গে যেই কটাক্ষ প্রেরণ।
অতি সুমাধুরী তার, আহ্লাদয়ে নেত্র আর,
চিত্তে হয় আনন্দ পরম ॥
যদি বল অন্য নারী জানিবেন এ চাতুরী,
তারা মোরে করিবেন রোষ। ১০
নিজ সখীগণ সঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে,
কটাক্ষ প্রার্থনা অতিদোষ ॥
তবে শুন কহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি,
তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া।
সেইরূপ বেশ ধর, সেরূপ কটাক্ষ কর, ১৫
এই মোর নিকটে আসিয়া ॥
অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য,
কিবা কার্য্য তাতে আছে মোর।
কি করিবে রোষ করি, তোমা না দেখিলে মরি,
তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর ॥ ২০

তুমি অপ্রসন্ন হবে, দর্শন না দিবা তবে,

অন্য গোপী নিজ সখীগণ।

তাহাতে বা কিবা কাজ, দুঃখদায়ী সব সাজ,

অতএব দেহ দরশন॥

এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোৎকণ্ঠা পাই, ৫

গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া।

স র্য্য-প্রলপন, পড়ে শ্লোক মনোরম,

লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া॥ ২৮॥

তথাহি—

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ- ১০

র্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্ন-

স্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

প্রাণনাথ! এই তোমার সৌন্দর্য্যবৈভবে। ৫

দর্শন করিব আমি, মধুপুরী হৈতে তুমি,

কভু যদি আপনে আসিবে॥ ধ্রু॥

মোর ছাড়ি অন্যনারী- ভোগে যাহ অন্যবাড়ী,

এই কার্য্য অমর্য্যাদ অতি।

অন্যা-অঙ্গ-সঙ্গ-লগ্ন- চন্দন-কুঙ্কুম মগ্ন, ২০

নীলকান্তি বাধা যাতে অতি॥

করিতে মোরে প্রতারণ, অন্যসঙ্গ-সঙ্গোপন,
তাতে অল্প নহে যেই স্মিতে।
তাতে যে মুখাব্জশোভা, কামিনীর মনোলোভা,
দর্শন করিব সেই রীতে॥

সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্ররীতে, ৫
অতিদীর্ঘ শোভা মনোরম।
সে শোভা দেখিব আমি, যখন আসিবে তুমি,
জুড়াইব এ দুই নয়ন॥

তবে যদি বল তুমি, অন্যনারীভুক্ত আমি,
গেলোঁ যবে নিকটে তোমার। ১০
অবজ্ঞা করিলে মোরে, এবে কেন দেখিবারে,
চাহ তুমি সেইরূপ আর॥

মনে উট্টঙ্কিতে ইহা, দৈন্য বাড়ি গেল হিয়া,
অতিদৈন্যে কহেন বচন।
সর্ব্বব্রজাঙ্গনাগণ- স্তনে অঙ্গ সুমার্জ্জন, ১৫
একা হৈতে না হয় মার্জ্জন॥

ত্রিভুবন-বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম,
ত্রিভুবন মোহে স্মের-মুখে।
ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য, নেত্রস্থচাপল্য-বর্য্য,
দর্শন করিব আমি সুখে॥ ২০

এইকালে পূর্ব্বকৃত, কৃষ্ণলীলাসুখ যত,
তাতে লোভ বাঢ়ি গেল মন।
সে লোভে তাহার চিত্ত, ব্যাপ্ত হৈল সুখ যত,
সেই সুখে করে প্রলাপন॥
অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভরি, ৫
এক শ্লোক করিয়া পঠন॥ ২৯॥

তথাহি—
নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে
নিরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।
দয়ানিধে দেব ভবৎকটাক্ষ- ১০
দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥
অহে গোপীক্রীড়ারসরাজে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ দৈন্যের রীতে,
তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে॥ ধ্রু॥ ১৫
মুক্তকণ্ঠ হৈয়া বলি, শুন মোর পদাবলী,
অহে প্রাণনাথ দয়ানিধি।
কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসে বিঘ্ন যদি করে,
রহু তবে সে কটাক্ষ বিধি॥
কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্যের প্রাবীণ্য, ২০
তার লেশ অতি অল্পকণা।
তাহা দিয়া সিঞ্চি মোরে, দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে,
শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা॥

পুন আইস রাস-মাঝে, নটবর বেশ সাজে,
ক্রীড়া কর গোপাঙ্গনা সনে।
যদি অপরাধী আমি, তবু দয়ানিধি তুমি,
সেইরূপে দেহ দরশনে॥
তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, ৫
এখনি অবজ্ঞা কৈলে মোরে।
এবে কেন দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর,
অন্যাঙ্গনা উপহাস করে॥
এই কৃষ্ণের নর্ম্মভঙ্গী, চিত্তে উট্টঙ্কিয়া বাঙ্গী,
নেত্রের চাপল্য সঞ্চারিয়া। ১০
কহিতে লাগিলা রাই, প্রলপিয়া সেই ঠাঁই,
অদভুত শ্লোক উচ্চারিয়া॥ ৩০॥

তথাহি—

পিঞ্ছাবতংসরচনোচিতকেশপাশে
পীনস্তনীনয়নপঙ্কজপূজনীয়ে। ১৫
চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবক্ত্রবিম্বে (পদ্মে)
চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবে নঃ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

শুন অহে ব্রজরাজসুত!
তোমার কৈশোরবেশ, লীলায়ে মোহয়ে দেশ, ২০
মোর নেত্র-চাপল্যের দূত॥ ধ্রু॥

চঞ্চল আমার দিঠি, পাইয়া কৈশোর মিঠি,
সদাই দেখিতে করে আশ ॥
তথাপি কি দোষ তাঁর, যাহাতে কৈশোরসার,
জাতিকুল-শীলধর্ম্ম নাশ।
ভৃঙ্গপুঞ্জকান্তি জিনি, কেশপাশ সুমোহিনী, ৫
তাতে অবতংস শিখিপাখা।
পিচ্ছের মুকুটশোভা, কামিনীনয়নলোভা,
উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা ॥
মদনমাধুর্য্য তায়, চন্দ্র পদ্ম জিনি যায়,
হেন দর্প তাহার সুষমা। ১০
এই লাগি পীন-স্তনী- নয়নপঙ্কজ গণি,
পূজনীয় যোগ্য মনোরমা ॥
এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি,
অহে শ্যাম সুন্দরশেখর।
এতেক কহিতে রাই, সমুদ্‌ঘূর্ণা দশা পাই, ১৫
ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্রে ওর ॥
তার যে উদ্বেগদশা, চারি শ্লোকে পরকাশা,
মনে মনে চিন্তে এই রাই।
কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেন বা চাপল্য অহে,
হেন আর কভু দেখি নাই ॥ ২০

তুমি সাধ্বীসুপ্রবরা, ধৈর্য্য হয় সুগম্ভীরা,
শুন এই আমার বচন॥
দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে ক্ষণে ক্ষণ,
তবে কেন ব্যস্ত কর মন॥
কৃষ্ণের এ নর্ম্মবাণী, শুনি ধনীশিরোমণি, ৫
নিজ মনে নর্ম্ম উট্টঙ্কিয়া।
কহিতে লাগিলা রাই, চিত্তেতে উদ্বেগ পাই,
অতিশয় প্রলাপ করিয়া॥ ৩১॥

তথাহি—
ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি ১০
মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥
নাগরেন্দ্র! শুন মোর সত্য এই বাণী, ১৫
তোমার কৈশোর সার, মাধুর্য্য মাদক তার,
মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী।ধ্রু॥
এ তিন ভুবনে সে, অদ্ভুত না জানে কে,
সেই তুমি জান নিজ মনে।
তোমাতে আমার মন, অদ্ভুত চাপল্যগণ, ২০
ইহা তুমি করহ স্মরণে॥

কৈশোর মাধুর্য্য তোর, মনের চাপল্য মোর,
এই দুই তুমি আমি জানি।
অন্যের বেদনা মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সখাহ না জানে এই বাণী ॥
যাতে ধৈর্য্য করিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে, ৫
তেঞি না জানয়ে মনব্যথা।
কহিতেই অতিশয়, বাঢ়িল উদ্বেগময়,
সন্দেহে কহয়ে ধনী কথা ॥
তোমা মুখাম্বুজ লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী,
দেখিবারে করে বহু আশ। ১০
আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে
তুমি তার বল উপদেশ ॥
যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা,
তবে তার শুন বিবরণ।
না দেখি সে চাঁদমুখ, না মিটয়ে যার দুঃখ, ১৫
বিফলতা হয়ে সে নয়ন ॥
তোমার মধুরবাণী, শ্রুতি-মর্ম্মরসায়নী,
না শুনিলে সে কাণে কি কাজ।
মনোহর মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরীঘটা,
না দেখিলে আঁখিমুণ্ডে বাজ ॥ ২০

তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে,
বিলম্বে করিহ দরশন।
তবে তার কথা শুন, না কহিয় হেন পুন,
মোরা অতি কুলবধূজন॥
বিরল নহিলে তোমা, দরশনে নাহি ক্ষেমা, ৫
ব্রজমাঝে সুলভ না হয়।
এই ত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম,
নহে অতি নিষ্ঠুরতা হয়॥
পুন যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম,
মুখ তুল্য আর কিছু নাই। ১০
মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবা সাম্য তাতে
তুল্য দিতে না দেখি যে ঠাঁই॥
এতেক কহিতে মনে, পূর্ব্বে যাহা কৃষ্ণ সনে,
হইয়াছে চাতুর্য্য-আলাপন।
নিজসখীগণ সনে, পুষ্প আদি আহরণে, ১৫
দানঘাটিপথের বর্জ্জন॥
সনর্ম্ম কলহ তাতে, স্ফূর্ত্তি হৈল নিজচিত্তে,
সেই ভাব হইল মনেতে।
বাঢ়িল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ মতি,
নানা ভাব উপজিল তাতে॥ ২০
তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহা সুনাগরী,
সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক।

তেমতি বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক পড়ি,
শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ ॥ ৩২ ॥

তথাহি—

পর্য্যাচিত মৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-
বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি। ৫
বাল্যাধিকানি মদবল্লবভাবিনীভি-
র্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি ॥ ৩৩

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

প্রাণনাথ! তুয়া সঙ্গে পরিহাসবাণী।
পদ অর্থ ভঙ্গীগণ, সুধা করি নির্ম্মঞ্ছন, ১০
সঙ্গে মদবল্লবভামিনী ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ দুহুঁ বাকোবাক, অতি মনোহরভাক,
ভাবাক্রান্ত মনে সদা স্ফুরে।
তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্বিগ্ন আমার মন,
সে কথা স্মরণ ভেল দূরে ॥ ১৫
গর্ব্ব করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা,
পথ রুদ্ধ কর কেন তুমি।
প্রণয়সরোষ কহে, সহাস্য রোদনময়ে,
অসূয়া সভয় ক্রোধ বাণী ॥
তুমি বল আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি, ২০
পুষ্প তুল পল্লব আসিয়া।

পুষ্পচৌরী হেমগৌরী, আজিমাগি পাইল তোরি,
প্রবেশাব কুঞ্জগৃহে যাঞা ॥
তারা কহে সদা মোরা, এই বনে পুষ্প তুলা,
সুরদেব পূজন লাগিয়া।
কাহার নিষেধ বাণী, কভু ইহা নাহি শুনি, ৫
কেন বল প্রগলভ বলিয়া ॥
তুমি বল তারে বাণী, কৃষ্ণকুণ্ডলীন আমি,
শুন চণ্ডি না ডরাহ মোরে।
ফুৎকৃতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয় সভাকার,
হিতকথা কহিলাম তোরে ॥ ১০
সে কহেন কুতূহলী, ধরিবারে গর্ব্ব-ভারি,
ভুজঙ্গে সক্ষম কি আছয়।
দশনে দংশন তার, দূরে মাত্র গর্ব্ব ভার,
অতি সুমঙ্গল প্রকাশয় ॥
এই মত মনোহর, নর্ম্মবাণীরসধর, ১৫
প্রফুল্ল বিশাল বিলোচনে।
কৈশোর বয়স দুহুঁ, চাপল্য স্বভাব মুহু,
অন্যে অন্যে জিনিবার মনে ॥
ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে,
সদা স্ফূর্ত্তি হয় মনোহর। ২০

আমার উদ্বেগী মনে, সেহ নাহি বিস্ফূরণে,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই,
মন হৈল উদ্বেগ-পীড়িত।
সম্ভাষ করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া ধরে, ৫
তাতে ধনী হইলা মূর্চ্ছিত ॥
তাহা দেখি সখীগণ, কহে ধৈর্য্য কর মন,
কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন।
শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুছে ধনী,
লীলাশুক কহে সে বচন ॥ ৩৩ ॥ ১০

তথাহি—

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা
পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ।
তদেব লীলামুরলীরবামৃতং
সমাধিবিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ ১৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! কবে মোর হবে শুভ দিন।
মোর আগে কৃষ্ণ আসি, দরশন দিবে হাসি,
পুন কি দেখিব এই চিন ॥
প্রসন্ন বদনচন্দ্র, বেণুগানামৃত মন্দ, ২০
যাতে মোরে কুঞ্জে পাঠাইলা।

সেই কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঙ্গে,
কবে হবে সেই শুভ বেলা ॥
উদ্বেগে আমার মন, পাড়া পায় অনুক্ষণ,
তাহা নাশ কবে হবে মোর।
পুন তাঁর দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন, ৫
কৈছে হবে না পাইয়ে ওর ॥
এত কহি বিমর্ষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন,
কহে পুন বিচার বচন।
অথবা হইতে পারে, মহাকৃপাসিন্ধুবরে,
অঘটন হয় সুঘটন ॥ ১০
শুনি সখীগণ কহে, শুন সুনাগরী অহে,
যদ্যপি কৃপালু হয় হরি।
আপনি আসিবে এথা, তুমি কেন পাও ব্যথা,
অতিশয় চাপল্য আচরি ॥
রাই কহে শুন সখি, তুমি ত না জান দেখি, ১৫
তারি অতি দোষ ইথে হয়।
চাপল্য করায় তেহঁ, ইহা নাহি বুঝে কেহ,
শুন তাহা কহিয়ে নিশ্চয় ॥
এতেক কহিয়া রাই, মনের সোয়াথ নাই,
কহিতে লাগিলা বিবরিয়া। ২০
লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে,
শুন সভে একমন হঞা ॥ ৩৪ ॥

তথাহি—

বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন ।
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তম্ ।
লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্ম ॥ ৩১ ॥ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! দর্শনেও ভাগ্যহীনা আমি ।
মোর আকর্ষণলীলা- যুক্ত যে কৈশোর-কলা,
আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহা জানি ॥ ধ্রু ॥
একা মোরে আকর্ষয়ে, শুন সখি সেহ নহে, ১০
তুয়া সভাকেও আকর্ষয়ে ।
লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম,
দেখিবারে আঁখি লোল হয়ে ॥
লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই,
নয়ানের তৃপ্তি করে সদা । ১৫
সখী কহে ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল,
অনুষ্ঠানে জানিল সর্ব্বথা ॥
ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দ্দেশ হয়ে,
শুন সখি মোর দোষ নাই ।
আমার মনে সে আসি, বিলোকয়ে মন্দ হাসি, ২০
প্রেরয়ে নয়ন-প্রান্তে চাই ॥

তাহে যে নেত্রের ভঙ্গী, দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী,
বর্ণন না হয় রূপ-শোভা।
চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্ব্বাচ্য না হয় যাতে,
অদর্শনে মনে দৃষ্টলোভা॥
অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ, ৫
সখীগণ দেখ বিচারিয়া।
অন্য নারীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে,
অল্প দেখে মানসে পশিয়া॥
কহিতেই পূর্ব্বে যেন, কৃষ্ণ কৈল সুপ্রেরণ,
স্মৃতি হৈতে উন্মাদ বাঢ়িল। ১০
গোবিন্দ কহেন যেন, আম্বি তুয়া মনে কেন,
সুচাপল্যগণ বাঢ়াইল॥
এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদর্শন মন্দ,
বৈকল্য উদ্বেগ বাঢ়ি গেলা।
গোবিন্দের উপালম্ভে, কথা কহে মহারম্ভে, ১৫
পুন এক শ্লোক পাঠ কৈলা॥ ৩.॥

তথাহি—

অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ
হর্ষার্দ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ ২০
হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

হা হা ধূর্ত্ত! এই তোমার কেমন চরিত।

নিরক্ষর-শঙ্কেতে যে, বিম্বাধর অধীর সে,
তাহার বিভ্রম জানে চিত ॥ ধ্রু ॥

দেখ সবিষাদ মেলা, উন্মাদ বাঢ়িয়া গেলা, ৫
পুনঃ পুনঃ কহে এই বাণী।

যদি বল ভ্রান্ত তুমি, মন দিয়া শুন বাণী,
সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি ॥

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জ মাঝে,
সেই খানে পাবে দরশন। ১০

কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে জানি,
সব তুয়া অসত্য বচন ॥

বলিবার শক্য নহে, হেন তুয়া বাণী হয়ে,
এই লাগি মনোহর বলি।

মন মাত্র হরিলেও, কার্য্যসিদ্ধি না করাও, ১৫
ইন্দ্রজাল-প্রায় এ সকলি ॥

শঙ্কেত বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গণি,
হর্ষে মাত্র আর্দ্র করে চিত্ত।

সকলি কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন,
নারীবধ রঙ্গে নাহি ভীত ॥ ২০

কহিতে কহিতে রাই, চিত্তের সোয়াস্থ নাই,
বিচ্ছেদার্ক তাপ বাঢ়ি গেল।

সে তাপে ডুবিল মন, মোহ হৈল উপশম,
পূর্ব্ব প্রায় প্রলাপি বলিল ॥ ৩৬ ॥

তথাহি—

যাবন্ন মে নিখিলমর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতং
নিঃসন্ধিবন্ধনমুপৈতি ন কোঽপি তাপঃ। ৫
তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্ত্রচন্দ্র-
চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সর্ব্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভু রূপ।
মোর বোল শুন তুমি করুণার স্তূপ ॥ ধ্রু ॥ ১০
অনির্ব্বাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয়া।
যাবৎ সে চিত্ত দুঃখে ঘাত নাহি দেই ॥
সে প্রগাঢ় অতি বাঢ় নিঃসন্ধি বন্ধন।
যাবৎ না উপজেলা তাবৎ এই লক্ষণ ॥
মোর চিত্ত ধারা নিত্য তুয়া মুখচন্দ্র। ১৫
চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ বাঢ়য়ে অমন্দ ॥
আচ্ছাদন দুই গুণ করি রাখ চিত্ত।
ভাব এই দেখা দেই মোর মনোবৃত্ত ॥
কহিতেই মোহ হই মনেন্দ্রিয় ঝাঁপে।
মৃত্যু ভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপে ॥ ৩৮ ॥ ২০

তথাহি—

যাবন্ন মে নবদশা দশমী কুতোঽপি

রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবা।

লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব

লক্ষ্যা সমুৎকণিতবেণু মুখেন্দুবিম্বম্ ॥৩৮॥ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

প্রাণনাথ ! নিবেদন এই অবগাও।

যাবৎ দশমীদশা, না উঠয়ে প্রাণনাশা,

মুখেন্দু তাবৎ দরশাও ॥ ধ্রু ॥

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেন ভুল, ১০

থাকিয়া করহ দরশন।

তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ,

অতিতাপ বাড়ি যাবে মন ॥

তিমির করিবে ভাব, দেহেন্দ্রিয় নাশে সব,

তাতে কৈছে হবে দরশন। ১৫

তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান,

না দেখিলা তাতে কি দূষণ ॥

মনে এই উট্টঙ্কিতে, চিত্ত হইল উৎকণ্ঠিতে,

কহিতে লাগিলা উৎকণ্ঠায়।

লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন সে, ২০

মুরলীমধুরধ্বনি তায় ॥

সে বদন সুমাধুরী, না দেখিয়া যদি মরি,
মরণ অধন্য করি মানি।
প্রেমাক্রান্ত চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নাহি তার,
জীবনে দর্শন হয় জানি॥
এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা উপস্থিত তাই, ৫
ললিতা বিশাখা শীঘ্র যাঞা।
কৃষ্ণমুখোদগীর্ণ পাণ, তার মুখে কৈল দান,
কহে কৃষ্ণ আইলা দেখসিয়া॥
শুনিয়া চেতন পাইলা, দুঃখভরে আউলাইলা,
যত্নে নেত্র মেলিবারে নারে। ১০
নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখি অহে,
আইলা নাকি কৃষ্ণ মোর পুরে। ৮॥

তথাহি—
আলোললোচনবিলোকিতকেলিধারা-
নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ। ১৫
আর্দ্রাণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপূরৈ-
রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরসিঞ্জিতানি॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥
সখি হে! সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ।
সে মণিনূপুর ধ্বনি, নৃত্যপ্রায় যদি শুনি, ২০
তবে হয় প্রতীতির বন্ধ॥ ধ্রু॥

আগমন হেতু এই, করুণাকন্দ্র সেই,
তাহাতেই প্রতীতি জনমে।
তথাপি হে কি জানিয়ে, মোর ভাগ্য কি করিয়ে
করুণা বা না হয় উদগমে॥
নৃত্য গতি পদ তান, বেণু ধ্বনি মৃদু তান, ৫
বলয় কিঙ্কিণীনাদ সঙ্গে।
প্রতিনাদপূর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে তবে,
প্রতীতি জনমে তবে রঙ্গে॥
বংশীগানামৃত তান, রাখিবার লাগি ভান,
চরণাগ্র দরশন হৈতে। ১০
আলোল লোচনদ্বয়, কেলিধারা বিলোকয়,
চরণাগ্র নিমজ্জয়ে তাতে॥
অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজনারীগণে
অদ্ভুত বিলাস মনোরম।
আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হা হা ১৫
বল সখি করিয়া নিয়ম॥
এত কহি উঠে রাই, মনের সোয়াস্ত নাই,
চতুর্দ্দিকে করি নিরীক্ষণ।
কাঁহা নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কাণে শুনি,
এথা না আইসে কি কারণ॥ ২০
অতিশঠ ধূর্ত্তরাজ, হেন বুঝি কুঞ্জমাঝ,
কারো সঙ্গে করয়ে রমণ।

সুখে বিলাসয়ে তথা, এ লাগি না আইসে এথা
মোরে কৈছে দিবে দরশন ॥
কহিতে কহিতে পুনঃ, উন্মাদ বাঢ়িল দুন,
আইলা কৃষ্ণ মনে হেন দেখে।
অন্যাঙ্গনা-ভোগচিন, প্রতি অঙ্গে পরবীণ, ৫
আঘূর্ণ নয়ন হাস্য মুখে ॥
দেখিতেই তার মতি, সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি,
অতিশয় ক্রোধ উপজিল।
তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তাঁরে ছাড়ি গেলা পুন,
পাছে তাপ ঔৎসুক্য হইল ॥ ১০
এই দুই ভাবে মেলি, ভাবসন্ধি করি বুলি,
অমর্ষ ধিক্ষেপ অপমান।
ঔৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্য না করে ইচ্ছা,
শাবল্যের এইত লক্ষণ ॥
অমর্ষা-অনুগা এথা, অসূয়োগ্রা-অবহিত্থা, ১৫
ঔৎসুক্য-অনুগা আর তিন।
অতিদৈন্য সচাপল, মোহোন্মাদ মহাবল,
সন্ধিশ বল্যের এই চিন ॥ ৫৯ ॥

তথাহি—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো ২০
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

শুন দেব! এথা কেন তুমি।
গোপাঙ্গনা ক্রীড়ারত, সেই তুয়া অভিমত, ৫
তথা যাঞা বিলস আপনি ॥ ধ্রু ॥
এইমত বক্র কথা, বাষ্পনেত্রে বক্রমতা,
শুনি যেন অবজ্ঞাবচন।
পুন যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা,
দরশনে ঔৎসুক্যাগমন ॥ ১০
প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি আমি,
পুনর্ব্বার দেহ দরশন।
ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিলা দরশন,
অনুনয় করে অনুমান ॥
দেখিয়া অমর্ষানুগা, অসূয়া-উদয়-রাগা, ১৫
সোল্লুণ্ঠে কহয়ে বক্রবাণী।
ধীরমধ্যা-সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়,
অহে ভুবনের বন্ধু তুমি ॥
কেবল আমার নও, সর্ব্ব সমাধান চাও,
যাঞা কর সর্ব্বসমাধান। ২০
ভুবনের নারীগণ, আর যত গোপীজন,
বেণুগানে কর আকর্ষণ ॥

পুন যেন গেলা কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ,
ঔৎসুক্য-অসূয়া মৃত্যুদয়।
সেই মত ভাবাবেশে, কহে বাণী সবিশেষে,
তাতে এই সম্বোধনত্রয় ॥
অহে কৃষ্ণ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষণ যায়, ৫
তাতে মোর মানে কিবা কাজ।
তৎকাল আসিয়া যবে অল্প দেখা দেও তবে,
তাপ নষ্ট হয়ে ত অব্যাজ ॥
পুন যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ,
প্রিয়ে! আমি ছিলাম এথাই। ১০
আমারে প্রসন্ন হও, হাসি এক কথা কও,
তবে আমি মনে সুখ পাই ॥
মনে ইহা বিচারিতে তারে করি আচ্ছাদিতে,
উগ্র ভাব হইল উদয়।
অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী হৈয়া, ১৫
তার বশে এই সম্বোধয় ॥
শুনহ চপল-রাজ, বল্লবীভুজঙ্গসাজ,
পরনারী-চোর ধূর্ত্তরাজ।
যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সভরিতে,
বুঝিলাঙ যত তুয়া কাজ ॥ ২০
অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুন গেলা হেন,
মনে মনে করেন বিচার।

কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্য-জাল,
তাতে কহে সম্বোধন-সার ॥
অহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু,
যদ্যপি হু অপরাধী আমি।
নিজ করুণার বল, সদা তুমি সুকোমল, ৫
কৃপা করি দেখা দেও তুমি ॥
পুন যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি,
প্রিয়ে ! কেনে মিছা মান করি।
কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি,
সুপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি ॥ ১০
এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা-অসূয়া-ভণি,
অবহিত্থা উপজিল আসি।
ধীরপ্রগল্‌ভা-গুণাশ্রয়ী, তাতে উদাসীনীময়ী,
মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥
অহে নাথ ! ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, ১৫
কত বা বিপদে না রাখিলা।
কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষি তুয়া মৌন,
কিন্তু জানি ব্রাহ্মণী কহিলা ॥
তাঁ সভার বাণী মানি, মৌনব্রতে আছি আমি,
এই লাগি কথা না হইল। ২০
এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল আমি,
ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল ॥

পুনর্ব্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনি,
মনে মনে করয়ে বিচার।
বারেবারে আইলা হরি, এবে গেল ক্রোধ করি,
বুঝি এথা না আসিবে আর॥
এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে, ৫
তাতে কহে যদি পুনর্ব্বার।
কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি,
যাঞা কণ্ঠ ধরিমু তাহার॥
এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের রঙ্গে,
হে রমণ! এই কুঞ্জে আসি। ১০
রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রঙ্গে,
পূর্ব্বে যৈছে বিহরিলা আসি॥
পুনর্ব্বার আইলা হরি, মনে মনে সুনাগরি,
আগন্তুকামর্ষে তিরস্করি।
সহজ ঔৎসুক্য ভাব, মহাবলী পরতাপ, ১৫
তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি॥
দুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা,
যবে কৃষ্ণ লাগ না পাইলা।
বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হৈল রাই, কহেন বিক্লব পাই,
এই ক্ষণে তুমি কোথা গেলা॥ ২০
অহে নয়নাভিরাম, নয়ন-আনন্দ-ধাম,
কবে হবে নয়নগোচরে।

হাহা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার-করুণাসিন্ধু,
দরশন দেহ কৃপাভরে ॥
কহিতে কহিতে পুন, বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালা দুন,
হৈতেই উদ্বেগ উছলিলা।
যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত-সন, ৫
বৈক্লব্য প্রলাপ উপজিলা ॥
তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তেও সোয়াথ নাই,
সেই ভাব লীলাশুক কহে।
কৃষ্ণকর্ণামৃত-কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
এ যদুনন্দনদাস কহে ॥ ৪০ ॥ ১০

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য কুঞ্জান্তরে
স্থিত্বা শ্রীরাধায়াঃ প্রলাপশ্রবণং
নাম ষষ্ঠঃ প্রকাশঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ প্রকাশঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগৌরচন্দ্রং মূর্ত্তিমদ্রসবিগ্রহম্। ১৫
ভাবস্বরূপরূপং শ্রীরামানন্দসমাশ্রয়ম্ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন ভক্তগণ।
যাহার শ্রবণে হয় সর্ব্বভাবোদগম ॥ ২০

লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি রাধাভাবাবেশ।
তাহাতে ডুবিঞা কহে ভাবের উদ্দেশ॥

তথাহি—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ। ৫
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

অহে কৃষ্ণ! তোমা না দেখিয়া।
এ রাত্রি দিবস মাঝে, যত ক্ষণবৃন্দ আছে, ১০
কৈছে আমি গোঙাব কাটিয়া॥ ধ্রু॥
কোটি কল্পতুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে,
তোমা বিনু নারোঁ গোঙাইতে।
হাহা তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণ,
তুমি বল গোঙাই কেমতে॥ ১৫
অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন,
এই কাল কাটা নাহি যায়।
কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহ সে বিচার,
বিচারিয়া কহ ত উপায়॥
যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে, ২০
তবে যাহ নিজপতি ঠাঁই।

সেহ অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা,
পতিসহ বিলাসহ যাই ॥
তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি,
সে লাগি অনাথাগণ মোরা।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, ৫
দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥
যদি বল পতিসেবা- ধর্ম্ম কেনে উপেখিবা,
যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে।
তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোর,
মনেন্দ্রিয় হরি নিলা যাতে ॥ ১০
তবে যদি বল হেন, আমি বা তোমার কেন,
ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি।
চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ভোরা,
ধর্ম্ম ছাড়ি ফির মোহে হেরি ॥
তবে শুন তার বাণী, ধর্ম্মত্যাগী যদি আমি, ১৫
তবে উদ্ধারিবে কেবা আর।
করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম্ম-ছাড়া আমি,
কৃপা করি মোরে কর পার ॥
উদ্বেগের প্রাবল্য, হৈল ভাবশাবল্য
তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ। ২০
সেই ভাবে বিভাবিত, লীলাশুক কহে গীত,
এ যদুনন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৪১ ॥

তথাহি—

কিমিহ কৃণু মঃ কস্ত ক্রমঃ
কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়তুঃ (ভু) কথামনশ্চং ধন্যা-
মহো হৃদয়েশয়ঃ। ৫
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে
মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা
চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

প্রথমে হাবেশভাব, মনে হৈল আবির্ভাব,
সেই ভাবে কহে সখী প্রতি।
অহে সখি ! এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে,
কৃষ্ণ দরশনে পাই স্বস্তি ॥
কহিতেই সখীগণে, বাগ্র দেখি মনে গুণে, ১৫
তারে ঝাঁপি চিন্তা ভাব হৈলা।
কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সভ সখি আর,
মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেলা ॥
মোর কেবা আছে আর, কারে বা পুছিব সার,
কে কহিবে মঙ্গল-উপায়। ২০
এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে,
মতিভাব জন্মিল হিয়ায় ॥

তাতে কহে কৃষ্ণ-আশা, সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-নাশা
যে কৈল সে কৈল আর না।
কিংবা যত আশা কৈল, বৃথামাত্র দুঃখ পাইল,
আশা ছাড়ি রাখহ আপনা ॥
কহিতে সেভাব ঝাঁপি, অমর্ষা জাম্মলা কাঁপি, ৫
তাহে কহে শুন সখীগণ।
অকৃতজ্ঞ-কৃষ্ণকথা, ছাড়িয়া অধন্যমতা,
কহ ধন্য অন্য সুকথন ॥
এই কালে হৃদি মাঝে, স্ফূর্ত্তিরূপে কৃষ্ণসাজে,
কামশর বিদ্ধ হৈতে মনে। ১০
সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়া ভরি,
বিস্ময় পাইয়া পুন ভণে ॥
অহো কষ্ট কি করিব, কাম-বৈরী উপজিল,
সদাই শুতিএগ আছে হিয়ে।
সদা হিয়ে বিন্ধে সেই, তিলেক না ছাড়ে যেই, ১৫
ইহাতে উপায় কি করিয়ে ॥
কিবা হিয়ে কৃষ্ণ স্ফুরে, তাহাতে আশ্চর্য্য বোলে,
বিষাদ করিয়া কহে বাণী।
যারে চাহি তেয়াগিতে, সেই শুঞা আছে চিতে,
কোন রূপে না যায় ছাড়নি ॥ ২০
তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, সহজ-ঔৎসুক্য হিয়া,
উদয় হইল শীঘ্র আসি।

বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতিশয়ে,
কৃষ্ণ আছে জানে মনে বসি ॥
ছাড়িবার মন হৈলে, অতিতৃষ্ণা হিয়া বুলে,
প্রতিক্ষণ বাঢ়ে তৃষ্ণাগণ।
দুঃখিতের-দুঃখী হেন, বাঢ়ে তৃষ্ণা অনুক্ষণ, ৫
বাঢ়িবার আছয়ে কারণ ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, স্মের যাতে সুখপূর,
কামমদে প্রফুল্ল আকার।
মন নয়নের সেই, উৎসব-নিবন্ধ যেই,
কেবা পারে তাঁরে ছাড়িবারে ॥ ১০
এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈলা আবির্ভাব,
তাতে অতিকৃশ হৈলা অঙ্গ।
তাতে গ্লানি উপজিলা, ধনী চেষ্টা প্রকটিলা,
তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ ॥
হেম-অঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ সদৈন্য করে, ১৫
ধনী নিজ নয়ন মুদিয়া।
আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈর্য্য কর নিজ মন,
কৃষ্ণ এবে আলিঙ্গিবে গিয়া ॥
সেই সখীগণে রাই, কহে মনে দুঃখ পাই,
আশা তেজি প্রলাপবচন। ২০
সেই শ্লোক পড়ি এথা, লীলাশুক কহে কথা,
কহে তাহা এ যদুনন্দন ॥ ৪২ ॥

তথাহি—

আভ্যাং বিলোচনাভ্যা-
মম্বুরুহবিলোচনং বালম্।
তাভ্যামপি পরিরব্ধুং
দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী ॥ ৪৩ ॥ ৫

অন্বয়ার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি! কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন হয় সর্ব্বথা,
আইলেও না যাবে মোর দুঃখ।
বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহু দূরে,
নয়নের নাহি হবে সুখ ॥ ১০
কিশোর-শেখররাজ, আঁখি আলিঙ্গন-কাজ,
ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন।
সেহ মোর দূর হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল,
মেলিবারে নারি যে নয়ন ॥
বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, ১৫
বামনেত্র-অন্তে দরশন।
তাবোদ্গারী-বিলোকন, দূরে রহু সে দর্শন,
প্রায় না দেখিয়ে ইতর জন ॥
সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে,
এখনি দেখিবা শ্যামরায়। ২০
তাহা শুনি সুনয়নী, যতন করিয়া পুনি,
নজনেত্র মেলিবারে চায় ॥

মেলিতে নারিল আঁখি, তাতে কহে হয়ে দুখী,
যবে আইসে তবে আসু হরি।
যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি করে জিউ,
আঁখি আমি মেলিবারে নারি॥
মনে কৃষ্ণস্বরূপস্ফূর্ত্তি, হৈতে বাঢ়ি গেল আর্ত্তি, ৫
বিষাদ ঔৎসুক্য ভাবে দোলে।
প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ প্রতি বলে তাই,
এথা লীলাশুক শ্লোক বলে॥ ৪৩॥

তথাহি—

অশ্রান্তস্মিতমরুণারুণাধরোষ্ঠং ১০
হর্ষার্দ্রং দ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতম্।
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধমুগ্ধং
বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদা নু॥ ৪৪॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

কৃষ্ণচন্দ্র! শুন আমি কহি যে নিবন্ধ। ১৫
তোমার মুখাব্জ শোভা, মোর নেত্রভৃঙ্গ লোভা,
এ জন্মে দেখিতে ভেল অন্ধ॥ ধ্রু॥
জন্মান্তরে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি,
মুখাব্জ করিব দরশন।
সদা যাতে মন্দ হাসি, উগারে অমিয়ারাশি, ২০
লজ্জা করে চন্দ্রজ্যোৎস্নাগণ॥

অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে,
গ্লানি-অন্ধকারগণ নাশে।
এমন সুন্দর মুখ, অখিলনয়নসুখ,
কবে আমি দেখিব হরিষে ॥
আমার প্রেরণ হর্ষে, মৃদু গান যেই বর্ষে, ৫
সেই ত মুরলী তাহে শোহে।
তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কামিনী-অন্তরলোভা
বচনে বর্ণন তাহা নহে ॥
পুন পুন প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ত্ত,
অতি দীর্ঘ, অতি শোভাময়। ১০
তাহার অর্দ্ধেক ভঙ্গী, কামিনীমোহন রঙ্গী,
জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয় ॥
শুনি কহে সখীগণ, খেদ কর কি কারণ,
কৃষ্ণ আসি দেখিবেন তোমায়।
তাতে তুয়া শক্তি হবে, তাঁহাকে দেখিতে পাবে ১৫
সুখী হবে তুয়া নেত্র তায় ॥
এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই সুনয়নী,
তারে পুছে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
লীলাশুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিলা তবে,
এক শ্লোক অপূর্ব্ব করিয়া ॥ ৪৪ ॥ ২০

তথাহি—

লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং
নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাম্।

আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং
কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥৪৫ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! সেই নব কিশোরশেখর।
নয়নকমলবরে, কবে নিরীখিবে মোরে, ৫
এই দশা দেখিবে সকল ॥ ধ্রু ॥
এখনি মরি যে আমি, কিবা বল সখি তুমি,
কবে বা আসিবে সে দেখিতে।
এইরূপ নৈরাশ বাণী, কহি খেদ করে ধনী,
সেবা খেদ কে পারে শুনিতে ॥ ১০
শৃঙ্গার রসের যেই, প্রবাহ বহয়ে সেই,
শীতল নয়নপদ্ম শোভা।
তাহাতে নীলিমা যার, অন্তে অরুণিমা আর,
পদ্মে নটখঞ্জনের লোভা ॥
লীলাতে আয়ত আঁখি, তাহাতে চাপল্য সখি, ১৫
কবে তাহে হেরিব আমারে।
মুঞি অপরাধী জনে, দেখিতে থাকিতে মনে,
তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে ॥
এত কহি বিমর্ষিয়া, কহে যে আছয়ে হিয়া,
দেখিতেও পারে আসি মোরে। ২০
সহজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা হয়,
মোর ভাগ্যে না জানি কি করে ॥

কহিতেই মূর্চ্ছা হৈলা, সখীরা সম্ভ্রম পাইলা,
কহে সখি দেখ আগে তোর।
আইলা কিশোর রায়, গজগতি-সুলীলায়,
আঁখি মেল কেনে আর ভোর॥
সখীর আশ্বাস শুনি, সম্ভ্রম পাইলা ধনী, ৫
যত্নে নেত্র মেলিয়া উঠিলা।
সর্ব্ব দিশা দেখে ধনী, নাহি দেখে ব্রজমণি,
সখীগণে কহিতে লাগিলা॥ ৪৫॥

তথাহি—

বহলচিকুরভারং বদ্ধপিঞ্ছাবতংসং ১০
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরোষ্ঠম্।
মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারনীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগ॥

সখি হে! মুরারির মনোহর বেশ। ১৫
দর্শন লাগিয়া মোর, অন্বেষণে দিঠি-জোর,
তৎকালে দেখাও নাগরেশ॥ ধ্রু॥
ঘনস্নিগ্ধ কেশভার, পিঞ্ছ-অবতংস আর,
নবাম্বুদে যেন ইন্দ্রধনু।
চঞ্চল নয়ন-জোর, অতি দীর্ঘ শ্রুতিঘোর, ২০
শফরী-মীনের গতি জনু॥

তাতে ওষ্ঠ বিম্বাধর, মৃদুহাস্য মধুচোর,
গাম্ভীর্য্যক্ষোভক লীলাগণ।
মন্দর পর্ব্বত যেন, স্নিগ্ধ-সিন্ধু-সুমন্থন,
করিয়া হরিলা রত্নধন।
হৃদয় গম্ভীর তেন, মন্থনে আমার মন, ৫
কৃষ্ণলীলা বেশ সুমন্দরে।
ধৈর্য্যরত্ন হরি লয়ে, শুন শুন সখী! অয়ে,
দরশাও দেখি সে সুন্দরে॥
সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি,
কোন কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। ১০
চল তাহে অন্বেষিয়া, সেইখানে বিলোকিয়া,
শুনি ধনী সখী সনে যায়ে॥
তুলসী মালতী জাতি, মাধবী মল্লিকা যূথী,
লতা তরু পশু পক্ষী স্থানে।
কৃষ্ণকথা প্রশ্ন করে, তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে, ১৫
প্রলাপিয়া করে নির্দ্ধারণে॥

তথাহি—

বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং
মদশিখিশিখালীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজম্।
কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগ- ২০
ন্মধুরিমপরিপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

তরুলতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন,
রাত্রে কেন ভ্রমিয়া বেড়াও।
আকার গোপন করি, ভাবে কহে সুনাগরী,
শুন সবে এক মন হও ॥ ৫
নাম লৈতে নারি তাঁর, নাম চোর প্রায় যাঁর,
তাঁরে সবে করি অন্বেষণ।
তোমরাও জান তাঁরে, দেখে থাক কহ মোরে,
তাঁতে কিছু আছে প্রয়োজন ॥
তারা যেন কহে তাঁরে, তেঁহ মহা শঠবরে ১০
কোন্ কুঞ্জে কোন্ গোপী লৈয়া।
রমণ করয়ে সুখে, অন্বেষ না কর তাঁকে,
থাক সভে নিবৃত্ত হইয়া ॥
এত উট্টঙ্কিত মনে, কহে গর্ব্বাবহেলনে,
লক্ষ্ম্যাপাঙ্গ নামে তিহোঁ জড়। ১৫
সে লক্ষ্মীর বশ হয়ে, মোর গোপী সঙ্গে কাহে,
রমণ করিবে সে চপল ॥
তার সঙ্গে মো সভার, কিবা কাজ আছে আর,
মনোরত্ন সে চুরি করিলা।
তাহা নিব তার স্থানে, এ লাগিয়া অন্বেষণে, ২০
ফিরি সবে হৈয়া সখী-মেলা ॥

তবে যদি বল হেন, স্বধর্ম্ম-শীলেরে কেন,
চৌর্য্য-অপবাদ দেও সভে।
তার কথা শুন কহি, মাথা ধুনি কহে রাই,
সহাস্য-বিভ্রম-অনুভাবে ॥
বজ্র ইন্দ্রধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, ৫
হেন যে নিবিড় জলধর।
তার কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা,
মনোরত্ন হরিতে কি ডর ॥

আর শুন মধুরিমা- পরিপাক মনোরমা,
চন্দ্র পদ্ম হংস মৃগ কাম। ১০
পল্লবাদ্য শঙ্কা করে, তভু তায় শোভা হরে,
তেঞি চোর-চক্রবর্ত্তী নাম ॥

বৃক্ষ লতা কহে যেন, যদি তিহোঁ চোর হেন,
তবে তেহোঁ আছে দূর স্থানে।
লাগি পাবা কোথা তাঁর, কিবা অন্বেষণ আর, ১৫
ধৈর্য্য ধরি রহ নিজ মনে ॥

পুন কহে সুনাগরী, তেহোঁ শিখিপিঞ্ছধারী,
দূরে হৈতে দেখা পাব তার।
লতাগণ কহে তবে, ধাঞা পালাবে যবে,
তবে কৈছে লাগ পাবে তাঁর ॥ ২০

রাই কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়,
চলিতেহ শক্তি নাহি ধরে।
লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিবে তিমিরপুঞ্জে,
নিজতনু গোপনীয় ক'রে॥
রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটিচন্দ্র জিনি কাঁতি, ৫
হেন মুখপদ্ম শোভা যাঁর।
সেই কান্তিগণে তাঁরে, দেখাইবে অন্ধকারে,
ইহাতে সন্দেহ নাহি আর॥
কিংবা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজস্থলে,
লাগি পাবে নৌও নিজ ধন। ১০
রাত্রিকালে তেহোঁ খুলি, দেহ পাছে করে চুরি,
তেঞি কহি হও নিবর্ত্তন॥
রাই কহে বরনারী, অপাঙ্গপ্রসঙ্গে তারি,
জড়প্রায় তনু মন হয়।
তেঞি আমা সভাকারে, না কহিতে পাবে আরে ১৫
নিজ রত্ন লইব হেলায়॥
উন্মাদ-দশাতে ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী,
এইকালে কুঞ্জের সমীপে।
স্ফূর্ত্তে দেখে আইল হরি, পুন স্ফূর্ত্তো নাহি হেরি,
তাতে ধনী বৈকুল্যে বিলাপে॥ ২০

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ-মনে,
এখনি না দেখিলা তাহারে।
সখীর আশ্বাস শুনি, তা সভাকে কহে ধনী,
প্রলাপ বচন সুকাতরে ॥ ৪৭ ॥

তথাহি—

পরামৃশ্যং দূরে পথি মুনীনাং ব্রজবধূ-
দৃশাদৃশ্যং শশ্বত্রিভুবনমনোহারি বদনম্।
অনামৃশ্যং বাচং মুনিসমুদয়ানামপি কদা
দরীদৃশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলনিভম্ ॥ ৪৮

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

সখি হে! ক্রীড়াবান্ কিশোরা শেখর।
বাঞ্ছা ভরি নেহারিমু, পুন পুন সুখ পাইমু,
মুখ ত্রিভুবন-মনোহর ॥ ধ্রু ॥
নীলোৎপলদলকাঁতি, ঈষৎ বিকাস ভাঁতি,
তাহা জিনি কান্তি মনোহর। ১৫
ব্যাস আদি মুনিগণ, যতেক কবীন্দ্রগণ,
বচনের দূরে রূপধর ॥
সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোরি,
এখনি দেখিবে চিন্তা নাই!
দুর্লভ মানিঞা রাই, কহে সখি বুঝ নাই, ২০
মুনিবাক্য-অগোচর সেই ॥

তবে যদি বল ঐছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে,
দেখিতে লালসা কেনে কর।
তবে শুন ব্রজনারী- নেত্রদৃশ্য সদা হরি,
তা'লাগি দেখিতে আশা বড় ॥
তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখি, ৫
এথা তাঁর লাগ পাবে কোথা।
তবে শুন পক্ষগণ, মৌন দেখ অনুক্ষণ,
দূরে পরামৃশি কহে যথা ॥
অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই
পথে পথে তারা যুক্তি করে। ১০
তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপজিয়া,
তাতে তারা সভে মৌন ধরে ॥
কহিতেই পূর্ব্বে যেন, অন্যে অন্যে দরশন,
সে সময় স্মৃতি হৈয়া গেলা।
তাহার দর্শন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগী, ১৫
উৎকণ্ঠাতে পুছিতে লাগিলা ॥ ৪৮ ॥

তথাহি—

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং
নর্ম্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তম্।
দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং ২০
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! আমার দয়িত শ্যামরায়।

সেই ক্রীড়াযুক্ত কবে, অন্যে অন্যে দেখা হবে,
হেন দিন হবে কি আমায় ॥ ধ্রু ॥

মোরে কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরখিব মোরে, ৫
আমি তার অঙ্গীকার কাজে।
যমুনার তীরে তারে, দেখিব কি সখি আরে,
কবে রাসমণ্ডলের মাঝে ॥

নানাভাব-উদগারি, মুখপদ্ম মনোহারী,
নিরক্ষর-সঙ্কেতভঙ্গী যাতে। ১০
অধৈর্য্য-লোচন তথা ঊর্দ্ধ-চালনে যে কথা,
কহয়ে সঙ্কেত-কুঞ্জে যাইতে ॥

অন্য গোপাঙ্গনা ভয়ে, যেন সে কৌতূকক্ষয়ে,
তাহাতে দোলায়মান আঁখি।
তথা নর্ম্ম-বেণু রন্ধ্রে, শঙ্কেত-রূপের বন্ধে ১৫
শঙ্কেতে পাঠায় নর্ম্ম ভাখি ॥

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ,
সেই লীলা সর্ব্বরসময়।
কবে অন্যে অন্যে দেখা, হবে সেই প্রেমলেখা
কবে হবে মঙ্গল সময় ॥ ২০

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্যসমুদ্রে যাই,
সর্ব্বেন্দ্রিয় মন ডুবি রহে।
পুন মোহ উপজিলা, দেখি সব সখীমেলা,
কহে সখি পাশরহ তাহে ॥
ক্ষণেক বিস্মৃত হৈয়া, সুখী কর নিজ হিয়া ৫
কেনে দুঃখ পাও স্মৃতি করি।
তাহা শুনি কহে রাই, পাশরিতে শক্তি নাই,
এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৪৯ ॥

তথাহি—

লগ্নং মুহুর্মনসি সম্পটসংপ্রদায়- ১০
লেখাবলেহি নিরসজ্ঞ মনোজ্ঞবেশম্।
রজ্যন্মৃদুস্মিতমৃদূল্লসিতাধরাংশু-
রাকেন্দুলালিতমুখেন্দুমুকুন্দবাল্যম্ ॥ ৫০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ। ১৫
মোর চিত্তবস্ত্রে যেন, মঞ্জিষ্ঠারাগের হেন,
লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ ॥ ধ্রু ॥
পূর্ণিম-চান্দে ও মুখ, সেবিতে নয়নসুখ,
তাহে হাস্য কুন্দের সমান।
প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে, ২০
স্মিত অংশ অরুণ বন্ধান ॥

কৈশোর বয়স তাতে, নানা চাপল্য যাতে,
সখি তাহা পাসরিতে নারি।
তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ মন,
কোন স্থান অবলম্ব করি ॥
রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষেমা দিব, ৫
সেহ মন মোর বশ নয়।
লম্পট-সম্প্রদারাজ, তার বিপরীত-কাজ,
পরধন-গ্রাসশীল হয় ॥
অথবা বরাক মন, ইহার কি দোষ গুণ,
কৃষ্ণরূপ সর্ব্ব আকর্ষয়ে। ১০
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুরীগুণে কেবা ক্ষেমা দিবে মনে,
এই লাগি পাসরণ নহে ॥
সেই যে মাধুর্য্যে মন, ডুবি হৈলা অচেতন,
পুন মৃত্যুশঙ্কা হৈল মনে।
সখী প্রতি কহে ধনি, অশেষ প্রলাপ-বাণী, ১৫
এই দেখা তোমা সম্ভাসনে ॥
এত কহি মনে হৈলা, কৃষ্ণ সঙ্গে যাহা কৈল,
সখীগণ আলাপয়ে তাতে।
অন্য ধর আদি যত, আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত,
নর্ম্মভঙ্গী মনোহর রীতে ॥ ২০

তাতে রতিবন্ধু যে, মাধুর্য্য সমুদ্র সে,
তাহা স্ফূর্ত্তি হৈয়া গেল মনে।
তাতে মনেন্দ্রিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন,
তিন শ্লোকে কহে প্রকাশনে॥ ৫০

তথাহি— ৫

অহিমকর-করনিকর মৃদুমুদিত-লক্ষ্মী-
সরসতর-সরসিরুহ-সদৃশদৃশি দেবে।
ব্রজযুবতি-রতিকলহ বিজয়ি-নিজলীলা-
মদমুদিত-বদনশশি-মধুরিমণি লীয়ে॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥ ১০

সখি হে! কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য-সিন্ধুতে।
ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
এই দেখা তেঁ সভাসহিতে॥ ধ্রু॥
ব্রজযুবতীর সঙ্গে, যে রতি-কলহ-রঙ্গে,
তাতে বিজয়িনী লীলা কাজে। ১৫
তাতে যেই মহোময় সঙ্গে মুখশশী রয়,
লীন হব সে মাধুর্য্য-মাঝে॥
তথা সূর্য্যকান্তি চয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে,
প্রভাতাব্জ যেই মনোহর।
তার শোভা জিনে যেই, গোবিন্দের নেত্র দুই, ২০
সে মাধুর্য্যে ডুবিব সত্বর॥

কহিতেই পুন কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সতৃষ্ণ,
স্মেরমুখে বংশীধ্বনি করি।
আপনার আকর্ষণ- স্ফূর্ত্তি হৈল সেই ক্ষণ,
তাতে লয়প্রায় চিত্ত ধরি॥
সেই কথা সখী প্রতি, কহে হৈয়া আর্ত্ত অতি, ৫
তাহা স্মরি সেই সব কথা।
সে ভাবে মগন হৈয়া, লীলাশুক বিবরিয়া,
কহে এক শ্লোক মনোরতা॥ ৫১॥

তথাহি—

করকমল-দল-কলিতললিততর-বংশী- ১০
কলনিনদ-গলদমৃত-ঘনসরসি দেবে।
সহজরস-ভরভরিত-দরহসিত-বীথী
সততবহদধরমণি মধুরিমণি লায়ে॥ ৫২॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্য-সাগরে। ১৫
পূর্ব্ব-প্রায় লীন আমি হব চিত্তে ধরে॥
হস্তপদ্ম-তলে শোভে যে ললিত বাঁশী।
তাহার মধুর নাদে গলে সুধারাশি॥
সেই সান্দ্র-সরোবরে লীন হব আমি।
কহিল না পাসরিহ সব সখি তুমি॥ ২০
সহজ রসের ভর ভরিয়াছে যাতে।
মৃদু মন্দ হাসিধারা-নদী-মাধুরীতে॥

পদ্মরাগমণি-শোভা অরুণ-অধরে।
তাহার কিরণ সুখ সদাই উগরে॥
কহিতেই সম্ভোগ-অন্তকালীন যেই লীলা।
গোবিন্দ মাধুরী চিত্তে স্ফূর্ত্তি হৈয়া গেলা॥
তাতে লীন প্রায় ধনী আপনাকে মানে। ৫
প্রলাপ করিয়া ধনি কহেন বচনে॥ ৫২॥

তথাহি—

কুসুমশর-শর সমর-কুপিত মদগোপী-
কুচকলস ঘুস্বণরস লসদুরসি দেবে।
মদমুদিত-মৃদুহসিত-মুষিত শশি শোভা- ১০
ভর-বিমল-মুখকমল মধুরিমণি লীয়ে॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে।
ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে॥
মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ মাঝে। ১৫
তাহাতে কোপিত যত কামমদ সাজে॥
তাতে মধুপানমত্তা গোপাঙ্গনাগণ।
তাঁর কুচকলসেতে কুঙ্কুম লেপন॥
আপনে আগ্রহে তাঁরে আলিঙ্গন দিতে।
লাগিলা কুঙ্কুম কুচকলস সহিতে॥ ২০
তাঁর রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল যাঁর।
আমি লীন হব সেই মাধুর্য্যে তাঁহার॥

সামান্য গোপিকা নাম কহিলা যে রাই ।
বৈদগ্ধী হইতে বস্তু আপনা জানাই ॥
তথা আর কামমদে উদয় ধৃষ্টতা ।
সেই গোপাঙ্গনাগণের দেখিয়া সর্ব্বথা ॥
তাতে আর মৃদু হাসি তাব শোভা হৈতে ।   ৫
মুষয়ে শশির শোভা হেন শোভা যাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে মুখকমলমাধুরী ।
তাহাতে ডুবিব আমি কি আর চাতুরী ॥
এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছিত হইলা ।
সখীগণ আসি তাঁরে চেতন করাইলা ॥   ১০
চেতন পাইতে অতি ঔৎসুক্য হইতে ।
শেষে মধুরিমা কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হৈল চিত্তে ॥
ভূমে পড়ি লুটে ধনি নয়ন মুদিয়া ।
সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া ॥ ৫৩ ॥

তথাহি—   ১৫

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতা-
মক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষালোলামনুরাগিণো র্নয়নয়ো-
রার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে ।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলা-   ২০
মম্লানবংশীস্বনে-

ষাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশো-

মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীম্ ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! আশ্চর্য্য দেখিল সব আমি।
এতাদৃশী দশাতেও তাঁরে ভাবে প্রাণী ॥ ৫
ব্রজকিশোরের মূর্ত্তি দেখিবার তরে।
আমার লোচন দুই মহাকাঙ্ক্ষা করে ॥
অথবা লোচনদ্বয়ে দোষ নাহি দিয়ে।
জগতমোহন রূপ যাতে তাঁর হয়ে ॥
শ্যামভুরু আনম্র কৌটিল্য অতিশয়। ১০
ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরপুঞ্জ অক্ষীণ যাহায় ॥
তাহাতে চঞ্চল দুই নয়ন সুন্দর।
মো বিষয়ে অনুরাগযুক্ত মনোহর ॥
প্রসারিত পাখা-দুই উড়িবার তরে।
পঞ্জরস্থ-খঞ্জরীট যেন সুচঞ্চলে ॥ ১৫
অরুণ অধরামৃত নেত্র-মনোহর।
মৃদু মৃদু কথা তাকে অতি সুকোমল ॥
অম্লান-মুরলী-গান অধরে মধুর।
কামমদ উপারে যে গহিন প্রচুর ॥
কামমদ সদাই বাড়ান তেহোঁ তাতে। ২০
ইহাতে লোচন কৈছে না চাহে দেখিতে ॥

কহিতে কহিতে রাইর চেষ্টা বাঢ়ি গেলা।
তিন শ্লোকে পূর্ব্বে যেই মাধুর্য্য বর্ণিলা ॥
সে মাধুর্য্য না দেখিয়া বৈকুল্য হইলা।
তাহা হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

তথাহি— ৫

তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং
তৎ কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ মন্দস্মিতশ্রীঃ
সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবতেঽপি ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

সখি হে! সে কৈশোর সে মুখকমল।
বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুল্লর্ভ কেবল ॥
এই সত্য সত্য আমি কহিলাম সব।
সে কারুণ্য সে লীলা কটাক্ষ সুদুর্লভ ॥
সে সৌন্দর্য্য সেই সান্দ্রস্মিত-শোভাগণ। ১৫
বৈকুণ্ঠস্থ-দেবগণের দুল্লর্ভদর্শন ॥
যদ্বা সেই কৈশোরাদি-কুঞ্জ-আদি লীলা।
পুন মোয়ে সে দর্শন দুর্লভ হইলা ॥
এইরূপ বিলাপ রাই করিতে করিতে।
বাম উরু কুচ নেত্র স্পন্দে আচম্বিতে ॥ ২০

তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া।
কহিতে লাগিলা ভাগ্যে উপালম্ভ দিয়া॥
হে দেব! শ্রীগোবিন্দের মাধুরী-দর্শনে।
মঙ্গলসূচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে॥
তোমার দুর্লভ সেই কৈশোরাদি-লীলা। ৫
আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সূচিলা॥
কিবা বা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন।
তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিন॥
গোবিন্দ-দর্শন তোরে সদাই দুর্লভ।
আরে হত-দৈব তুমি কিবা কর সব॥ ১০
সর্ব্বত্যাগী যে রমিলা মোর সঙ্গে হরি।
করুণা-কটাক্ষ তোরে সুদুর্লভ বলি॥
তাহা হৈতে সুদুর্ল্লভ সুরতান্ত-শোভা।
তাহা হৈতে সুদুর্ল্লভ সেই স্মিতশোভা॥
কেলি-বিশেষের লাগি মোর নিজ বেশ। ১৫
করিয়া দেখিতে স্মিত দুর্লভ অশেষ॥
তুমি কিবা এ সকল শুভ প্রকাশহ।
দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তাঁর নহ॥
এতেক কহিতে হৈল স্ফূর্ত্তি যে সাক্ষাত।
ভ্রম হৈয়া নষ্টে, পশ্চ শ্লোকে খ্যাত॥ ২০

সেই স্থানে অতিশয় নৈরাশ হইয়া।
পড়িলা পৃথিবী-তলে মহামূর্চ্ছা পায়া ॥
তাহা দেখি সখীগণ কহে ধৈর্য্যধর।
এখনি আসিবে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু বর ॥
কতেক বিপদে তেঁহো রক্ষা না করিলা। ৫
অকস্মাৎ কোনো পথে দেখিবারে আইলা ॥
এই সখীবাক্য শুনি সেই গুণগণ।
গান করি পূর্ব্ব কথা কহেন তখন ॥
বিষজলে রক্ষা কৈলা বাত-বৃষ্টি হৈতে।
দাবানলে রক্ষা কৈলা আর নানা রীতে ॥ ১০
ইহা কহি সর্ব্ব পথ করে নিরীক্ষণে।
গোবিন্দের স্ফূর্ত্তি কথা কহে সখীগণে ॥ ১৫ ॥

তথাহি—

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং
বিশ্বাসস্তবকিতচেতসাং জনানাম্। ১৫
প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তি কন্দলার্দ্রং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারে ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

সখি হে! মুরারির কৈশোর-মাধুরী।
পথে পথে নিরখিব সৌন্দর্য্য-চাতুরী ॥ ২০
প্রকর্ষে জলদশ্যামরূপ মনোহর।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্তিপুঞ্জধর ॥

সে কান্তি কল্লোল যাতে সদাই কোমল ।
তাহা নিরখিব আমি এ সাধ অন্তর ॥
তথা বিশ্ব-উপদ্রব শান্তি করিবারে ।
ব্রজবাসী প্রতি যেহোঁ দীক্ষাব্রত করে ॥
একা মোর উপপ্লব শান্তি নাহি করে । ৫
সর্ব্ব ব্রজবাসিজনে নিশ্চিন্ত যে করে ॥
বিশ্বাসস্তবক যার অন্তরে আছয়ে ।
তাহারি করয়ে রক্ষা এই সুনিশ্চয়ে ॥
তাহারে দেখিব আমি এই কুঞ্জপথে ।
আমার নয়ন মন সুমঙ্গল যাতে ॥ ১০
এইকালে কুঞ্জপথে দেখে যেন হরি ।
স্ফূর্ত্তি হৈল নব নব গোবিন্দ মাধুরী ॥
নিজনেত্র আগে যেন গোবিন্দ মানিয়া ।
পার্শ্বস্থ সখীরে পুছে সে রূপ দেখিয়া ॥
লীলাশুক সেই ভাবে কহে সেই বাণী । ১৫
বাহ্যদশাতেহো লীলাশুকের কাহিনী ॥
মথুরা নিকটে যাইতে স্ফূর্ত্তি সব ঠাঁই ।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের যেন দরশন পাই ॥
সঙ্গী বৈষ্ণবেরে পুছে যৈছে প্রীত করি ।
অন্ত দশাতেহো রাই সখীবেশ ধরি ॥ ৬ ॥ ২০

তথাহি—

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকত-
স্তম্ভাভিরামং বপু-
র্বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং
লীলা-বিলোলে দৃশৌ। ৫

বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজ-
শ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-
র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরা-
বীথীং মিথো গাহতে ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

অহে সখি ! কিশোর শেখর দুই জন।
দুই কুঞ্জ পথে কেবা একই বরণ ॥ ধ্রু ॥
মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলাস গমন।
যার শিরে চন্দ্রক-ভূষণ মনোরম ॥
অঙ্গ মরকতস্তম্ভ হৈতে অভিরাম। ১৫
চিত্রমুখে মন্দ হাস্য-মাধুরী সুঠাম ॥
নয়ন চঞ্চল দুই অতি মনোহর।
কৈশোর বয়সে বাণী পরম শীতল ॥
হস্ত-চালনায় গতি-স্থিতি মনোরম।
মদগজ গতি শ্লাঘা করয়ে সঘন ॥ ২০
মংকে মথন করে এইত কারণে।
সবলি মথুরা শব্দে করয়ে মথনে ॥

মৌলীহ মধুরা, মুখ পরম মধুরা।
এইরূপ প্রতি অঙ্গ মধুরা মধুরা॥
পুন তাতে হৈতে হৈল অতিশয় স্ফূর্ত্তি।
সংশয় প্রলাপ কহে বাণী মহা আর্ত্তি॥ ৫৭॥

তথাহি—

পাদৌ বাদবিনির্জ্জিতাম্বুজবনৌ
পদ্মালয়ালম্বিতৌ
পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ
পর্য্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ
বাহূ দোহদভাজনং মৃগদৃশাং
মাধুর্য্যধারাকিরৌ
বক্তুং বাগ্বিষয়াতিলঙ্ঘিতমহো
বালং কিমেতন্মহঃ॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে!

আগে কি এ সে কিশোর শ্যামে।
মহাকান্তি-পুঞ্জঘটা এই দৃশ্যমানে॥ ধ্রু॥
চরণকমলদ্বয়ে শোভা মনোহর।
বাদে জিনি পদ্মবন শোভা যে সকল॥
লক্ষ্মী অবলম্ব করে তারে তেয়াগিয়া।
বেণু অবলম্ব কৈলা প্রণয়ী লাগিয়া॥

পর্য্যাপ্ত শিলপ শোভা যেই দুই করে।
তাহাতে ধরিয়া আছে বেণু মনোহরে ॥
তথা বাহু দুই হয়ে শোভা-মনোহর।
ক্ষরয়ে মাধুর্য্য ধারা যা'তে নিরন্তর ॥
এই ত কারণে বাহু মৃগদৃশীগণে। ৫
সর্ব্বাভীষ্ট পাত্র হয়ে অতি মনোরমে ॥
তাহাতে মুখাব্জ-শোভা অতি-বিলক্ষণ।
বাক্যের গোচর নহে ঐছে মনোরম ॥
কহিতেই পুন তাহা অতি সুবিশেষ।
সে মুখ-মাধুরী স্ফূর্ত্তি হইল অশেষ ॥ ১০
তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা।
সেই বাক্য লীলাশুক তাহা প্রকাশিলা ॥ ৫৮ ॥

তথাহি—

এতন্নাম বিভূষণং বহুমতং
বেশায় শেষৈরলং ১৫
বক্ত্রং দ্বিত্রবিশেষকান্তিলহরী
বিন্যাসধন্যাধরম্।
শিল্পৈরল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ
শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং
চিত্রং চিত্রমহোবিচিত্রমহহো ২০
চিত্রং বিচিত্রং মহঃ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

সখি হে! এই না আসে গোবিন্দবদন।

নানা-নাগ মণিগণে, বহুমত বিভূষণে,

বেশ লাগি পর্য্যাপ্ত মোহন॥ ধ্রু॥

দুই তিন মণিকাঁতি লহরী বিশেষ ভাতি, ৫

ধন্যাধর-শোভা যাতে হয়।

স্মিতাধর-গণ্ডদ্বয়, শুক্লারুণ-শ্যামময়,

এই মণিকান্তি যে নিন্দয়॥

পুন মাধুর্য্যানুভবে, কহিতে লাগিলা তবে,

সর্ব্ব-অঙ্গে জ্যোতিঃপুঞ্জ স্ফুরে। ১০

কিবা কান্তিপুর এই, চিত্র অবয়বময়ী,

আশ্চর্য্য লাগয়ে মোর পুরে॥

পুন তার সুসৌষ্ঠব, দেখিয়া কহয়ে সব,

অত্যাশ্চর্য্য হেন লয় মনে।

অপূর্ব্ব বিধাতা-শিল্প, শৃঙ্গারভঙ্গীর কল্প, ১৫

ভূষণ-ভঙ্গীর চিত্র সনে॥

তাতে হৈতে অতিশয়, স্ফূর্ত্তি হৈলা তাতে কয়,

এই চিত্র বিচিত্র মাধুরী।

অল্প-বুদ্ধি বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাধি,

হেন চিত্র মাধুর্য্যের ধুরি॥ ২০

এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই,

সৌভাগ্যাতিশয় মনে করি।

কিবা এই সত্য হয়, সবিচারে প্রলপয়,
লীলাশুক কহে শ্লোক পড়ি ॥ ৫৯ ॥

তথাহি—

অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মী-
মন্যাসু দিক্ষ্বপি বিলোচনমেব সাক্ষি। ৫
হা হন্ত হন্ত পথদূরমহো কিমেত-
দাশাকিশোরময়মম্ব জগত্ত্রয়ং মে ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

মোর আগে কোন কেলি-শোভা বিলসয়।
ইহা কহি পার্শ্ব পৃষ্ঠ নিরখি কহয় ॥ ১০
অন্য দিগ গণেহো দেখিয়ে সেই শোভা।
এক দিকে কেনে দেখি সর্ব্বমনোলোভা ॥
এত কহি সংশয় মনেতে উপজিলা।
সপ্রত্যয় রূপে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
বিলোচন-সাক্ষী মোর সর্ব্বত্র দেখিয়ে। ১৫
এই সত্য হয় ইহা অন্যথা না হয়ে ॥
ভাল তারে পরশিয়া করিয়ে নির্দ্ধারে।
কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিবারে ॥
যত যায় তত তত দূরে দেখে তাঁরে।
তা দেখি বিষাদ করি কহে বারে বারে ॥ ২০
হায় হস্তপথ-দূরে হাতে নাহি পাই।
নয়নে দেখিয়ে যৈছে কভু দেখি নাই ॥

কহিয়া বিতর্ক করি কহে বিমর্ষিয়া।
কি আশ্চর্য্য এই হয় মনোমোহনিয়া ॥
আকাশে চাহিয়া কহে শুন অই আই।
কিশোর হইল মোর ত্রিভুবনময়ী ॥
এইরূপে গোবিন্দের লাগ না পাইয়া। ৫
পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥
সখী কহে এখনি মাধুর্য্যগণ তাঁর।
নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহার ॥
ইহা শুনি চেতন পাইলা সুধামুখী।
কুঞ্জলীলা-অন্তে সেবা না পাইয়া দুঃখী ॥ ১০
দুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ-বচন।
মথুরার পথে পড়ি লীলাশুকের মন ॥ ৬০ ॥

তথাহি—

চিকুরং বহুলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নম্। ১৫
অধরং মধুরং বদনং মধুরং
চপলং চরিতং কদা নু বিভোঃ ॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! কবে দুঃখহরণ প্রভুর।
স্নিগ্ধঘনচূড়া হেন বান্ধিব চিকুর ॥ ২০
অলকালি-শোভা ভালি বহল বিরল।
কবে ভৃঙ্গপঙক্তি রঙ্গ করিব সোঁসর ॥

কবে সেই মৃদু যেই বাণী মনোহর।
শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর॥
বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে।
কবে পিব অধর-মধুরামৃতগণে॥
কবে সে বদনবিধু করিব চুম্বনে। ৫
চপল চরিত কবে অনুভবি মনে॥
এইরূপে গাঢ় আর্ত্ত অতিলজ্জ চয়।
বাক্যের সমাপ্তি রাই এ'লাগ না কয়॥
ক্ষণে উঠি বৃন্দাবনে যাইবার কালে।
মুর্চ্ছা পাঞা পড়ে ধনি তবে সেই স্থলে॥ ১০
তাহা দেখি সখীগণ অন্যে অন্যে কহে।
সেই ত প্রলাপস্ফূর্ত্তি লীলাশুকে হয়ে॥ ৬১

তথাহি—

পরিপালয় নঃ কৃপাল এ-
ত্য সকৃজ্জল্পিতমার্ত্তবান্ধবঃ। ১৫
মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে
বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু সঃ॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখাগণ কৃপালয় কেবল মুরারি।
আমা সভাকারে দেখা দিবে কৃপা করি॥ ২০

অনেক জন্ময়ে যেবা তাহারেও দিবে।
তার মধ্যে অল্প যে জন্মিবে তারে দিবে॥
অহে কৃপালয় কৃষ্ণ! সভাকার প্রাণ।
সর্ব্ব-রক্ষা-সমর্থ সদাই মূর্ত্তিমান্॥
মুরলিকা-গানমধ্যে যেই সুধাসিন্ধু। ৫
কবে কর্ণে প্রবেশিবে তার এক বিন্দু॥
কবে মূর্চ্ছাগত সখী পাইবে চেতন।
'কৃপাসিন্ধু' তুমি কহি এই ত কারণ॥
স্বজন-বিপত্তিভয়ে গ্রসয়িষ্ণু হরি।
এ লাগি 'কৃপালু' নাম আছে ক্ষিতি ভরি॥ ১০
নিজ কৃপালুতা নাম পালন করিতে।
অবশ্য রাখিবে সখী এই বিপদেতে॥
ঐছে বাক্য কোন সখা কহে প্রলাপিয়া।
লীলাশুক সেই শ্লোক পঢ়ে আর্ত্ত হৈয়া॥ ৬২

তথাহি— ১৫

কদা নু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং
কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধির্নঃ।
বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যা-
মালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি॥ ৬৩ ২০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! কবে শ্যাম সুন্দরশেখর ।
এই বিপত্যের কালে হৈয়া কৃপাধর । ধ্রু ॥
পিপুল-আয়ত-নেত্র-গোচর-বিষয়ী ।
কবে সে করিবে অতি দয়া উপজায়ি ॥ ৫
কৈশোর-সুগন্ধী যেই সেই সর্ব্বক্ষণ ।
কৃপাতে করিবে কবে ইহা দরশন ॥
তাহা শুনি উঠে রাই নয়ন মুদিয়া ।
সখী প্রতি পুছে অতি উৎকণ্ঠিতা হৈয়া ॥ ৬৪

তথাহি—১০

মধুরমধরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে
শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে ।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে
মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ৬৪

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১৫

সখি হে মরকতমণি-নীলকাঁন্তি ।
কৈশোর শেখরবর, মৃগদৃশা-তাপহর,
কবে নিরখিব সে মুরতি ॥ ধ্রু ॥
বান্ধুলী-সুরঙ্গ জিনি, মধুর অধরা বাণী,
মৃদু নব পল্লব জিনিয়া । ২০

সদাই প্রফুল্ল অতি, যাহাতে মোহয়ে মতি,
কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া ॥
তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগারে অমিয়া রাশি,
তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ।
সদাই অধর তাতে, স্নান করে অবিরতে, ৫
তা দেখি জুড়াবে কবে মন ॥
তাহাতে অমৃত বাণী কর্ণ-মন-রসায়নী,
অতিস্নিগ্ধ সুমাধুরীময়।
তাতে পরিহাসভঙ্গী, তরুণীর প্রাণসঙ্গী,
কবে তা শুনিবে কর্ণদ্বয় ॥ ১০
লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমমাখা যাতে,
অতি সুললিত সদা যেই।
বঙ্কিম চাহনি আর, অপাঙ্গ-ইঙ্গিত তার,
কবে আঁখি দেখিব সদাই ॥
তাহাতে অরুণ-আঁখি, বিপুল আয়ত সাখী, ১৫
তাতে ঘন পক্ষ্মের সুষমা।
যাহা দেখি মাতে নারী কে কহিবে সে মাধুরী,
কবে সে দেখিব মনোরমা ॥
তাতে বেণু-গান-সুধা, যে করে অমৃত মুধা,
ব্রজনারীচিত্ত যেই হরে। ২০

সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হবে,
জুড়াইব শ্রবণ-অন্তরে ॥
এতেক কহিতে রাই, অন্তরে সোয়াথ নাই,
উন্মাদ বাঢ়িল অতিশয়।
উঠিয়া ধাইয়া যায়, সদা করে হায় হায়, ৫
সখীগণ ধরিয়া রাখয় ॥
তারা কহে শুন সখি, উন্মাদ বাঢ়াও এ কি,
ধৈর্য্য অবলম্বন কর তুমি।
শুনি প্রিয়সখী-বোল, ছাড়ি হিয়া উত্তরোল,
ধৈর্য্য হেন কহে কিছু বাণী ॥ ৬৪ ॥ ১০

তথাহি—

মাধুর্য্যাদপি মধুরং
মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদতি চপলং
চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ ॥ ৬৫ ১৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! গোবিন্দের কৈশোর বয়েস।
অনির্ব্বাচ্য মথে মন, মন্মথতা বিলক্ষণ
হরে চিত্ত কি করি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥ ২০

শুনহ কারণ তাঁর, মাধুর্য্যের মাধুর্য্য-সার,
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গ।
চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করয়ে মতি,
তাতে নারি ধৈর্য্য ধরিবার॥
যদি বল মুগ্ধা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, ৫
কার চিত্ত না হরয়ে সে।
তোমা হেন উনমতা, না দেখি না শুনি কোথা,
পরধনে লোভ করে কে॥
তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি,
মনের নাহিক দোষ-লেশ। ১০
চাপল্য কৈশোর-ধর্ম্ম, চাপল্য তাহার কর্ম্ম,
চাপল্যতা করে চিত্তদেশ॥
সখী কহে, ভাল হৈল, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর,
এখনি দেখিহ তাঁরে তুমি।
সখীর প্রবোধ পাঞা, লালসা বাড়ল হিয়া, ১৫
তাতে কহে অতিমিষ্ট বাণী॥ ৬৫॥

তথাহি—

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ। ২০

বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু ॥ ৬৬

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! কৃষ্ণ নবকিশোরশেখর।
সুবিলাস মহানিধি, রসে নিরমিল বিধি, ৫
কবে দেখি জুড়াবে অন্তর ॥ ধ্রু ॥
বক্ষঃস্থল পরিসর, দশন স্বচ্ছতাধর,
তরুণীর হিয়া লোভে যাতে।
সুশীতল সুকোমল, অনঙ্গের তাপহর,
কবে মোরে আলিঙ্গিবে তাতে ॥ ১০
তৈছে নেত্রোৎপলদ্বয়, পরম বিস্তীর্ণ হয়,
অতিদীর্ঘ অতি সুচপল।
কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন,
কবে শোভা দেখিব তরল ॥
তৈছে মৃদুমন্দ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ, ১৫
সদা সুপ্রসন্ন মুখচন্দ্র।
কবে নিরখিয়া আমি, জুড়াইব নয়ন-প্রাণি,
কবে আঁখি ভাঙ্গিবেক অন্ধ ॥
বচনে মৃদুতা হেন, অমৃত উগারে যেন,
অর্দ্ধবাণী শ্রবণে পশিলে। ২০

কুল ছাড়ে কুলবতী, সদা হয় উনমতি,
কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে ॥
বিম্বাধরে সুমধুর, উদ্গারে রসের পূর,
অরুণ বরণে সুধা মাখা।
কবে নিরখিব আমি, বল দেখি সখি তুমি, ৫
সেই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা ॥
মুরলীর রবে যেন, মাধুরী বরিষে হেন,
অমৃত ঝরয়ে দশ দিশা।
শ্রবণে শুনিব কবে, হেন কি সুদিন হবে,
পূর্ণ হবে এই মোর আশা ॥ ১০
কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাড়ি গেল মতি,
সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জনা।
তার ভাগ্য বাখানয়ে, তাতে যেই যেই কহে,
লীলাশুক তা করে বর্ণনা ॥ ৬৬ ॥

তথাহি— ১৫

আর্দ্রাবলোকিতধুরা-পরিণদ্ধনেত্র-
মাবিষ্কৃতস্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠম্।
আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবর্হিবর্হ-
মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৭ ২০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ।
কৃতী যেই কৃতপুণ্য- পুঞ্জগণ মহাধন্য,
সেই দেখে তার মুখচন্দ্র ॥ ধ্রু ॥
সদাই নয়ন যার, করুণ-রস-অবতার, ৫
আর্দ্র অবলোকে অতি ধুরা।
তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত,
তাহা দেখে ভাগ্যবান্ যারা ॥
অধরোষ্ঠ সুমধুর যাতে স্মিত-সুধাপূর,
সদা বিলাসয়ে তাহা সনে। ১০
তাহা যে বা নিরীখয়ে, ভাগ্যবান্ যেই হয়ে,
ধন্য রহু তার দু'নয়নে ॥
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বেড়া পুষ্পগুচ্ছ,
তার যেই শোভা-পরিপাটি।
যেই কৃতপুণ্যগণ নিরীখয়ে অনুক্ষণ, ১৫
ধন্য রহু তার আঁখি দুটি ॥
আমরা দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাব দরশন,
তৈছে ভাগ্য কভু করি নাই।
কহে সখীগণ সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে,
অতিমুক্ত কণ্ঠে ধ্বনি রাই ॥ ২০

অকস্মাৎ এই কালে, কিছু অতি দূরে হেরে,
কৃষ্ণ দেখি বিভ্রম হইল ।
তাহাতে প্রলাপ করি, বলে যাহা সুনাগরী,
লীলাশুক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ ॥

তথাহি— ৫

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু ।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৬৮ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

সখি হে ! দেখিয়ে সম্মুখে আমার ।
কিবা কাম মূর্ত্তিমান্, দেখি এই বিদ্যমান,
দেখি শঙ্কা না হয় কাহার ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি ! এই কাম নহে,
দৃশ্য নহে সেই কামরাজ । ১৫
জগত মারয়ে সেহ, তারে না দেখয়ে কেহ,
এতাদৃশ তার নহে সাজ ॥
মাধুর্য্য মণ্ডলদ্যুতি, কিবা হৈল মূর্ত্তিমতী,
সেহ নহে গতি হীন তার । ২০

কিবা সুমাধুরী দেখি,　　যাতে সেই ধর্ম্ম সাখী,
তাহার যে না হয় আকার ॥
মোর মন বিলোচন,　　সুখী করে অনুক্ষণ,
মনোনেত্রামৃত এই কিবা ।
অবয়ব দেখি পুন,　　সম্ভ্রম হইলা ছুন,　　৫
কহ তবে এই দেখি কিবা ॥
মোর বেণী খোলে যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই,
কিবা কান্ত আইলা প্রোষ্য হৈতে ।
এতেক কহিয়া রাই,　　সম্যক্ নিরখে তাই,
দেখ সখি !　এই না সাক্ষাতে ॥　　১০
আমার পরাণ পতি,　　নবীন কিশোরাকৃতি,
আগে আসি উদয় হইলা ।
তাপিত আমার আঁখি, জুড়াবার তরে দেখি;
আগে আসি মোরে দেখা দিলা ॥
এরূপে রাধিকা আর,　　যত সখীগণ তাঁর,　　১৫
কৃষ্ণসঙ্গে মিলন হইলা ।
তাহা দেখি লীলাশুক,　　অন্তরে পাইলা সুখ,
বাহ্যস্ফূর্ত্তি তবহি জন্মিলা ।
তাহার মাধুরী হৈতে,　　আকর্ষে ইন্দ্রিয়-চিতে
মন্মথ-মন্মথ রূপ-রাশি ।　　২০

সর্ব্বেন্দ্রিয়-আনন্দন, সপ্ত শ্লোকে বর্ণন,
কহে হর্ষামৃত-রসে ভাসি ॥৬৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীরাধিকায়া গোবিন্দ-
বিরহ-প্রলাপস্ফূর্ত্তিবর্ণনং নাম
সপ্তমঃ প্রকাশঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ প্রকাশঃ।

তারুণ্য প্রেম তারল্য বয়সাপি বিভূষিতম্।
সদানৃত্যলুঠদেগৌরচন্দ্ররাজমহং ভজে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন-ভট্ট-রঘুনাথ। ৫
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
জয় শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীজীব গোসাঞি।
জয় ব্রজবাসিবৃন্দ প্রেমানন্দশায়ী॥
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু ভক্তবৃন্দসাথ।
প্রেমের বিগ্রহ মূর্ত্তি অগতির নাথ॥ ১০
ভুবন ভাসিল যার কারুণ্য বন্যায়।
আপামর আদি রাধাকৃষ্ণগুণ গায়॥
আমার প্রভুর প্রভু সে মোর ঠাকুর।
এইত ভরসা মনে হৈয়াছে প্রচুর॥
শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কথন। ১৫
একান্ত হইয়া শুন ছাড়ি আন মন॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাইতে এইত উপায় ।
ইহাতে মজিয়া থাক পাবে সর্ব্বথায় ॥

তথাহি—

বালোঽয়মালোল-বিলোচনেন
বক্ত্রেণ চিত্রীয়িতদিঙ্মুখেন । ৫
বেশেন ঘোষোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন দুগ্ধে নয়নোৎসবং নঃ ॥ ৬৯

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! দেখ শ্যাম-কিশোর-মাধুরী ।
বদন নয়ন আর, বেশ অতি মনোহার, ১০
নেত্রোৎসব পুরে মো সভারি ॥ ধ্রু ॥
নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধিকাদি সখীচয়ে,
এককালে দর্শন লাগিয়া ।
সম্যক্ চঞ্চল আঁখি, সে ভাবে সেই সে সাথি,
সভা সুখী করে নিরখিয়া ॥ ১৫
বদন-মাধুরী অতি, স্মিতকান্তি-ধারা-ততি,
তাহাতে অধরকান্তি ধারা ।
চিত্র কৈল দিশামুখ, অখিল নয়ন সুখ,
মুখ কোটিচন্দ্রকান্তিহরা ॥

ব্রজযোগ্য বেশ অঙ্গ, বর্হা-গুঞ্জা-অলঙ্কৃতি,
তাতে আর মণি ভূষাগণ।
অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়নলোভা,
কহি করে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥

তথাহি— ৫

আন্দোলিতাগ্রভুজমাকুললোলনেত্র-
মার্দ্রস্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বম্।
শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিঞ্ছমৌলি-
শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যুপৈতি ॥ ৭০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

দেখ সখি! আঁখি-রসায়ন।
হাসিতে হাসিতে আগে, আইসে এই অনুরাগে,
যাতে স্নিগ্ধ করে দুনয়ন ॥ ধ্রু ॥
পরশে অঙ্গনা-পাণি, কম্প হৈল অনুমানি,
তাতে নৃত্য গতি মনোরম। ১৫
ভুজাগ্র দোলায়মান, নবকিশলয়ভান,
তাতে নখচন্দ্র ঝলমল ॥
করুণায় আকুল আঁখি, অতি লোভ তাতে সাখি,
পূর্ব্বপ্রায় শোভা দেখিয়ারে।
মুখাব্জ চাঁদের কাঁতি, মৃদুহাসি সুধাভাতি, ২০
দর্শনে প্রফুল্ল মধু ঝরে ॥

কঙ্কণ নূপুর আর, কিঙ্কিণ্যাদি মনোহর,
মণিভূষা-শব্দ মন হরে।
শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণ রসায়ন যেই,
শিখিপিঞ্ছ চূড়ার উপরে॥
এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ যেন, ৫
বেঢ়িয়া বসিলা গোবিন্দাই।
অঙ্গবাস আসন দিয়া, মনে কোপ উপজিয়া,
কহে কথা হাসিয়া সভাই॥
তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে,
তাতে হৈল যে রসমাধুরী। ১০
লীলাশুক কহে তাহা, শুনিতে আনন্দ যাহা,
মধুময় শ্লোক এক উচ্চারি॥ ৭০॥

তথাহি—

পশুপাল-বাল-পরিবদ্বিভূষণঃ
শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ। ১৫
মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা
মদয়ন্ মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে॥ ৭১॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! এই সে কিশোর-কৃষ্ণ-আঁখি।
মুখচন্দ্র মন্দ হাসি, রাধিকাদি গোপী রাশি, ২০
মোর হৃদি ব্যাপ্তো করে সুখী॥ ধ্রু॥

সখি ! কোপ-প্রশ্ন শুনি, তাতে মৃদুস্মিত খানি
তাতে আর্দ্র যেই মুখচন্দ্র।
তাতে যেই প্রেম-উক্তি, তার জ্যোৎস্নাপুঞ্জযুক্তি
সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি-কন্দ ॥
পশুপাল-নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম, ৫
হেন মানে যেন নীলমণি।
নায়ক সৌরতশোভা, যাতে হয় মনোলোভা,
মোর হিয়া ব্যাপ্ত রস-খনি ॥
শীতল লোচন তাতে, সদাই করুণা যাতে,
সেই নেত্র ব্যাপ্ত হৈল হিয়া। ১০
তিন শ্লোকে সামান্য কহি, কৃষ্ণবর্ণে সুখ পাই,
'মোর প্রাণ' এসব কহিয়া ॥
কৃষ্ণ কহে 'ঋণী আমি'. এই আদি সুধাবাণী,
তাতে গোপী ঈর্ষা-পঙ্ক ক্ষালে। *
বিলাস লালসা পুনঃ, নদী উচ্ছলিতে দুন, ১৫
লোভ বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে ॥
বংশীগানামৃতবর্ষে, কৃষ্ণমেঘ অতিহর্ষে,
অতি প্রেমানন্দ হৈল তায়।
"একি একি ঘন' বলি, লীলাশুক কুতূহলী,
পুন এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ১৭ ॥ ২০

তথাহি—

কিমিদমধরবীথীক্৯প্তবংশীনিনাদং

কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাম্।

তদিদমমরবীথীবল্লভং দুর্লভং ন-

স্ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে।

যাতে হৈতে মো সভার, আঁখি বহে প্রেমধার,

কোন প্রেম উপজায় যায়ে ॥ ধ্রু ॥

এত কহি ক্ষণ এক, বিমষিয়া পরতেক, ১০

কহে হয় জানিল জানিল।

মো সভার দেব যেহোঁ, দেখ আগে আইলা তেহোঁ,

এই আমি নির্ণয় কহিল ॥

পুন সশঙ্কিতে কহে, কেবল দৈবত নহে,

দেখ আইলা বল্লভ আমার। ১৫

পুন সপ্রণয় কহে, কেবল বল্লভ নহে,

প্রাণ আইল আমা-সভাকার ॥

যদি বল কি লক্ষণে, জানি তার আগমনে,

শুন তার কহি বিবরণ।

অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী-পরাণদংশী,
তার নাদ যাতে সুধাকণ ॥
দেবতাগণের যে, দুর্লভ আইলা সে,
ত্রিভুবন-কমনীয়রূপ ।
তেঁহো মোর নেত্র-আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে, ৫
তেঞিঁ মোর ভাগ্য অপরূপ ॥
এত কহি দেখে পুন, কৃষ্ণ সুখী হৈয়া তুন,
রাসলীলা আরম্ভ করিলা ।
তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ,
শ্লোক পঢ়ি কহিতে লাগিলা ॥ ৭২ ॥ ১০

তথাহি—

তদিদমমুপনতং তমালনীলং
তরলবিলোচনতারকাভিরামম্ ।
মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ৭৩ ১৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র !
নিকটে আইলা এই, দেখ বিদ্যমান যেই,
রাসলীলা করিয়া আরম্ভ ॥ ধ্রু ॥

শব্দযুক্ত-বেণু যাতে, অখিল-তরুণী মাতে,
অমৃত-মাধুরী সদা গলে।
হেমলতা-গোপীগণ-, মাঝে অতি মনোরম,
দীপ্তিমান্ তমাল সুনীলে ॥
সর্ব্বগোপীযূথবরা- মুখচন্দ্রমনোহরা, ৫
সর্ববমুখ দর্শন কারণে।
তরল লোচনদ্বয়, তারকাভিরাম হয়,
তাতে ফুল্ল অতি মনোরমে ॥
তাহাতে প্রফুল্ল মুখ, চন্দ্রবিম্বোদয় সুখ,
আনন্দ-আনন্দ-ময় যাতে। ১০
এতেক কহিতে পুন, চাপল্যতা দেখে তুন,
রাসমাঝে সুখসিন্ধুরীতে ॥ ৭৩ ॥

তথাহি—

চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম
চাতুর্য্যসীম চতুরাননশিল্পসীম। ১৫
সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুতকেলিসীম
সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! মোর প্রাণ কিশোর-শেখর।
রাসমাঝে নৃত্য গতি, দেখ মহাশীঘ্র অতি, ২০
সীমা যাতে পরম চাপল ॥ ধ্রু ॥

গোপাঙ্গনাগণমুখ, চুম্বনাদ্য মহাসুখ,
স্পর্শ-আদি-সুখ অনুভবে।
নৃত্যগতি-সঙ্গী এই, চাপল্যতা-সীমা যেই,
তাহারা না জানে অনুভবে॥
সেই সে চাতুরী করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী, ৫
তাহা দেখি কহে পুনর্ব্বার॥
চাতুর্য্যের সীমা হরি, একা এত ব্রজনারী,
সদা আকর্ষয়ে বার বার॥
গোবিন্দ-সৌন্দর্য্য দেখি, পুন কহে হৈয়া সুখী,
দেখ সখি! কি রূপ-বন্ধান। ১০
বিধাতার শিল্পসীমা, দেখ এই মনোরমা,
তুল্য দিতে নাহি যার স্থান॥
দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া,
সৌরভ্যের সীমা কৃষ্ণ-অঙ্গ।
কেলিপরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈয়া সুখী, ১৫
অদভুত কেলি-সাগারঙ্গ॥
যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ,
সৌন্দর্য্যাদি দেখি পুন কহে।
ব্রজস্ত্রী-সৌভাগ্যধাম, যাতে প্রেম-পরবীণ,
তিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে॥ ২০

ক্ষণেক বিমর্শি কহে, গোপীভাগ্য কেবল নহে,

ব্রজবাসী-ভাগ্য-সীমাময়।

আপন সৌভাগ্য কয়, দর্শন-আনন্দ-ময়,

পুন এক শ্লোক উচ্চারয়॥ ৭৪॥

তথাহি— ৫

মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং

বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী

বংশীবীথাবিগলদমৃত-

স্রোতসা সেচয়ন্তী।

মদ্বাণীনাং বিহরণপদং ১০

মত্তসৌভাগ্যভাজাং

মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো

নেত্রয়োঃ সংবিধত্তে॥ ৭৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! আশ্চর্য্য মোর পুণ্য-পরিপাক। ১৫

গোবিন্দের মুখচন্দ্র, সকল-আনন্দ-কন্দ,

যাতে হৈল নেত্রের সাক্ষাত॥ ধ্রু॥

স্বভাব-শীতল মুখ, তরুণী নয়নসুখ,

তাতে তার মাধুর্য্য হইতে।

দ্বিগুণ-শীতল শোভা, মোর নেত্র মনোলোভা, ২০

তাদর্শনতাপ নাশে যাতে॥

তাতে বংশীরন্ধ্র দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া,
অমৃত-প্রবাহ কত কত।
ব্রজদেবীবৃন্দ আর, আমার অন্তরসার,
জগত সেঁচয়ে অবিরত॥
তৈছে মোর বাণীগণ, লীলাস্থান মনোরম, ৫
যৈছে তাহা শুন মন দিয়া।
তারে বর্ণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম-উনমত্তা,
আছয়ে সৌভাগ্যভাজা হৈয়া॥
অং রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি,
এক অঙ্গে বহু গোপীগণ। ১০
হিয়ার মাঝার হৈতে, আধক্ষণ অনির্গতে,
কন্ত্যাচিন্ত্যাপ্রবাহোচ্ছলন॥
এইরূপে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা সখী,
আশ্চর্য্য কহয়ে দুই শ্লোক।
কেবল প্রণাম করি, জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র বলি, ১৫
লীলাশুক হইলা অসুখ॥ ৭৫॥

তথাহি—

তেজসেংস্তু নমো ধেনু-
পালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ- ২০
শায়িনে শেষশায়িনে॥৭৬

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! এই কোন কান্তিপুঞ্জবরে।
নমস্কার রহু সদা কহিল তোমারে ॥ ধ্রু ॥
রাধিকার পয়োধর-উৎসঙ্গে শয়ন।
করিবারে নিরন্তরে শীল যার উত্তম ॥ ৫
তার কাছে ক্ষণপাছে ত্যাগ ইচ্ছা হয়।
ঐছে চিত্ত যার নিত্য তারে রহু জয় ॥
কহি আর পুনর্ব্বার দেখে চতুর্দ্দিশা।
কহে অহে আশ্চর্য্য হে সেহ নহে শেষা ॥
বহু নারী-কুচোপরি নিকটেতে রহে। ১০
তারে বহু নতি রহু কহির কি অহে ॥
যদি কহ এক দেহ বহু গোপনারী।
সভা সনে কেন মনে যে রহয়ে বিহারী ॥
শুন কহি ব্রহ্ম মোহি যার হেন লীলা।
এক দেহে গোপচয়ে বৎসচয় হৈলা ॥ ১৫
আর শুন কহি পুন লোকপাল নাম।
যে অনন্ত ব্রহ্ম অণ্ড পালে তার ধাম ॥
বৈকুণ্ঠে ত বিষ্ণু যত সে বৈকুণ্ঠলোক।
সদা পালে সর্ব্বকালে হেন যে স্থশ্লোক ॥
তার বহু গোপী রহু সঙ্গে বহু-দেহে। ২০
সুবিলাস পরিহাস কি কাজ সন্দেহে ॥

কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গে।
গোপীস্তন-সুকুঙ্কুম-চর্চ্চিত সুরঙ্গে ॥
বেণু বায় অঙ্গ-ছায় নাচে মনোহর।
সবিস্ময়ে দেখি কহে পড়ি শ্লোকবর ॥ ৭৬ ॥

তথাহি—   ৫

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলী-
ধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে।
বেণুগীতগতিমূলবেধসে
ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ ॥ ৭৭

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥   ১০

সখি হে! এই কৃষ্ণে নমস্কার মোর।
গোপীবৃন্দ-কুচকুম্ভ-কুঙ্কুমাঙ্গ-চোর ॥ ধ্রু ॥
উরস্তনে রহি ক্ষণে ধন্য যে কুঙ্কুম।
তার নাথ যাঁর গতি তাঁরে নতি ত্তুন ॥
সহজে ত গোপী যত কুঙ্কুমাঙ্গ কাঁতি।   ১৫
অঙ্গ গন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি ॥
তাতে হৈতে কুঙ্কুমেতে ধন্যত্ব আইল।
বিরহান্তে পাই কান্তে প্রফুল্লত্ব হৈল ॥
বেণুগান অনুপাম বিধিস্থষ্টি দূরে।
গানগতি মোহে মতি প্রথম স্থষ্টিরে ॥   ২০

কহিতেই বিমর্শই কৈছে হেন হয়ে ।
পুন কহে আন নহে এই সত্যময়ে ॥
ব্রহ্মরাশি হৈলা হাসি ব্রহ্মা মোহিবারে ।
চতুর্ভুজে ব্রহ্মা পূজে যাঁরে স্তব করে ॥
বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য হয়ে । ৫
তেঞি অতি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে ॥
অতঃপর হর্ষভর পুন ভাবে মনে ।
রাসকেলি-ঘটা মেলি আইসে নিজস্থানে ।
বেণুগান সেই তান দেখিবার তরে ।
পূর্ব্বে যাহা বাঞ্ছা তাহা কাছে আসি পুরে ॥ ১০
দেখ শ্যাম সুখধাম আইসে এই রাতে ।
লীলাশুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে ॥৭৭॥

তথাহি—

মৃদুক্বণন্নূপুরমন্থরেণ
বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন । ১৫
অনুস্মরন্মঞ্জুলবেণুগীত-
মায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলি ॥ ৭৮

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র ।
রাসকেলি প্রকটিয়া, সর্ব্ব-গোপাঙ্গনা লৈয়া, ২০

আইসে এই পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু-বেণুগীত-গান, স্মৃতি করি পুন পুন,

স্ফূর্ত্তি করি করয়ে গায়ন।

নব নব ক্ষণে ক্ষণে, যাতে স্ফূর্ত্তি বিমোহনে,

অপূর্ব্ব দেখ মনোরম ॥ ৫

মৃদু পাদাম্বুজ-তল, পল্লব হৈতে সুকোমল,

হায় তাতে কৈছে চলি আইসে।

মোর নেত্র-পদ্মোপরি, ঐ পাদাম্বুজ ধরি,

আসু মেনে ব্যথা লাগে পাছে ॥

তাহাতে নূপুরবর, মৃদু-শব্দ মনোহর, ১০

মন্থর গমন অনুমানি।

গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্ত মগ্ন হৈলা তাতে,

এ লাগি মন্থরগতি জানি ॥

অতঃপর পূর্ব্বে যত, প্রার্থনা করিলা কত,

কবে কৃষ্ণ দেখিব নয়নে। ১৫

উৎকণ্ঠা-সাফল্য হৈলা, কৃষ্ণ দরশন পাইলা

হর্ষে পুনঃ কহে মনোরমে ॥ ৭৮ ॥

তথাহি—

সোঽয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন

সিঞ্চন্ন্ দক্ষিতমিদং মম কর্ণযুগ্মম্। ২০

আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো-

রানন্দকন্দলিতকেলি কটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥ ৭৯

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

সখি হে ! সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান।

আমার নয়ন-বন্ধু, যা বিনু না অন্যবন্ধু, ৫

তেহোঁ আইলা মোর সন্নিধান ॥ ধ্রু ॥

আনন্দে প্রফুল্ল অতি, সুকেলি-কটাক্ষ-ততি,

তার শোভা যার বিলক্ষণ।

অই শোভা দেখিবারে, মোর দিঠি আশা করে,

যে লাগি তাপিত অনুক্ষণ ॥ ১০

তৈছে বংশী-গানামৃত, অমৃত হইতে পরামৃত,

সিঞ্চে মোর এই কর্ণদ্বয়।

যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি সদা কর্ণ অনুরাগী,

দেখ তার লালসা পূরয় ॥

এত কহি পুন দেখে, পূরবে উৎকণ্ঠা যাকে, ১৫

দরশে বিভ্রম পায় আঁখি।

তাহার সাফল্য হৈল, মনে এই অনুমিল,

তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ মাখি ॥ ৭৯ ॥

তথাহি—

দূরাদ্বিলোকয়তি বারণকেলিগামী ২০

ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন।

আরাদুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-
বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ ॥ ৮০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সহি হে! লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
দূর হৈতে নিজ দিঠি, দেখে মোর অতিমিঠি, ৫
দেখ সখি নয়ন-আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
কটাক্ষ-প্রবাহ রূপ, ধারাপূর্ণ সুধা-কূপ,
রাধা প্রতি ক্ষেপে অনুক্ষণ।
যাহা দেখিবার তরে, উৎকণ্ঠাতে আঁখি ঝরে,
তা দেখিয়া রাখিল জীবন ॥ ১০
মদমত্ত-গজজিতি, মন্থর মন্থর গতি,
নিকটে আসিয়া উপস্থিত ॥
অমৃতপ্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম,
সেহ যেন ত্রিবেণীর রীত ॥
বেণুনাদ নিজ হিয়ে, সহজেই স্মিত তাহে, ১৫
দশন কিরণযুক্ত কিবা।
বেণুধ্বনি সুকল্লোলে, যুক্ত হৈয়া ধারা চলে,
এই বেণু মুখে ধরে কিবা ॥
দন্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ যমুনাপানি,
বিম্বাধরকান্তি সরস্বতী। ২০

এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে স্রোতপারা,
স্নিগ্ধ কৈল মোর নেত্র অতি ॥
কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্র পড়ে অতি সাধে,
পূর্ব্বের প্রার্থনাগণ যত।
সাফল্য হইল জানি, নিজভাগ্য শ্লাঘ্য মানি, ৫
কহে শ্লোক মহামৃত মত ॥ ৮০ ॥

তথাহি—

ত্রিভুবনসরসাভ্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং
দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাদরাভ্যাম্।
অশরণ-শরণাভ্যামদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যা- ১০
ময়ময়মনুকূজদ্বেণুরায়াতি দেবঃ ॥৮১

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! এই না আইসে শ্রীগোবিন্দ।
অদ্ভুত চরণদ্বয়, ত্রিভুবনানন্দময়,
তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ধ্রু ॥ ১৫
কিংবা যাতে সশৃঙ্গার, রসসঙ্কুলিত সার,
সে দুই চরণে আইসে চলি ॥
দিব্য যেই লীলা অতি, গজেন্দ্র নিন্দিয়া গতি
তাতে পূর্ণ যে পদ সুবলি ॥

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দ্বিগুণ চাপল্য তাতে,
কিংবা দৃশে দৃশে নব নব।
উজ্জ্বল চরণদ্বয়, ভূষণ নূপুরাদি হয়,
সে ভূষার আদরানুভব॥
ত্যক্তগৃহা গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, ৫
সেই পদে চলি আইসে পথে।
আহা হেন পদদ্বন্দ্বে, কৈছে চলে এই স্কন্ধে,
হিয়াপদ্ম দেউ চলু তাতে॥
নূপুরের ধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদতাল,
অনুসারে বেণুগান যার। ১০
কিংবা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপাম,
তেঁহো আইসে আগে ত আমার॥
তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শনে আনন্দ সার,
সে আনন্দে মগ্নমন হই।
কহে লীলাশুক-বাণী, কৃষ্ণকর্ণ-রসায়নী, ১৫
শুন সভে চিত্তধম দেই॥ ৮১ ॥

তথাহি—

সোঽয়ং মুনীন্দ্রজনমানসতাপহারা
সোঽয়ং মদব্রজবধূবসনাপহারী।

সোঽয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী
সোঽয়ং মদীয় হৃদয়াম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! সেই কৃষ্ণ দেখ বিদ্যমান।
মুনীন্দ্র আর ভক্তজন, নারদাদ্যের যেই মন, ৫
তাপ হরে করিলে ধিয়ান ॥ ধ্রু ॥
মদযুক্তা গোপনারী, যাঁরে ভর্ৎসে গর্ব্ব করি,
তা সভার গাস যেই হরে।
সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্তে সুখ দেই,
বিদ্যমানে দেখহ তাঁহারে ॥ ১০
স্বর্গেশ্বর-ইন্দ্রগর্ব্ব, গিরি ধরি কৈল খর্ব্ব,
যেই সেই আইলা সাক্ষাৎ।
গোপীহৃদি-পদ্মহারী, আমার চিত্তাব্জহারী,
সেই এই আশ্চর্য্য এ বাত ॥ ১৫
অথপূর্ব্বে যাঁহা যাঁহা, নিজ প্রার্থ্য তাঁহা তাঁহা,
কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে বিধানে।
আর দেখ রাস-মাঝে, ব্রজাঙ্গনা চিত্ত-মাঝে,
যাহা বাঞ্ছে তাহা কৈল দানে ॥
সর্ব্বজ্ঞতা লীলারেশ, সহজে যে পরমেশ, ২০

অননুসন্ধান হৈতে যত।
মুগ্ধতা দর্শন হৈতে, আনন্দ বিস্ময় চিতে,
প্রফুল্ল কহে প্রকাশে কত ॥ ৮২ ॥

তথাহি—

সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ ৫
নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে ॥ ৮৩

অস্যার্থ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! দেখ এই কৃষ্ণ-অঙ্গ-কাঁতি।
মোর আঁখি-মাঝে দেখি প্রবেশয়ে মতি ॥ ধ্রু ॥
আঁখি-পথে যাঞা চিত্তে পরম আনন্দ। ১০
ব্যাপ্ত হয়ে সবিস্ময়ে স্তব্ধ করে অঙ্গ ॥
আশ্চর্য্য না সর্ব্বজনা শ্রেষ্ঠ মহাশয়।
রূপপুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈছে শ্রেষ্ঠ হয় ॥
কহি পুন দেখ শুন কৃষ্ণানন শোভা।
নিজ তৃষা বাঢ়ে আশা হৈয়া মনোলোভা ॥ ১৫
তাতে অতি বিস্ময়তি মন হৈল তাঁর।
শ্লোক পড়ি হর্ষভরি কহে পুনর্ব্বার ॥ ৮৩ ॥

তথাহি—

পূর্ণানমেতৎ পুনরুক্তশোভা-
মুক্তেতরাংশোরুদয়ান্মুখেন্দোঃ। ২০

তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি
কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! এই অনির্ব্বাচ্য কৃষ্ণনাম ।
মোর প্রাণ-রূপধাম দেখি বিদ্যমান ॥ ধ্রু ॥ ৫

মুখচান্দ চন্দ্রছান্দ-উদয় হইতে ।
মোর তৃষা সিন্ধুদৃশা কৈল দ্বিগুণিতে ॥

চন্দ্রোদয় শোভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে ।
পুনর্ব্বার শোভা তাঁর উছলয়ে তাতে ॥

কিংবা নিজ ব্রজনারী অদর্শনে ম্লানী । ১০
ব্যর্থ করি শোভা ভরি পূর্ণ কৈলা পুনি ॥

অতিশিশু মুখরিত তাপ করে নাশ ।
মোর হিয়া সুখ দিয়া হৈলা পরকাশ ॥

পুন নিজ-ভাব ব্রজ-বিশেষ-আশ্রয় ।
হৈতে হৈল তৃষাকুল লালসাতে কয় ॥ ৮৪ ॥ ১৫

তথাহি—

তদেতদাতাম্রবিলোচনশ্রীঃ
সম্ভাবিতাশেষবিনম্রগর্ব্বম্ ।

মুহুর্মুরারের্মধুরাধরৌষ্ঠং
মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

সখি হে! মুরারি-মুখাব্জ মনোহর।
মোর মন পুনপুন চুম্বে নিরন্তর ॥ ৫
নেত্রপথে দিয়া চিতে করে আস্বাদন।
নিজ নিজ ভাববীজ বিশেষ লক্ষণ ॥
সুমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয়।
অম্লারুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময় ॥
কটাক্ষাদি কৃপানিধি সম্পদ যাহাতে। ১০
নেত্রদ্বয় সুখময় প্রকাশ সততে ॥
যত ভক্ত অনুরক্ত আর ব্রজনারী।
সুসৌভাগ্য গর্ব্বযোগ্য বাড়ায় যাহারি ॥
সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্য্যাব্ধিগণ।
তাতে লগ্ন চিত্ত মগ্ন নাহিক চেতন ॥ ১৫
প্রেমানন্দ অনুবন্ধ সকল পাশরি।
কৃষ্ণদর্শে রাই পার্শ্বে আত্ম-স্ফূর্ত্তি স্মরি ॥
রাধা প্রতি কহে অতি আনন্দ আচরি।
কৃষ্ণ-অঙ্গ তুল্যবন্ধ উপমা না হেরি ॥ ৮৫ ॥

তথাহি—

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ।
দৃশৌ দলিতদুর্ম্মদত্রিভুবনোপমানাশ্রয়ৌ
বিলোকয়বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবম্‌ ॥৮৬॥ ৫

অন্বয়ার্থঃ যথা—রাগঃ।

দেখ সখি! আশ্চর্য্য গোবিন্দ।
কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্জ নেত্রামৃত বন্ধ ॥ ধ্রু ॥
কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাতি।
নীলমণিকান্তি জিনি অঙ্গশোভা অতি ॥ ১০
শরতের পদ্মবর ক্রম-সুবিলাস।
শিক্ষাগুরু হস্ত ধর্ম্ম সর্ব্ব মনোল্লাস ॥
কল্পশাখী মনমাখি প্রথম-পল্লব।
পদদ্বয়ে তা লঙ্ঘয়ে কিবা অনুভব ॥
ত্রিভুবনে উপমানে শোভাগ্রে দুর্ম্মদ। ১৫
দু'নয়নে তাঁরে জিনে কি শোভা সম্পদ ॥
পুনর্ব্বার বাহ্য আর অন্তর্দ্দশা বাস।
কাম লোভ উৎপাদক কৃষ্ণশোভারাশি ॥
দরশন সুখ ঘন মগন মানসে।
সে আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥৮৬॥ ২০

তথাহি—

আচিন্বানমহন্তহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমা-
নারুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রস্মিতার্দ্রশ্রিয়া।
আতন্বানমনন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যামনর্ঘ্যাং দশা-
মানন্দং ব্রজসুন্দরীস্তনতটীসাম্রাজ্য মুজ্জ্‌ম্ভতে॥৮৭॥ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

সখি হে! সম্যক্ প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র।
ক্ষণে ক্ষণে নবীনতা, প্রায় সেই মোহনতা
প্রকাশয়ে পরম আনন্দ॥ ধ্রু॥
যত ব্রজনারীগণ, স্তনতটী মনোরম, ১০
তাহার সুখদ স্থান যে।
কিংবা কুচতটগণ, কৃষ্ণের সুখদ স্থান,
তাহাতে সুলভ হয়ে সে॥
এইত কারণে কহি, কেন অনুপম এহি,
কোটী কাম মোহয়ে যাহাতে। ১৫
প্রকট করয়ে তাহা, দেখ সখি আহা আহা,
কিবা সুখ নাহি ভায় চিতে॥
অনন্ত মাধুর্য্য দেখি, সবে মোর দুটি আঁখি,
তাতে কিবা দেখিব গোবিন্দ।

কোটি নেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ-অঙ্গ দেখি তবে,
দুই নেত্র দিল বিধি মন্দ ॥
বাহ্যদশা-স্থিত মনে, আপন পুরুষ মানে,
তাহাতে কহয়ে আর বার।
পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত-মাধূর্য্যচয়ে, ৫
সামান্য-স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার ॥
সামান্য-নারীও হৈলে, এ মাধুর্য্য নাহি মিলে,
এরূপ বিচার করি মনে।
কহয়ে সদৈন্য করি, বিনা যত ব্রজনারী,
না দেখয়ে অন্য এ নয়নে ॥ ১০
ব্রজনারী আঁখিগণ, শ্লাঘা পায়ে অনুক্ষণ,
দর্শন করয়ে যে মাধুরী।
কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাস-সৌষ্ঠব যেই,
দেখিয়া কহয়ে বলিহারী ॥
প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, প্রত্যেক নিমিষগণে, ১৫
মূর্ত্তিমন্ত বিহারের ক্রম।
পরিপাটি মনোহর, জগতের তাপহর,
নিরন্তর করয়ে সৃজন ॥
তবে যদি বল হেন, তবে কেন অন্য জন,
লাভ করে কৃষ্ণ দেখিবারে। ২০

সে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহু,　　　মাধুর্য্য মাহাত্ম্য বহু,
　　তবে শুন কহিয়ে তোমারে ॥
উপালম্ভ-মতে কহে,　　　ঐছে তার স্মিত নহে,
　　পরম কোমল শোভাময় ।
অরুন্ধতী আদি সতী,　　　হৃদয়ে অরুন্ধে অতি,　　৫
　　চিত্ত রাখে আপন আলয় ॥
সুন্দর পুরুষ দেখি,　　　পুরুষের হরে আঁখি,
　　আর তায় তৈছে শ্লাঘা নাঞি ।
ইহারাও তেঁই মতি,　　　অন্যজন সুখ অতি,
　　কেনে লবে থাক থাক অয়ি ॥　　১০
কহিতেই নিজান্তরে,　　　লালসা আসিয়া ধরে
　　অতিশয় হর্ষ মানি মনে ।
কহে মহাভাগবত,　　　লীলাশুক অভিমত,
　　সাক্ষাৎ গোবিন্দ দরশনে ॥ ৮৭ ॥

তথাহি—　　১৫

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্ ।
প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগত্ত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্ ॥৮৮ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে ! এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র।

জয়যুক্ত রহু সদা, সর্ব্বোৎকর্ষাপ্রেম-প্রদা,

রাস মাঝে কিশোর নটেন্দ্র ॥ ধ্রু ॥

কেবল না অরুন্ধতি, সতী-মন হরে নিতি, ৫

জগত্রয়মনোহারিবেশ।

প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোরের পূর্ণ দম্ভ,

তাহাতে মোহিলা সর্ব্বদেশ ॥

কৈশোর-বয়স-যার, প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার,

এক অঙ্গে শোভাপুঞ্জ হেরি। ১০

জগতের নারী যত, কে রাখিবে ধৈর্য্য কত,

শ্রুতি মাত্র হইলা বাউরী ॥

তাতে কাম-মদগণ, ঝাপিয়াছে দুনয়ন,

তাহাতে চঞ্চল যার গতি।

কোটি কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহোঁ ধরে, ১৫

সেহো হরে অমৃতের মতি ॥

প্রতিক্ষণে মতিলোভা, হেন সে মাধুর্য্য শোভা,

যার প্রতি তনুতে বিরাজ।

সুভগবংশিমীমুখ, চুম্বি যেহোঁ পায় সুখ,

প্রণয়ে পিবয়ে রসরাজ ॥ ২০

কহিতে কহিতে তাঁর, প্রত্যঙ্গ-মাধুরী সার,
স্ফূর্ত্তি হৈলা আসি নিজমনে ॥
আশ্চর্য্য কহয়ে বাণী, কৃষ্ণবর্ণ-রসায়নী,
লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৮৮ ॥

তথাহি— ৫

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্ ।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্ ॥ ৮৯

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

সখি হে ! এই না কৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ।
পূর্ব্বে যা প্রার্থনা কৈল, এই তা সাক্ষাৎ পাইল,
কি অদ্ভুত পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
এই না কৃষ্ণমুখ পদ্ম, সকল আনন্দ-সদ্ম,
অদ্ভুততর ইহোঁ যার । ১৫
পূর্ণবাঞ্ছা যত মোর, পূর্ণ কৈলা ভাগ্য জোর,
দেখিলাম মুখপদ্ম-সার ॥
তাহাঁ হইতে হইল আর, অদ্ভুততম যার,
আঁখি-পদ্ম মনোহর শোভা ।

পূর্ব্বে প্রার্থিল আমি, হেন বুঝি মন জানি,
দরশন দিলা চিত্তলোভা ॥
তাহা হৈতে অতিশয়, অদ্ভুত তমময়,
এই না গোবিন্দ-অঙ্গ আগে।
যেই কান্তি সুমাধুরী, বেশবৈদগধি ভরি, ৫
প্রার্থনা করিনু অনুরাগে ॥
পুন দেখে কণো দূরে, রহি কৃষ্ণ কেলি করে,
গোপবধূ চুম্বে আলিঙ্গনে।
ক্ষণেক বিস্ময় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া,
এ অতি আশ্চর্য্য নহে মনে ॥ ৮৯ ॥ ১০

তথাহি—

অখিলভুবনৈকভূষণ-
মধিভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভম্।
ব্রজযুবতিহারবল্লী-
মরকতনায়কমহামণিং বন্দে ॥ ৯০ ॥ ১৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! বিচারে নাহিক প্রয়োজন।
এই কৃষ্ণরূপরাশি, যাতে নিন্দে কোটি শশী,
বন্দি মাত্র না যায় বর্ণন ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা-হার- লতা মাঝে মনোহার,
মরকত-মণি সুনায়ক।
কেবলমাত্র ইহা নহে, আর দেখ দেখ অয়ে,
সাক্ষাতে আছয়ে পরতেক॥

চতুর্দ্দশ-ভুবন-শ্রেষ্ঠ, সকলের মহা-ইষ্ট, ৫
নীলমণি-ভূষণ-আকার।
বসিয়াছে গোপী-উরে, অসংখ্য অসংখ্য স্ফুরে,
অতএব করি নমস্কার॥

জলধিদুহিতা যত, লক্ষ্মীগণ আছে কত,
বিষ্ণুরূপের পাদ সংবাহয়ে। ১০
নিজপাদ-স্পর্শে তার, কুচকুম্ভ মনোহার,
যেই তাঁহা সদাই রময়ে॥

অখিল বৈকুণ্ঠগণে, প্রকাশাতি মনোরমে,
বিষ্ণুরূপে যে করে বসতি।
তাহার প্রেয়সী যত, লক্ষ্মীগণ অবিরত, ১৫
তাঁর কণ্ঠে মণিরূপে স্থিতি॥

কিংবা লক্ষ্মীগণ যত, যে আশ্চর্য্যে অবিরত,
বেণুগান করি মনোরম।
তার কুচকুম্ভে সদা, তাপ দেন অবিরতা,
তাঁরে মুঞি করউ বন্দন॥ ২০

অতঃপর রাই কে'বা, সর্ব্বগোপাঙ্গনা কে'বা
করে কৃষ্ণলীলার বিষয়।

সে সব শোভা দেখিয়া, লীলাশুক সুখী হঞা,
হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৯০ ॥

তথাহি—

কান্তাকুচগ্রহণবিগ্রহলব্ধলক্ষ্মী-
খণ্ডাঙ্গরাগনবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ।
গণ্ডস্থলীমুকুরমণ্ডলখেলমান-
ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র।
কোন সুমাধুরী-ফুলে, মাল্য গাঁথে মনোহর,
দরশনে কি নহে আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

চুম্বনালিঙ্গনাধর- পান লাগি সুচঞ্চল,
কান্তাকুচ করিতে গ্রহণ।

করে কর বারে রাই, কুট্টমিত ভাব পাই,
তাতে দুহোঁ যুদ্ধ সুমোহন ॥

কিংবা রাই জিনিবারে, বাণী কহে মনোহর,
বাক্যমালা গাঁথে মনোহর।

কহিতে দেখে আর, অঙ্গরাগ লাগে তাঁর,
অঙ্গে নিজ অঙ্গরাগ-ভর ॥
এইরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত ঠেলাঠেলি,
তাতে কান্তা-উরোজ-কুঙ্কুম ॥
সিন্দূর চন্দন যত, খণ্ড খণ্ড নব মত, ৫
শ্যাম-অঙ্গে লাগে মনোরম ॥
গোবিন্দের অঙ্গরাগ, কুঙ্কুম-চন্দন-দাগ,
লাগে সব অঙ্গে রাধিকার।
এ অঙ্গে ও অঙ্গরাগ, দুহোঁ ছিন্ন ভিন্ন ভাব,
এ শোভার না পাইয়ে পার ॥ ১০
রতিযুদ্ধ-শ্রমজল- ভরে দুহুঁ কলেবর,
ঘর্ম্মাঙ্কুর গণ্ডে খেলমান।
দুহুঁ গণ্ড সুদর্পণ তাতে ঘর্ম্মবিন্দুগণ,
মাধুরী গ্রহণ মনোরম ॥
এইরূপের অন্ত নহে, বিশেষ মাধুর্য্য তাহে, ১৫
দেখিয়া আশ্চর্য্য করি কহে।
কর্ণামৃতকথা এই, অমৃত হইতে সুধা যেই,
শুনি কৃষ্ণকর্ণ সুখী যাহে ॥ ৯১ ॥

তথাহি—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ৯২ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ৫

সখি হে ! কৃষ্ণ-অঙ্গ অতি মনোহর ।
মধুর হৈতে সুমধুর, বহে চন্দ্র জ্যোৎস্নাপূর,
ত্রিভুবন তাহাতে উজোর ॥ধ্রু॥
কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুন হাসে মন্দ,
মাথা ঢুলাইয়া কহে বাণী । ১০
মুখ অতি সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে সুমধুর মানি ॥
কহিতেই দেখে স্মিত, সশীৎকার কহে শিত,
তর্জ্জনী চালাইয়া অতিশয় ।
মৃদুস্মিত সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, ১৫
তাহা হৈতে মধুরাতিশয় ॥
তাহা হৈতে সুমধুর- তম অতি রসপূর,
স্মিত কথা কহনে না হয় ।
মুখাব্জ বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ,
কৃষ্ণমুখ-সুমাধুর্য্যময় ॥ ২০

কহিতেই কৃষ্ণবেশ, দেখায় মোহনবেশ,
তাহা দেখি কহে পুনর্ব্বার।
কৃষ্ণকর্ণামৃতগাথা, শুন ছাড় অন্য কথা,
যাতে সর্ব্ব-মাধুর্য্যের সার ॥ ৯২ ॥

তথাহি—

শৃঙ্গার-রসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণম্।
অঙ্গীকৃতনবাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

সখি হে! এই যে শৃঙ্গাররসরাজ।
যত আছে রসগণ, তাহার সর্ব্বস্বধন, ১০
আশ্রয় লইনু মুঞি আজ ॥ ধ্রু ॥
কেবল যে সেহো নহে, আর শুন শুন অয়ে,
অখিল ভুবনে জীব যত।
তাহার আশ্রয় যে, এতাদৃশ হৈয়া সে,
অঙ্গীকার নিরাকার মত ॥ ১৫
নবাকার শব্দে কহে, নতুন আকার-ময়ে,
সর্ব্বক্ষণে স্বীকার যাহার।
কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ভূপ,
মূর্ত্তিমান্ তুল্য নহে যার ॥

শিখিপিঞ্ছ-বিভূষণ, গোপবেশ সুমোহন,
ব্রহ্মার মোহন কৈলা যে ।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মা রুদ্রগণসাথ,
ইন্দ্র আদি গণাশ্রয় সে ॥
এতেক বৈভব যাঁর, নিকটাগমন তাঁর, ৫
দেখি লীলাশুকের আনন্দ ।
উন্মত্ত হইয়া বোলে, আনন্দসাগরে ডোলে
অত্যাশ্চর্য্য করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥৯৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে পুনঃ শ্রীরাসস্ফূর্ত্তৌ
রাসলীলাবর্ণনং নাম অষ্টমঃ প্রকাশঃ ॥ ৮ ॥ ১০

———

নবমঃ প্রকাশঃ।

রসামৃতাব্ধৌ গৌরাঙ্গে নমঃ কারণকারণে।
নমশ্চৈতন্যকৃষ্ণাখ্যে নমঃ প্রেমপ্রদায়কে ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। ৫
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ভকত-সমাজ ॥
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভুপ্রেম মূর্ত্তিমন্ত।
যাঁর নামে জীয়ে ভব তরয়ে দুরন্ত ॥
মুঞি পাপী কিবা জানো এই কৃষ্ণকথা।
তাঁর করুণায়ে মোরে বোলায়ে যে কথা ॥ ১০
আমার প্রভুর প্রভু আচার্য্য ঠাকুর।
ঐছে সে ভরসা মনে হইয়াছে প্রচুর ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে পড়ি করেঁা নতি।
না লইবে মোর দোষ মোর নাহি গতি ॥
তোমরা করুণা কর তবে আমি জীয়ে। ১৫
কিবা জানি কৃষ্ণকথা কিবা বা লিখিয়ে ॥
শুন শুন ভাগবত! কৃষ্ণকর্ণামৃত।
শুনিলে জানিবে ভাব নিজ-অভিমত ॥
রাখিবে যতনে গ্রন্থ প্রাণতুল্য করি।
অমূল্য রতন যেন রাখিয়ে জহুরি ॥ ২০

তথাহি—

নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়
চিত্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রম্।
স ত্বং চিরান্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং
স্বামিন্ কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে ॥ ৯৪ ॥ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

হে স্বামিন্! কৈছে-ভাতি করুণা তোমার।
ব্রজবধূ-নেত্রোৎপলে, দৃশ্য তুমি নিরন্তরে,
মোর নেত্র-আগে দেখা তার ॥ ধ্রু ॥
এত কহি চিন্তে মনে, পূর্ব্বে যৈছে বিস্ফুরণে, ১০
তৈছে স্ফূর্ত্তি দেখি কিবা আমি।
পুন কহে সেহো নহে, বহুকাল ব্যাপি রহে,
তেঁই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি ॥
মনে ইহা উট্টঙ্কিয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা,
অহে কৃষ্ণ যদি বল হেন। ১৫
অন্য-নেত্র-দৃশ্য নহি, তুমি গোপীভাবময়ী,
তেঁই তোরে দেখা দিল হেন ॥
তবে শুন তার কথা, প্রকৃত পুরুষ এথা,
মোর দেহ এই বিদ্যমান।
পুরুষের দুর্ঘটন, এই রূপদরশন, ২০
এই লাগি হয়ে স্ফূর্ত্তি-ভান ॥

তবে যদি বল হেন, পুরুষ নহে বা কেন,
তাহাতেই ক্ষতি হৈল কি।
গোপীভাবে যেই ভজে, তাঁরি দৃশ্য আমি ব্রজে,
তবে শুন তত্ত্বত্তর দি॥
বক্র করি শির চালি, কহে গুণাধিক বলি, ৫
শুন শুন ওহে ব্রজপ্রাণ।
বেণুনাদ-মত্তা যত, ত্রিজগতে নারী কত,
তথা কত মুনিকন্যাগণ॥
সহস্র সহস্র কত, ধায়ে যেন উনমত,
তোমা দেখিবার আশা করি। ১০
সাক্ষাতে তোমার দেখা, থাকুক তা পাবে কোথা,
চিত্তেহো অদ্যাপি নাহি হেরি॥
যদ্বা উপনিষদাদি, সহস্র সে ভাবে সাধি,
অদ্যাপি না দেখে এইরূপ।
তবে যদি বল সেই, অমূর্ত্তি সকল যেই, ১৫
কেমনে দেখিবে সেই রূপ॥
তবে শুন তে কারণ, যত গোপাঙ্গনাগণ,
নয়নের দৃশ্য তুমি সদা।
তবে মোর সাক্ষাৎ হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা,
কহ মোরে সে নির্ণয়কথা॥ ২০

এই মতে পুনর্ব্বার, দেখে শোভা মনোহার
গোবিন্দের শ্রীমুখকিরণ ।
সৌষ্ঠব বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে,
সংশয়ে পুছয়ে সেই ক্ষণ ॥ ৯৪ ॥

তথাহি— ৫

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে
ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি ॥ ৯৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

হে কেশব ! স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিতকেশচূড় ।
এ তোমার মুখেন্দুকাঁতি, কি এই মোহন ভাতি
কিবা এই বেশ সুমধুর ॥ ধ্রু ॥

যদি বল পূর্ব্বে তুমি, বর্ণন করিলা জানি,
সেই মুখ-ইন্দু সেই বেশ । ১৫
তবে শুন তাহা কহি, এই কান্তি বেশ যেই,
অনির্ব্বাচ্য বাণীবর্ণালেশ ॥
যদি কহ বর্ণিতে নার, মনোনেত্রাস্বাদ কর,
তাতে শক্তি নাহি তাহা শুন ।
মোর নেত্রাস্বাদ নহে, গোপী সদা আস্বাদয়ে, ২০
মুখকান্তি বেশ সুখে দুন ॥

আপনি আস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়,
বর্ণনা আস্বাদনে যেই আশা।
তাহাতে নাহিক কায, তোমাকে অযুত সাজ,
রহু পুন পুন নতি ভাষা॥
কিংবা তোহে নমস্করি, মোরে বহু কৃপা করি, ৫
যদি আসি দিলে দরশন।
তবে মোর নেত্র-মনে, আস্বাদ করাও মেনে,
পুন পুন করোঁ নতিগণ॥
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকর্ণামৃতবন্ধ,
লীলাশুকের যতেক বর্ণন। ১০
অদর্শন-দুঃখ জন্য, দর্শন-আনন্দ-জন্য,
উনমাদপ্রলাপ-বচন॥
তাহা পুন শুনিবারে, কৃষ্ণ মনে সাধ করে,
অতিশয় আনন্দিত হৈয়া।
লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমস্করি মৌন ধরে, ১৫
কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া॥
শুনিবারে সে বর্ণন, স্বমুখাদি বিলক্ষণ,
তার লাগি তার সনে শ্যাম।
ঈশ্বরান্তর-ভজন, কহে কর স্বপ্রার্থন,
ভাব-নিষ্ঠা করে উদ্‌ঘাটন॥ ২০

এইরূপ বিবাদে হরি, স্থাপে নিজ বাক্যাবলি,
কৃষ্ণসনে, সেই লীলাশুক।
কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই,
শুন সবে পাবে প্রেমসুখ॥
(কহে বাক্য মনে মনে, হর্ষভাব নাহি জানে, ৫
অন্তরে পায়েন বড় সুখ॥)
সপ্তদশ শ্লোকে কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
শুন সভে এক-মন করি।
একান্ত-লক্ষণ যাতে, নিষ্ঠা হয় শুদ্ধমতে,
হেন বাণী অতি সুমাধুরী॥ ১০
প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক ! বলি,
চন্দ্র পদ্ম আদি করি যত।
মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত,
এবে কেনে না বর্ণ সে মত॥
ইহা শুনি লীলাশুক, অন্তরে পাইল সুখ, ১৫
কৃষ্ণপদ-নখ নিরীখয়ে।
সে শোভাতে মগ্ন মন, গ্রন্থারম্ভে যে বর্ণন,
সেইরূপ শ্লোক যে পঢ়য়ে॥ ৯৫॥
তথাহি—
বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশী ২০
দশধা দেব পদং প্রপন্নতে।

অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেত্তয়াং।
তব কারুণ্যবিজৃম্ভিতং কিয়ৎ ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

অহে দেব ! এই তোমার মুখচন্দ্ররাজ।
অখণ্ড নির্ম্মলোজ্জ্বল, উদয়ে চন্দ্র সবিকল, ৫
তব মুখের দেখি জয় কাজ ॥ ধ্রু ॥
দশখান করি অঙ্গ, সেবে পদনখচন্দ্র,
প্রসন্ন হইয়া দশরূপে।
অদ্যাপিহ তব পদ, সেবা করে অবিরত
দেখ এই করুণার ভূপে ॥ ১০
কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, শশিতুল্য করি এবে,
পদনখ কর হে বর্ণন।
তাতে কহে নহি নহি, শুন আমি যাহা কহি,
নখতুল্য নহে চন্দ্রগণ ॥
তোমার করুণা হৈতে, বহু শোভা হইল তাতে, ১৫
সে শোভাতে এ চন্দ্রের শোভা।
নখেন্দু নির্দ্দোষময়, এই চন্দ্রে দোষোদয়,
তেঞি তাঁর সম নহে শোভা ॥
তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন,
অতিশয় সমুদ্র আকার। ২০

তাপ কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল,
এ করুণা অতি অদ্ভুতর ॥
এ লাগি গগন শশী, সাম্যে ত অযোগ্য বাসি,
এই আমি কহিল নিয়ম ।
এইরূপে কৃষ্ণসনে, কহে বাদ বাণীগণে, ৫
হৈয়া অতি হরষিত মন ॥

কৃষ্ণ কহে শুন অহে, বর্ণিয়াছ তুমি যাহে,
দঢ় করি কহ এই বাণী ।
বহুগুণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়,
মৃগাঙ্কে কি চন্দ্র দোষ গণি ॥ ১০
চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন,
তাহাতে বা কিবা দোষ হয় ।
এত শুনি কৃষ্ণসনে, বিবাদ করিয়া ভণে,
ভঙ্গী করি নানা কথা কয় ॥ ৯৬ ॥

তথাহি — ১৫

তৎ ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং
বাচামরাচি নন্‌ পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ ।
তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-
বেণু ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥ ৯৭ ॥ ২০

অন্যার্থঃ যথা— রাগঃ ॥

অহে কৃষ্ণ! সব নিন্দে তব মুখচন্দ্র।
উপমা দিবারে নাই, পদ্মতুল্য কিবা তাই,
ইন্দুতুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ধ্রু ॥

প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে ৫
সে কথা কহিতে নাহি ঠাঞি।
সর্ব্বক্ষয় হয় সেই, কান্তিলেশ তাতে নাই,
এই লাগি তুল্যে নাহি গাই ॥

চন্দ্রের চরণ ঘাতে, পদ্ম যায় অধঃপাতে,
সে পদ্ম কেমন মুখতুল্য। ১০
এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী,
তব মুখ-উপমা অতুল্য ॥

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, না হুক্ শুনহ অহে,
বর্ণিতে বাসনা যদি হয়।
তবে অন্যোপমা দিয়া, বর্ণ মুখ মন দিয়া, ১৫
শুনি ক্ষণে বিমর্ষিয়া কয় ॥

তব ব্রজবিলাসী যে, স্বরূপ অদ্ভুত সে,
হয় হয় জানিল জানিল।
অপর স্বরূপগণ, কত আছে সুবদন,
তার তুল্য বোল না বুঝিল ॥ ২০

শুনহ গোস্বামি ! কহি, তব মুখতুল্য নাহি,
বৈকুণ্ঠের নাথগণ নয় ।
আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি সুবিচারি,
তব মুখতুল্য কে আছয় ॥
কৃষ্ণ কহে অহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি, ৫
সে মুখে এ মুখে এক যোর ।
তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি,
কি হেতু তাহারে কহ ওর ॥

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেতু না হয় উন,
কহিয়া হৃদয়ে বিভাবয় । ১০
এ কর মার্জ্জনা সহে, ধীরে ধীরে করি কহে,
তব মুখতুল্য কেহ নয় ॥

এ তোমার মুখ অতি, মনোহর সুমহতি,
ভুবনের কমনীয় ঠাম ।
যাতে বেণু বিলাসয়ে, সদা সুধা বরিখয়ে, ১৫
এই লাগি তুল্য নহে আন ॥
কৃষ্ণ কহে যদি হেন, তবে কবিগণ কেন,
চন্দ্র-পদ্ম-তুল্য বলে মুখ ।
তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা ভাল,
শুনি হাসি কহে দুই শ্লোক ॥ ৯৭ ॥ ২০

তথাহি—

শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্ব্বং
পূর্ব্বৈরপূর্ব্বকবিভির্ন কটাক্ষিতং যৎ।
নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো-
র্নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮ ॥ ৫

অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈ-
র্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি
জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥ ৯৯ ॥

অনয়োরর্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

শুন অহে! বিদগ্ধশেখর।
শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাবধানে শুন অহে,
পূর্ব্বে যত বর্ণে কবিবর ॥ ধ্রু ॥
কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তাতে চিত্ত ধরে
চন্দ্র-পদ্ম-তুল্য তোমা মুখ। ১৫
যেই সব বর্ণিয়াছে, সেই কথা কেবা বাছে,
শুন কহি কারণ অনেক ॥
এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখনির্ম্মঞ্ছন,
করি দূরদেশে ফেলাইতে।
প্রদীপের তুল্য বলি, এ মোর রচনাভালি, ২০
দীপতুল্য কহি এহি মতে ॥

এ তোমার মন্দস্মিতে, সর্ব্বোপমাবলি জিতে,
জয়যুক্ত সদাই বিরাজে।
অখণ্ড-নির্ব্বাণরস প্রবাহ আনন্দ যশ,
দেখ এই অপরূপ সাজে॥
বহুরস অনুরা।গ, স্থকার করিতে ধনী, ৫
যে স্মিত বিখণ্ড করি বলি।
এইত স্বভাব যার, হেন স্মিত কেবা আর,
উপমা দিবারে শক্তি ধরি॥
সুধাসিন্ধু বমে যেই, হেন স্মিত যাতে হই,
শৈত্য সুমাধুর্য্য রসানন্দ। ১০
তাহার পরম কাষ্ঠা, সর্ব্বমনোনেত্র ইষ্টা,
সম কেহ না হয় নির্ব্বন্ধ॥
কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত,
লোক মাঝে সদা নিবসয়।
কেনে তাহা সভা ছাড়ি, মো'সহে বিবাদ করি, ১৫
মোরে স্তব কর অতিশয়॥
ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে,
কৃষ্ণ প্রতি সবিনয়ে বাণী।
কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
শুন সভেঁ সর্ব্ব-রসখানি॥ ৯৮।৯৯॥

তথাহি—

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে
সারস্যধৌরেয়কাঃ
কামং বা কমনীয়তাপরিমল-
স্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ। ৫
নৈবৈবং বিবদামহে ন চ বয়ং
দেব প্রিয়ং ব্রূমহে
যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতি-
স্ত্বয্যেব পারং গতা ॥ ১০০

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ১০

অহে দেব! শুন আমি কহি সত্য বাণী।
তব সঙ্গে সত্য আমি, না কহি বিবাদ বাণী
স্তুতি করি না কহিয়ে আমি ॥ ধ্রু ॥

রসিকশেখরগণ, লোকে কেনে কহে যেন,
সহস্র সহস্র ঈশগণ। ১৫
তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য্য-স্বারাজ্য-ততি
আন নহে কেহ তব সম ॥

সত্য বলি শুন, হরি, রমণীয় সুমাধুরী,
তুমি তার সকলের পার। ২০

সর্ব্বাশ্রয় তুমি মেনে, সর্ব্বাবধি রসগণে,
সহজেই বিবাদ কি আর ॥
পূর্ব্বে আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত,
ইদানী সফল হৈল তা।
আমার কবিত্বগণ, সাফল্য হইল জনম ৫
এত কহি শোকে কহে কথা ॥ ১০০ ॥

তথাহি—

গলদ্ব্রীড়া লোলা মদনবিনতা গোপবনিতা
মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা।
সমুজ্জৃম্ভাগুম্ফামধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং ১০
ত্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলম্ ॥ ১০১

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

শুন নাথ! এই সত্য বাণী।
তুমি যদি শুন তাহা, তবে মানি ভাগ্য ইহা,
বিশেষ উত্তম তারে মানি ॥ ধ্রু ॥ ১৫

মোর এই বাণীগণ, যাতে মধুবরিষণ,
সুন্দর গাঁথনি মনোরম।
তব স্থানে যায় যবে, জন্ম ধন্য হয় তবে,
ভাল দ্রব্য তোহে প্রাপ্তি কাম ২০

আমার কবিত্বগণ, অসদ্‌গুণ-অধ্যাসেন,
পূর্ব্বে অতি সঙ্কোচিত ছিল।
ইদানী তোমার স্থানে, গেলে হৈল ফুল্লমনে,
সহজ গুণ অনন্ত বর্ণিল॥
জন্মের চাপল্য জানি, মানি নিল মোর বাণী, ৫
এবে অতি প্রফুল্ল হইলা।
এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী আছে,
তাহা দেখি কহিতে লাগিলা॥
কেবল বরাকবাণী, জন্ম ধন্য হৈল জানি,
এহো নহে শুন কহি আর। ১০
কিন্তু রূপগুণরাগা, অতিশয় পূর্ণভাগা,
গোপী-জন্ম ধন্য ধন্য সার॥
কৃষ্ণ কহে গোপীগণ, নিজ নিজ পতিমন,
তাতে জন্ম সফল তাহার।
তেঁহো কহে তাহা কহি, পূর্ব্বে তোমা নাহি পাই, ১৫
পতি-কোলে দেহত্যাগ যার॥
তোমার বিষয়ে প্রেম, যৈছে দশবাণ-হেম,
তাতে তাঁরা নম্রা অনুক্ষণ।
তে কারণে সুচঞ্চলা, ত্যক্তলজ্জা সুবিহ্বলী,
তেঞি জন্ম ধন্য গোপীগণ॥ ২০

ওরূপ লাবণ্য দেখি, সশীৎকারে ঝরে আঁখি,
কহে এই কৈশোর-বয়স।
ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি-মর্ম্ম,
কাম মদে স্ফীত অহনিশ॥
কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবতা মনুষ্য জনে, ৫
কৈশোর কি সাফল্য না হয়।
শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুন
রাসকুঞ্জলীলা নাহি তায়॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে—

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। ১০
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥"

রসামৃতসিন্ধৌ চ—

"বাচা সূচিতশর্ব্বরী রতিকলা-
প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়- ১৫
ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-
পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥" ইতি ২

এতেক কহিতে দেখে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্যরীতে,
তাতে কহে চাপল্যের ধুরা।
চপল মানস আর, বাতাদি মাধুর্য্যসার,
তাহা দেখি কহে অতি-ত্বরা॥
একাঙ্গে অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিত মনোহারী, ৫
গোবিন্দের নৃত্যগতি রঙ্গ।
পরম মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য সাফল্য নাম,
যাতে করে হেন পরবন্ধ॥

রসামৃতসিন্ধৌ চ—

"অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব ১০
ত্বমিতি নিখিলগোপী প্রার্থনাপূর্ত্তিকামঃ।
ব্যতনুত গতিলীলা-লাঘবোর্ম্মীং তথাসৌ
দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে॥" ইতি

অতএব ন কেবল, মোর বাণী গাঁথা ফল,
কিন্তু গোপীর কৈশোর চাপল। ১৫
সভারি সফল জন্ম, জানিয়া কহিল মর্ম্ম,
উত্তমের তব প্রাপ্তি ফল॥
অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ,
আর্ত্তিগণ মিশাল বচন।
পুন কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তরে বাঢ়ে ২০
তাহা লাগি কহে হর্ষ মনে॥

ওরূপ লাবণ্য দেখি, সশীৎকারে ঝরে আঁখি,
কহে এই কৈশোর-বয়স।
ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি-মর্ম্ম,
কাম মদে স্ফীত অহনিশ॥
কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবতা মনুষ্য জনে, ৫
কৈশোর কি সাফল্য না হয়।
শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুন
রাসকুঞ্জলীলা নাহি তায়॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে—

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। ১০
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥"

রসামৃতসিন্ধৌ চ—

"বাচা সূচিতশর্করী রতিকলা-
প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়- ১৫
ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-
পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥" ইতি ২

এতেক কহিতে দেখে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্যরীতে,
তাতে কহে চাপল্যের ধুরা।
চপল মানস আর, বাত্তাদি মাধুর্য্যসার,
তাহা দেখি কহে অতি-ত্বরা॥
একাঙ্গে অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিত মনোহারী, ৫
গোবিন্দের নৃত্যগতি রঙ্গ।
পরম মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য সাফল্য নাম,
যাতে করে হেন পরবন্ধ॥

রসামৃতসিন্ধৌ চ—

"অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব ১০
ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্ত্তিকামঃ।
ব্যতনুত গতিলীলা-লাঘবোর্ম্মীং তথাসৌ
দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে॥" ইতি

অতএব ন কেবল, মোর বাণী গাঁথা ফল,
কিন্তু গোপীর কৈশোর চাপল। ১৫
সঞ্চারি সকল জন্ম, জানিয়া কহিল মর্ম্ম,
উত্তমের তব প্রাপ্তি ফল॥
অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ,
আর্ত্তিগণ মিশাল বচন।
পুন কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তরে বাঢ়ে ২০
তাহা লাগি কহে হর্ষ মনে॥

শুন অহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও সুখ,
সর্ব্বভূতে যে ঈশ্বর আছে।
তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি,
গীতাশাস্ত্রে যাঁর গুণ গাইছে
গোয়ালের পুত্র আমি, সর্ব্বোত্তম করি তুমি, ৫
সদা কেনে করহ বর্ণন।
শুনি হর্ষ ঈর্ষ্যাগমে, নিজহস্ত-সঞ্চালনে,
কহে বাণী অতি মনোরম ॥ ১০১ ॥

তথাহি—ভুবনং ভবনং বিলাসিনী শ্রী-
স্তনয়স্তামরসাসনঃ স্মরশ্চ। ১০
পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-
স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রম্ ॥ ১০২ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।
শুন প্রভু! সর্ব্ব অবতারি।
সর্ব্ব অন্তর্যামী যেই, ভুবনভবন সেই, ১৫
তাহার আশ্রয় তুমি হরি ॥ ধ্রু ॥
তাহাতে হইতে ভব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য সব,
দৃশ্যমান অদ্ভুত সকল।
নেত্র-রসায়ন যত, উত্তম চরিত কত,
বিচিত্র প্রকার মনোহর ॥ ২০

কৃষ্ণ কহি যদি হেন, দৃশ্যমানৈশ্বর্য্যগণ,
বিষ্ণুবামনাদি যত গণে।
কত কত মহাদ্ভুত, চরিত্র প্রকাশ পূত,
তারে ভজ হৈয়া এক মনে॥
শুনি মন্দ হাসি কহে, ইন্দ্রাদি দেবতাচয়ে, ৫
তাঁর পরিচর্য্যাতে নিপুণ।
যুদ্ধ-আদি ভয় যত, পালনাদি কৈল কত,
তাহা হৈতে তব বহু গুণ॥
মধুর ঐশ্বর্য্যময়, উত্তম চরিত্রচয়,
সাক্ষাতে আছয়ে দৃশ্যমান। ১০
শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধাদিবিমুখ নহে,
গর্ভোদকশায়ী পুরুষ নাম॥
ভজন করহ তারে, সর্ব্বদেব ভজে যারে,
এত শুনি লীলাশুক কয়।
অধোনেত্র চালনায়, কহে করি হয় হয়, ১৫
তার পুত্র চতুর্ম্মুখ হয়॥
তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি, কেলিরূপোত্তম সাধি
সর্ব্বাদ্ভুত চরিত্র তোমার।
মধুর রসময় যত, লীলাসৃষ্টি অবিরত,
দেখা যার নাহি হয় পার॥ ২০

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম অহে,
আদিরসে রসিক ভক্ত তুমি।
তবে পরব্যোমেশ্বর, ভক্ত লক্ষ্মীনাথবর,
নিশ্চয় কহিল তোহে আমি॥
শুনি উর্দ্ধভুরু চালি, কহে তারে পদ্যাবলি, ৫
তথা এক লক্ষ্মী-বিলাসিনী।
তা হৈতে মধুররস- ময় তব সুবিলাস,
কোটি কোটি রঙ্গিণী সঙ্গিনী

তথাহি—"নায়ং শিরোঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ
প্রসাদঃ" ইত্যাদি॥ ১০

রুক্মিণ্যাদিরমণী যে হয়।
শুনি শির চালি কহে, স্বকীয়াভাব যাতে রয়ে,
কাম আদি দশ দশ তনয়॥
প্রতি মহিষীতে হয়, দশ তনয় আদি-ময়,
মহিষীর কেলি আদি হৈতে। ১৫
অদ্ভুত তোমার রীত, পরকীয়া-ভাবনীত,
নর্ত্তকী কিশোরীকুল-সাথে॥
রাস-আদি লীলাগণ, চিত্র সর্ব্বোত্তমোত্তম,
যাহা নাহি অন্যরূপগণে।
অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদদ্ভুত, ২০
মধুর ঐশ্বর্য্য ভক্তে। মনে॥

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজলীলাভীষ্ট তোম্ম,
ভাল ভাল ভজ ব্রজলীলা।
এথা বাল্য পৌগণ্ড আছে, সেভাবে ভজন আছে
শুনি লীলাশুক করে হেলা॥
সসংভ্রমে তর্জ্জনীতে, নির্দ্দেশেন ভঙ্গিরীতে, ৫
কহে শুন শুন মহাশয়।
(হৃদে দয়া কুতূহলী, সে সব ব্যাখ্যান বলি,
শ্লোক কহে শুনহ নিশ্চয়।)
কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
ভাগ্যবান্ সদা আস্বাদয়॥ ১০২ ১০

তথাহি—

দেবস্ত্রিলোকীসৌভাগ্যকস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ।
জীয়াদ্ ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ॥১০৩॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

এই দেব রাসক্রীড়াপর। ১৫
জয়যুক্ত হউ সদা, সর্ব্বোপরি বিরাজিতা,
কিশোর যে কিবা অন্য আর॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলাময়,
তোমার অভীষ্ট সেই হয়।
ভাল ভবে গোচারণ, লীলা আছে মনোরম, ২০
তাহা তুমি করহ আশ্রয়॥

এত শুনি ভুরূভঙ্গে, কহে যেহো গোপীসঙ্গে,
অনঙ্গকেলিতে সুললিত।
তাহাতে মাধুর্য্যপূর, বিলাস মোহন ভূর,
আমি তাতে হৈনু আশ্রিতে॥
কৃষ্ণ কহে ঐছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি, ৫
এইরূপ দুর্লভ তোমার।
শুনি কহে তাহা শুন, সত্য তুমি ছলহ পুন,
কেবল তুমি না হও আমার
ত্রৈলোক্য-সৌভাগ্যপূর, কস্তূরী মকরাঙ্কুর,
হেন তোমার রূপ মনোহর। ১০
তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভরীতে,
মিলায় কহিল সুনিশ্চল॥
পুন কৃষ্ণ মন্দ হাসি, কথনানুষ্ঠান রাশি,
অসহিষ্ণু হৈল লীলাশুক।
অতিশয় সম্ভ্রমে, সদৈন্য বচন-ক্রমে, ১৫
কহিতে লাগিলা পাঞা সুখ॥ ১০৩॥

তথাহি—

প্রেমদশ্চ মে কামদশ্চ মে
বেদনশ্চ মে বৈভবশ্চ মে
জীবনশ্চ মে জীবিতশ্চ মে ২০
দৈবতশ্চ মে দেব নাপরম্॥ ১০৪॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

রাসলীলা-পর যেই দেব।

সেই আশ্রণীয় মোর, কেবল সে কৃপা তোর,

তোর কৈশোর বিনে নাহি সেব ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণ কহে হেতু কবা, তাহা শুনি সেই কিবা, ৫

এত শুনি কহে শুন নাথ।

তুমি মোর প্রেমদাতা, তোমা বিনু নাহি ধাতা,

এই লাগি তুমি মোর নাথ ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে,

কৌমার পৌগণ্ড লীলা মোর। ১০

তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে তুমি,

শুনি কহে এই বাঞ্ছা মোর ॥

সেই কামদাতা তুমি, অন্য না জানিয়ে আমি,

তজ্জাতীয় প্রেম তুমি দিলা।

এ ভাব বিষয় হৈতে, কিশোর-শেখর হৈতে, ১৫

অন্যাশ্রয় নাহি হয়ে মোরা ॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও,

পরিপাটী শিক্ষাগুরু তুমি।

কিংবা জ্ঞান ভাঙ্গিবারে, বল যদি তবে আরে,

সে জ্ঞান বেদন মোর তুমি ॥ ২

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে সতি,
বৈকুণ্ঠ সম্পদ তবে চাও।
শুনি কহে শুন তাহা, কি কহিব আহা আহা,
সে বৈভব তুমি আমার হও॥
যে বোল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা, ৫
জীয়ে সভে প্রাণ নাহি যায়।
তুয়া না পাইলে আমি, না জীএ কি কহ তুমি,
অতএব জীবন তুমি আয়॥
তুমি সে জীয়াও মোরে, তেঁই তুমি জীবনতরে
যে জীয়ায় সেই সে জীবন। ১০
তুয়া বিনা অন্য নাহি, তোমারে অমর কহি,
কেন মোরে কর উপেক্ষণ॥
কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, দৃঢ়তায় পাইল সুখ,
সাধু সাধু তোমার আশয়।
আমার দর্শন কাজে, বিফলতা নহে রাজে, ১৫
বর মাগ দিব সর্ব্বথায়॥
এইরূপ আম্রেড়িতে, কৃষ্ণ কহে মন্দস্মিতে,
তাহা শুনি তেহঁ বর চায়।
কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন সভে মনোরতা,
শুনিলেই প্রেম লাভ হয়॥ ১০৪॥ ২০

তথাহি—

মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং বাচো নস্তব বৈভবে।
চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে॥ ১০৫॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

শুন কৃষ্ণ! বর দিবা যবে।   ৫
সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্য,   বাণী-আগে সুমাধুর্য্য,
বর্ণিতে সামর্থ্য হউ তবে॥ ধ্রু॥
তথা তোর কৈশোর অঙ্গ   প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা পরবন্ধ
অযোগ্য দেহেও যদি নহে।
তথাপি তৎপ্রাপ্তি লাগি,   মন হউ চিন্তারাগী, ১০
চাপল্যে বাঢ়াও বর মোহে॥
কৃষ্ণ কহে এ তোমার,   সহজেই বুদ্ধি আর,
বর মাগ দিব আমি তোরে।
এত শুনি কহে সেই,   তবে দেহ বর এই,
কহি এক শ্লোক পাঠ করে॥ ১০৫॥   ১৫

তথাহি—

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনা-
লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা
রাধাবরোধোন্মুখাঃ।   ২০

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো
লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে
তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥ ৫

কৃষ্ণচন্দ্র ! এই বর দেহ তুমি মোরে।
যে তুয়া চরিতামৃত রাধা-সহ অবিরত,
রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে ॥ ধ্রু ॥
সেই সেই লীলাগণ, মোর হিয়ে অনুক্ষণ,
রহুক প্রবাহ রূপ হৈয়া। ১০
শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহু কত,
আস্বাদয়ে যাহা সুখ পাঞা ॥
কৈশোর-চাপল্য যত, রাধাকে রোধন মত,
দানঘাটি পুষ্পতোলাকালে।
তাঁহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা সাজে, ১৫
তার ধারা বহউ অন্তরে ॥
মুখাব্জ তোমার তথা, কাম-মদোদগারিস্মিতা,
তার ভঙ্গি বিশেষ যে আর।
তথা বেণুগীত-গতি, নব নব জন্মায় রতি,
বিভাবিত মাধুর্য্য মিশাল ॥ ২

এই এই লীলা যত,　　　　হিয়ে রহু অবিরত,
অতিশয় ধারারূপ ধরি ।
কৃষ্ণকর্ণামৃত এই,　　　　সদা পান করে যেই,
তার প্রেম হয় হিয়ভরি ॥
কৃষ্ণ কহে ধর্ম্ম অর্থ,　　　　কাম মোক্ষ পুরুষার্থ,　　৫
জিনিয়াও মোতে প্রেমফল ।
সে মোরে সাক্ষাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি মোর লীলা-
স্ফুর্ত্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥
ইহা শুনি লীলাশুক,　　　　কহে মনে পাঞা সুখ,
ভক্তি সিদ্ধান্ত উট্টঙ্কিয়া ।　　১০
সচাতুরী-ভঙ্গী কথা,　　　　কৃষ্ণকর্ণামৃত মত্তা,
শুন সবে এক-মন হৈয়া ॥ ১০৬ ॥

তথাহি—
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ ।　　১৫
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

শুন সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র ।
প্রেমলক্ষণ হৈতে,　　　　লীলা স্ফূর্ত্তি হয় চিত্তে ॥ ২০
তুমি সাক্ষাৎ হও যে প্রবন্ধ ॥ ধ্রু ॥

সেই প্রেমভক্তি যবে, মোরে স্থির রহে তবে,
তুমি যে কিশোর মূর্ত্তিমান্।
এইরূপ পাইব আমি, ইথে অন্য বোল জানি,
নহে তুমি দুর্লভান্য স্থান ॥

তবে যদি মুক্তিগণ, করি অঞ্জলি বন্ধন, ৫
'মোরে লও' 'মোরে লও' কহে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম আদি, ইহার পশ্চাতে সাধি,
কহে 'কভু ফিরিয়া না চাহে' ॥

অতএব কিবা কাজে, বর দিবা কিবা ব্যাজে,
ছন্দ কথা করহ প্রকাশ। ১০
ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাটী,
নানামত অন্য পরিহাস ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণামৃতরূপ,
আদ্যোপান্তে যতেক বর্ণিলা।
তাহা শুনিবার কাজে, এই কথা কহি ব্যাজে, ১৫
বাণী মোর কর্ণামৃত হৈলা ॥

এমতে সস্নেহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি,
লীলাশুক পাইল হরিষ।
কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন,
সবে কৃষ্ণকর্ণামৃতানিশ ॥ ১০৭ ॥ ২০

তথাহি—

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

হে দেব! জয় হে দেব! জয় হে দেব! জয়।
পরম আনন্দে বাণী পুন পুন কয় ॥
ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্য-কিশোর-মূরতি।
মনোহর নাম কৃষ্ণ মোহন মূরতি ॥ ১০

কিংবা দেবদেব তুমি তারা দেব দেব।
তাহাতে মঙ্গলরূপ দিব্যরূপ সেব ॥
হে কৃষ্ণদেব! জয় মানসলোচন।
অমৃতাবতার জয় প্রাকট্যসোহন ॥

পুন কৃষ্ণস্বমাধুর্য্য অতিশয় হেরি। ১৫
আনন্দে উন্মত্ত হৈল বর্ণে বাঞ্ছা ভরি ॥
বর্ণিতে না পারে পুন করেন প্রণাম।
কৃষ্ণ সনে বিবাদের করে সংহরণ ॥ ১০৮ ২০

তথাহি—

তুভ্যং নির্ভরহর্ষবর্ষবিবশা-
বেশস্ফুটাবির্ভব-
দ্ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু সুকৃতাং
ভাবেষু নির্ভাষিণে । ৫
শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং
বাচাঞ্চ দূরে স্ফুর-
ন্মাধুর্য্যৈকমহার্ণবায় মহসে
কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ ॥ ১০৯

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ । ১০

অনির্ব্বাচ্য মাধুর্য্য-পুঞ্জ শুন হরি ।
বর্ণিতে না পারি ওহে, রূপ জগজন মোহে,
অতএব নমস্কার করি ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কহে ওহে, মাধুর্য্য যে মোর হয়ে,
বর্ণ শুনি ইচ্ছা বড় হয় । ১৫
শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের সে দূর হয়ে,
হেন সে মাধুর্য্যসিন্ধুময় ।
কৃষ্ণ কহে, বাক্যে নহে, মনে মনে বর্ণ অহে,
তভু মোর সুখ লাগে মনে ।
শুনি কহে, সেহ নহে, মানসের দূর হয়ে, ২০
ভাবনাবিষয় সুগহনে ॥

কৃষ্ণ কহে বাণী-মন- অগোচর যদি হেন,
তবে বোল কাহার গোচর ।
শুনি কহে যে যে গণ, প্রেম-ভক্তা তনুমন,
তাহার গোচর তুমি ধর ॥
কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা, ৫
তাহা শুনি কহে লীলাশুক ।
নির্ভর-হরিষ-বর্ষে, বিবশ যে অহর্নিশে,
তাহাতে চাপল্য-স্ফূর্ত্তি-সুখ ॥
কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার-ব্রহ্মময়ে,
নিরূপণ করহ আমারে । ১০
তেঁহ কহে 'নহি নহি', গোকুলমণ্ডলময়ী,
নীলমণি মূর্ত্তিমান্-বরে ॥
কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণামৃতরূপ,
যত সব বর্ণনা তোমার ।
তাতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ তুমি, ১৫
অভীষ্ট যে থাকে মনে আর ॥
লীলাশুক কহে তবে, কি বর চাহিব এবে,
সাক্ষাৎ তোমার দরশনে ।
সর্ব্বপূর্ণ হৈল মোর, যাতে অতি কৃপা তোর,
তথাপিহ এক বর মনে ॥ ১০৯ ২০

তথাহি—

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবী-

দামোদরস্থিরযশস্তবকোদ্ভবেন।

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব

কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি ॥১১০ ৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

অহে কৃষ্ণদেব! ক্রীড়ারত!

এই আমি লীলাশুক, পাইয়া অন্তরে সুখ,

বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত ॥ ধ্রু ॥

কল্পশত-অন্তরেহ, তব ভক্তি-রসিক যেহ, ১০

তার চিত্তে বহউ প্লাবিয়া।

তোমার যে প্রাণে রাই, আমার সে প্রাণময়ী,

তার চিত্তে বহুক ধারা হৈয়া ॥

তথা দামোদর চিত্তে, সদা বহু ধারারীতে,

রাইনীবীদামে যার উদর। ১৫

বদ্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাতি ক্ষিতিমাঝে,

নাম যাহে 'রাধাদামোদর' ॥

তথাহি ভবিষ্যোত্তরোত্তর-লীলার্থ-বদ্ধ-

শ্লোকঃ—

সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ ২০

সংরম্ভয়া রাধয়া

প্রারভ্য ভ্রুকুটীং হিরণ্যরসনা-
দাম্না নিবধ্যোদরম্ ।
কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসবচয়ে
প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্তপুলকং ৫
ধ্যায়েম দমোদরম্ ॥" ইতি

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি,
অবরুদ্ধ হৈলা রাই স্থানে ।
প্রণয় সংরম্ভে রাই, ভ্রুকুটি করিয়া চাই,
হিরণ্যরসন-দামসনে ॥ ১০
উদর বান্ধিলা যবে, তবে কৃষ্ণ সকৈতবে,
কহয়ে কার্ত্তিক পুণ্যমাসে ।
জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থ্য প্রকাশিলা,
সে লাগি সঙ্কেতচ্যুতি বেশে ॥
এই স্থির যশ তোমার, অম্লান-পুষ্পগুচ্ছসার, ১৫
তেঁই তোমার নাম 'দামোদর' ।
অতএব তব কর্ণে, বহু এই গ্রন্থ বর্ণে,
কল্মশত হইয়া বিমল ॥
এতেক কহিতে মনে, বাঢ়িল আনন্দগণে,
বিস্ময় হইল এক ঠাঁই । ২০

গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ব্বত্রব্রজগোপিকার,
আর যে বিদগ্ধরসাশ্রয়ী ॥
আনন্দ পাউক মনে, মোর যে কবিত্বগণে,
মোর মনে প্রকাশে আনন্দ।
এত চিন্তি লীলাশুক, অন্তরে পাইল সুখ, ৫
পড়ে এক শ্লোক পরবন্ধ ॥ ১১০ ॥

তথাহি—

ধন্যানাং সরসানুলাপসরণী-
সৌরভ্যমভ্যস্যতাং
কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধা- ১০
বৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ।
রম্যাণাং সুদৃশাং মনোনয়নয়ো-
র্ম্মগ্নস্য দেবস্য নঃ
কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো
কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্ ॥ ১১১ ১৫

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ ॥

আমার বচন এই, দেব কর্ণামৃত যেই,
কি ভাগ্য আমার অতিশয়।
কেলিকলাসুচতুর, রসিকশেখর ওর,
হেন কৃষ্ণকর্ণামৃতময় ॥ ধ্রু ॥ ২০

তবে যদি বোল হেন, কর্ণামৃত লবে কেন,
এতাদৃশ যাহাতে বর্ণন।
বিরহ সংযোগ বাণী, প্রলাপ সংলাপ বলি,
চিত্র নহে বর্ণামৃত-সম॥

তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সুদৃশা সবে, ৫
সংযোগ-বিরহে যেই হরি।
মানস-নয়নে লাগে, সংলাপ-প্রলাপ ভাবে,
সর্ব্বেন্দ্রিয় হরিতে যে বলী।
তার কাণে সুধাময়, মোর এই বাণী হয়,
'কি আশ্চর্য্য!' এই লাগি কহি। ১০
আর চিত্র লাগে মোহে, তোমার যে ভক্তচয়ে,
তারো কর্ণে হয় সুধাময়ী॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী, যত গোপসুরঙ্গিণী,
যার বৈদগ্ধ্য কমলা প্রার্থয়ে।
তারো কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেঞি মানি, ১৫
অতিচিত্র মোর ভাগ্য-চয়ে॥

যদি বল গোপনারা, অন্তরে যে সুখ ভারি,
শুন কহি তাহার কারণ।
অজ্ঞক্ত সরস-বাণী, শ্রবণের রসায়নী,
তেঞি যুক্ত 'কর্ণামৃত সম'॥ ২০

তবে শুন তাহা কহি, মধুর ভক্ত রসময়ী,
পুন পুন যেই ভাষাগণ ।
তাহার লহরী গন্ধ, গোপীবাক্য পরবন্ধ,
তাহাও অভ্যাসে বাণীগণ ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলাশুক অহে, ৫
সত্য এই তোমার বচন ।
বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ-হেম,
তাহার বিলাসে সুপ্রবীণ ॥

এইরূপ অনুরাগ, যাহার হৃদয়ে জাগ,
তার মূল্য 'আমি' মাত্র দেখি । ১০
মোরে বশ করিবারে, এই রাগ বল ধরে,
আমি তোরে তেজিতে না শকি ॥

কিন্তু তুমি এইক্ষণে, আইলা এই বৃন্দাবনে,
কথো দিন এইরূপ স্নেহে ।
বৃন্দাবন-রাসকেলি- সুখ অনুভব মিলি, ১৫
কথো দিন ধরি রহ থেহে ॥

পাছে অবিলম্বে অতি, এই রাস-লীলায় সতি,
প্রবেশ করিয়া নিরীখিবে ।
এইরূপ আশ্বাস করি, নব কিশোর কিশোরী,
অদর্শন যেন তুহুঁ হবে ॥ ২০

রাধাকৃষ্ণ স্নেহ আঁখি, কৃপামৃতে তাহা মাখি,
দেখে লীলাশুকের বদন।
তাহা দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদে কাতরমুখ,
সন্দেহে বৈকল্যে ভরে মন॥

অদর্শনে দিনগণ, গোঙাইব কেন-মন, ৫
তাহার উপায় পুছে তারে।
প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি সুধাময়ে,
এক শ্লোক সেই ক্ষণে পড়ে॥ ১১১॥

তথাহি—

অনুগ্রহ-দ্বিগুণ-বিশাল-লোচনৈ- ১০
রনুস্মরন্মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ।
যতো যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং
ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবম্॥ ১১২

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ॥

রাধে! কৃষ্ণ! নিবেদন করোঁ তুয়া পায়। ১৫
দোঁহার দর্শনশোভা, এই ধন মোরে দিবা,
তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয়॥ ধ্রু॥

যেখানে যেখানে মোর, পড়য়ে নয়ন জোর,
সেখানে সেখানে স্ফুরে সদা। ২০

কৃপাতে বিশাল আঁখি, মৃদু বংশীধ্বনি মাখি,
সঙ্গে দেখা দিবা যে সর্ব্বদা ॥
দোঁহার সৌন্দর্য্য আর, বিলাসবৈদগ্ধসার,
ইহার বৈভব যত যত ।
আমার অন্তর মনে, এই দুই বিলোচনে, ৫
স্ফূর্ত্তি রূপ হউ অবিরত ॥
এই বর দেহ মোরে, সদা যেন দেখোঁ তোরে,
আর কোন নাহিক বাসনা ।
সেবাসুখ-ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা,
তোমা মিলায় তোমার করুণা ॥ ১১২ ১০
'এবমস্তু' বলি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ।
লীলাশুক কথো দিন, তথাই রহিলা ॥
তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে রাখিলা ।
ভাবরূপ দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা ॥ ইতি
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু, তোমা না ভজিনু কভু, ১৫
মুঞি অতি অধমের অধম ।
তুমি কৃপা কর মোরে, নিজ গুণে নীতি তোরে
কৃপানিধি তুমি দীনপ্রাণ ॥
শ্রীশ্রীমোহন রূপ, অখিল ভকত-ভূপ,
নিজগুণে দয়া কর মোরে । ২০

শ্রীভট্ট গোপাল পঁহু, অন্তরে করুণা বহু,
মোরে রাখি বান্ধি কৃপাডোরে ॥
ঠাকুর আচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু,
এই মোর ভরসা অন্তরে ॥
সাধন ভজন নাই, সংসারে যাতনা পাই, ৫
গুণ শুনি তবু প্রাণ ঝুরে ॥
করুণা করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে,
মো' বড় পতিত কেহ নাই।
মো' অতি তাপিত জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
তবে আমি এ তাপ এড়াই ॥ ১০
ঠাকুর বিষ্ণব মোহে, কর কৃপা অনুগ্রহে,
সদাদোষ নাহি যাঁর মনে।
সহজে আপন গুণে, দয়া কর দীনজনে,
তুয়া পদে লইনু শরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, ১৫
লীলাশুক-বাণী মনোরম।
তার ভাবে মগ্ন হই, কৃষ্ণদাস কবি যেই,
টীকা কৈলা অতি বিচক্ষণ ॥
তাঁহার করুণা হৈতে, সেই ত টীকার মতে,
প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝোঁ মুঞি। ২০

টীকার আভাসগণ, লিখিনু করিয়া ক্রম,
তাঁর কৃপায় মনে যেই লই ॥
তুমি মোরে কৃপা কর, মো' অতি অধম বড়,
দীন প্রতি কি দয়া তোমার ।
ব্রহ্মা-শিব-অগোচর, ব্রজলীলা যে সকল, ৫
তাহা প্রকাশিলা অকাতর ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত,
কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা আর ।
তিন অমৃতে ত্রিভুবন, ভাসাইলা সর্ব্বজন,
আঁখি পাইল জন্ম-অন্ধ যার ॥ ১০

তুমি বড় দয়াবান্, মোরে কর পরিত্রাণ,
নিজগুণে এই দীন জনে ।
তোমার করুণা হৈলে, মোর সব বাঞ্ছা পূরে,
মোর দোষ না লইবা মনে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, ১৫
পদরেণু নিজশিরে ধরি ।
গাইলা গোবিন্দলীলা, মনে যাহা উপজিলা,
আর শুন যাঁর কৃপা বলি ॥
শ্রীল শ্রীগুরুপদ- নখামৃত আনন্দিত,
তাঁর নখাঞ্চলে মোর আশ । ২০

সেই পদ-তরসাতে, গাইল কৃষ্ণকর্ণামৃতে,
এ যদুনন্দন দাস দাস।

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীলীলাশুকেন সহ
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রত্যুত্তরবর্ণনং নাম
নবমঃ প্রকাশঃ ॥ ৯ ॥ ৫

ইতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-চরণারবিন্দ-মকরন্দ-পান-
মত্ত-মধুব্রত-শ্রীলীলাশুক-বিরচিতং
কর্ণামৃতস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

॥ শ্রীঃ ॥